



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
August 2018

০১-০৮-১৮ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - 'নিশ্চয়বুদ্ধি-বিজয়ন্তী', নিশ্চয়তার আধারেই স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্যের উপযুক্ত হওয়া যায়। যার প্রথম ও প্রধান নিশ্চয়তা হলো, স্বয়ং ভগবান টিচারের রূপে আমাদেরকে এই (শ্রীমতের) পাঠ পড়াচ্ছেন"

প্রশ্ন :- যদিও বাবা স্বয়ং যেখানে সর্বশক্তিমান, তবুও কেন তিনি সকল কার্য প্রেরণার দ্বারা করছেন না ?

উত্তর :- বাবা বলছেন - "আমি স্বয়ং জ্ঞানের সাগর, জ্ঞান শোনার জন্য আমাকে যে আসতেই হয়। প্রোফেসর যদি তার নিজের ঘরেই বসে থাকে, তবে পড়াশোনা চলবে কি প্রকারে ? তোমাদের অর্থাৎ বি.কে. বাচ্চাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে যে, স্বর্গ-রাজ্যের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষাও যে দিতে হবে, তাই তো এই শরীরের আধার নিয়ে এখানে আসি আমি। তাই বাচ্চাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয় আসা উচিত নয়।"

গীত :- যে প্রীতমেরই সাথে আছে,
তার জন্যই বর্ষা (অবিনাশী জ্ঞানের এই আশীর্বাদী-
বর্ষা তো তারই জন্য)...

ঔম্ শান্তি! এই বাবাকেই 'পিয়া' বা 'প্রীতম' বলা হয়। যেহেতু উনি বাবা, তাই জলের যে বর্ষা সেই বর্ষা অবশ্যই করবেন না উনি। যা বলা হয় তা কেবলমাত্র বোঝাবার জন্য। যখন কেউ কোনও কথার প্রকৃত মর্মার্থ বুঝতে পারে না, তখন তাকে পাথর-বুদ্ধি অর্থাৎ নির্বোধ বলা হয়। কিন্তু ভগবান পারসনাথের দিব্যতা তো জগৎ-খ্যাত। দিব্যগুণধারী পারসনাথ অন্যদেরও পারস বানায়। কিন্তু তাকে এমন পাথরের মূর্তি বানানো হলো কেন ? রাবণ তাকে এমন ভাবে 'পারসনাথ'-কে 'পাথরনাথ' বানিয়েছে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা হলে রামের সম্প্রদায়। তাই তোমরা ক্রমাগতই পাথরবুদ্ধি (নির্বোধ) থেকে পারস-বুদ্ধির (দৈব-বুদ্ধির) হতে থাকো তোমাদের ক্রমিক অনুসারে। যথা রাজা-রাণী তথা প্রজা, সবাই এমন সুন্দর পারসবুদ্ধির হও কিভাবে ? তোমাদের এমন করে গড়ে তোলার নিমিত্তে অবশ্যই কেউ আছে, যিনি তোমাদের এমন সুন্দর পারসবুদ্ধির বানিয়ে চলেছেন। কিন্তু এর মধ্যে আবার কেউ সূর্যবংশী ঘরানার, কেউ চন্দ্রবংশী ঘরানার, কেউ বা দাস-দাসী, কেউ বা প্রজা, কেউ ধনী - এসব কিছুই হয় তোমাদের পুরুষার্থের ক্রম-অনুসারে। আর এমন সুন্দর করে যিনি গড়ে তোলেন - তিনিই পারসনাথ, অর্থাৎ অবশ্যই তিনি পরমপিতা পরমাত্মা। কোনও মনুষ্যকে এমন ভাবে জ্ঞান-সাগর বলা যায় না। এ সবই এক ও একমাত্র নিরাকার বাবার মহিমা। যেহেতু উনি জ্ঞান-সাগর, জ্ঞান শোনার জন্য তো অবশ্যই ওনার শরীরেরও প্রয়োজন। যে যেমন সংস্কারে সংস্কারী হয়, সেই অনুসারে তার কর্ম-কর্তব্য করার জন্য তেমন শরীরেরও তো দরকার। এদিকে তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। যার মহিমা সম্পূর্ণ জগৎ জুড়েই। সবারই এই এক ও অভিন্ন বাবা, যিনি নিরাকার, কিন্তু উনিও তো আত্মা। এই আত্মাই ইন্দ্রিয় দ্বারা এমন সুন্দর মিষ্টি করে বলেন- বাচ্চারা, তোমরা যে আমারই সন্তান।

বাবা বোঝাচ্ছেন - এই যে লোকেরা জাগতিক ব্রাহ্মণদের (শ্রদ্ধের) ভোজন খাওয়ায়, সেখানে (মৃতদের) আত্মাকে আহ্বান করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আত্মা, যদিও সেই আত্মাকে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ নাও করা হয়, জাগতিক ব্রাহ্মণদের ভোজন তো করানোই হয়। যেমন ধরো, কারও পতি মারা গেলে সেই বিধবা বলে- "আমি আমার পতির শ্রদ্ধের ভোজন খাওয়াচ্ছি। -কিন্তু, তোমার পতি তো মারা গেছে, তবে আবার তাকে ডাকছো কেন এভাবে ? তার আত্মাকে নাকি তার শরীরকে ? এটাই তো মূল বোঝার ব্যাপার। এক্ষেত্রে তো আত্মাকেই ডাকবে, - তাই না ? শরীর তো বিনাশ হয়েই গেছে। তবুও তারা সেইসব জাগতিক ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধের ভোজন খাইয়ে থাকে। তাদের দ্রাব্য ধারণা, সেই আত্মা ব্রাহ্মণদের শরীরে প্রবেশ করে সেই ভোজন গ্রহণ করে। যদিও এর কি কোনও প্রমাণ আছে যে, কেউ মারা যাবার পর সেই আত্মা আবার আসে সেখানে ? --হ্যাঁ, আত্মা অবশ্যই আসতে পারে। এসে এই আত্মাই তো কথা বলে। সেই আত্মাকে যদি প্রশ্ন করা যায়, অমুখ জিনিষ কোথায় রাখা আছে ? তখন সে তা যথাস্থ বলেও দেয়। তাই তো বিধবারা এমন ভাবে যে, সে তার পতির আত্মাকেই সেই ভোজন খাওয়াচ্ছে। পতির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথা ঠুকে (সেই ব্রাহ্মণকে) প্রণামও করে। তখন সে ব্রাহ্মণকে অনাস্থীয় হিসাবে দেখে না। বিধবার ধ্যান-জ্ঞান তখন এমন থাকে যে সে সেই ব্রাহ্মণের মধ্যেই যেন পতির নাম-রূপ দেখতে পাচ্ছে এবং সে যেন সে তার পতিকেই প্রণাম করছে। অথচ সেই নাম-রূপের শরীর তো কবেই ভুলে পরিণত হয়েছে, তবুও সেই শরীরকেই স্মরণ করছে। যখন আত্মা এসে ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করে, ব্রাহ্মণও তা অনুভব করে, তার শরীরে অন্য কোনও আত্মার প্রবেশ ঘটেছে। বাস্তবেই আত্মা যখন এসেছে, সেক্ষেত্রে বিশ্বাস তো করতেই হবে। বাচ্চারা, ঠিক তেমনি ভাবেই তোমাদেরও বোঝানো হচ্ছে, পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার, ওনার নিজের শরীর নেই, (উঁনি না এলে) তবে উত্তরাধিকারীর অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা দেবেন বা কি ভাবে ? তাই তো ওনাকে এই (ব্রহ্মার) শরীরের আধার নিতে হয়। অতএব, সর্বাগ্রে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়তার প্রয়োজন যে, ইঁনিই পরমপিতা পরমাত্মা। উনি স্বয়ং এসেছেন, ব্রহ্মার সাহায্যে সেই উত্তরাধিকারের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা দিতে। প্রেরণার দ্বারা তো আর তা সম্ভব নয়। তাই স্বয়ং ওনাকেই তো আসতে হয় এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াতে। যেহেতু একমাত্র উনিই জ্ঞানের সাগর। এই সমস্ত ব্যাপারগুলি খুব ভালভাবে বুঝতে হবে আগে। কিন্তু আগামী ভবিষ্যতে যার ভাগ্যে উচ্চ প্রালঙ্ক নেই, সে মোটেই বুঝতে পারবে না। একমাত্র তাদের আত্মাই বলবে, এই বাবা মোটেই জ্ঞান-সাগর নন। আরে, যেখানে স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন- আমিই সেই জ্ঞানের সাগর, যদিও আমি নিরাকার। কিন্তু উপরে (পরমধামে) বসে কেবলমাত্র প্রেরণার সাহায্যে তোমাদের এই পাঠ পড়াই কিভাবে ? এমন রীতিতে তো আর পাঠ পড়ানো চলে না। প্রোফেসর যদি তার বাড়ীতে বসে থাকে, সেখান থেকে কেবল প্রেরণার দ্বারা কি আর পাঠ পড়ানো যায় ? স্কুলে তো অবশ্যই আসতে হবে তাকে। তেমনি পরমপিতা পরমাত্মাও তার ধামে বসে এই বিশেষ পাঠ পড়াতে পারেন না। যেমন প্রেরণার দ্বারা চিত্র দেখিয়ে বোঝানো যায় না। যদিও শিববাবার প্রেরণাতেই এইসব চিত্রাদি চিত্রিত হয়েছে। এই ব্রহ্মারও এসব বিষয়ে পূর্বে কোনও জ্ঞান ছিল না। আমিই (শিববাবা) বাচ্চাদেরকে দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করে এমন সুন্দর বানিয়েছি। যেহেতু বাবা নিজে 'করন-করাবন-হার' বাবা।

বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - "সর্বাগ্রে তোমাদের এটা নিশ্চয় করতে হবে, এই পরমাত্মা সকল আত্মাদের বাবা। তা না হলে বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চারা বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাবে কিভাবে ?" এই যে দেবতাদের এত অনেক মন্দির আছে, তেমনি ওনার (শিববাবার) আত্মারও

অর্থাৎ পরমাত্মারও মন্দির অবশ্যই আছে। একমাত্র ওনার ছাড়া আর যে মন্দিরগুলি আছে, তা হলো জীবাত্মাদের। এইসব জীবাত্মারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসে, কিন্তু পরমাত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত। একমাত্র পরমাত্মার রূপই নিরাকার। বাবা আরও জানাচ্ছেন, উনি এখানে আসেন বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাতে। এর সাথে আরও জানাচ্ছেন, ওনার নিজেরও তার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু কোনও প্রেরণা বা শক্তি ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি কেউ বলে যে, সে শক্তি লাভ করেছে, তবে কোথেকে সে সেই আশীর্বাদী-বর্ষা পাচ্ছে ? যেখানে বাবা বলছেন, উনি কেবল রাজযোগই শেখাচ্ছেন। যেহেতু তা 'ভগবান উবাচঃ' তাই শরীরে ভিতরেও তার প্রভাব তো পড়বেই। তা বলে এমন নয় যে, এটাই শক্তির প্রকৃত উৎস। যা মনোযোগ সহকারে পড়াশোনার ব্যাপার। একদিকে যেমন উনি বাচ্চাদের বাবা, তেমনি টিচারও ওনাকেই হতে হয়। কিন্তু তোমাদের এতজনকে একসাথে প্রেরণা দেবেন কিভাবে ? তার উপর আবার সবাইকে এক ভাবে এক-সমান জ্ঞানীও বানাতে হবে। যাই হোক, তোমাদের বি.কে.-দের জন্য রাজধানী স্থাপনার কাজও চলছে। সেখানে কেউ কেউ দাস-দাসী হবে, কেউ বা হবে প্রজা। তোমাদের কেউ যদি তা জানতে চাও, তবে তা বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারো - তুমি নিজে কোন পদের উপযুক্ত হয়েছো। সূর্যবংশী নাকি চন্দ্রবংশী অথবা দাস-দাসী কি হতে চলেছো ? ঠিক এই মুহূর্তেই যদি কারও আত্মা শরীর ত্যাগ করে, তবে সে কি পদ পেতে পারো ? তাই বাবা বলছেন, ওনার কাছে এসে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে, তা ধারণের ক্রমানুসারে, তখনই উনি তা বলতে পারবেন। যেমন স্কুলে কোনও ছাত্র যদি জানতে চায় সে কত নম্বর পেতে পারে ? ক্লাসের শিক্ষক তার একটা গড়-পরতা সংখ্যা বলে দিতে পারে ও সাথে সাথে এও বলে যে, তুমি তেমন মনোযোগ সহকারে পড়োনি, তাই তেমন ভাল নম্বর পাবেই বা কি প্রকারে ? ফলে ছাত্র নিজেও তখন তা অনুধাবন করবে- সত্যিই তো, ততটা মনোযোগ সহকারে পড়িনি তো! তেমনি, প্রত্যেকের নিজের নিজের মন সেই সত্য জানতে পারে। এখানেও তেমনি এই অসীম-বেহদের বাবা তা বলে দিতে পারে। কারওকে আবার বাবা এমনও বলে, তুমি তো খুনই সুন্দর বাচ্চা, ঠিক যেন ফুলের মতন। বর্তমানের এইভাবে চলতে পারলে 'বিজয়-মালা'-র..... এত নম্বর স্থানে তোমার জায়গা হতে পারে। (এই অনিশ্চয়তা) কেননা এইভাবে চলতে চলতে অনেকেরই পতনও হয়ে যায়। লক্ষ্য করো, বাবার অনেক বাচ্চাই আজ আর এর সাথে যুক্ত নেই, যেহেতু তারা শ্রীমত অনুসারে না চলার কারণে কাম-বিকার ও দেহ-অভিমানের বশে এসে যায়। কেউ কেউ আবার লোভ-মোহের বশেও চলে যায়। মায়া এমনই যে, কারও কারওকে আবার চোর স্বভাবেরও বানিয়ে দেয়। এমনই মায়ার কারসাজি। যেমন প্রবাদ আছে - আজ যে কানা-কড়ি চুরি করে, ভবিষ্যতে সে লক্ষ-লক্ষ চুরি করবে।

আরও জানাচ্ছেন বাবা - কারও কারও খুবই কু-স্বভাবও থাকে। যেমন কারও কাম-বিকারের স্বভাব থাকার কারণে, সে এখান থেকে পালিয়ে যায়। কারণ, বিকারীরা এখানে টিকতেই পারে না। কেউ কেউ লোভের বশবর্তী হয়ে চুরিও করে। মায়াই এমন সব কার্য করায় তাদের। যেহেতু মায়া তাদের ভিতরে প্রবেশ করে। তাই সর্বাগ্রে দেহ-অভিমানকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। তাই তো বাবা বলেন, নিজের মধ্যে আগে আত্মা নিশ্চয় কর। এই আত্মা হলো অবিনাশী আর শরীর বিনাশী। তাই তোমরা দেহী-অভিমানী হও। কেউ কেউ দু-তিন মাসের মধ্যেই দেহী-অভিমানী ভাবে চলে আসে, আবার এমনও আছে, যারা ২৫-বছরেও তা হতে পারে না। এই কোর্সটা এতই বড় যে, তা ৫০-৬০ বছরও লেগে যায় কারও কারও। এই বিশেষ পাঠের কোর্স আর পাঠ পড়ানোর টিচারকেই যদি না জানতে পারো, তবে আর পড়বেই বা কিভাবে ? এই বাবাকে জানতে পারলেই, শিববাবাকেও জানা

হয়ে যায়। কিন্তু, একমাত্র শিববাবার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগতে হবে তোমাদের। সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে হবে যে তোমাদের। একমাত্র এই বাবা ছাড়া, কোনও মনুষ্য আর তা বানাতে পারে না। এই মূল কথাটায় যতক্ষণ না নিশ্চয়তা আসবে, ততদিন কিছুই বুঝতে পারবে না। এমন কি অনেকে এমনও আছে, ২০-২৫ বছরের বাচ্চা হয়েও পুরোপুরি নিশ্চয়তা আসে না তাদের। একবার এদিক তো অন্যবার ওদিক -এই দোলাচলে থাকে। যেমন, এই সবে নিশ্চয়তা এলো আবার পরক্ষণেই চলে আসে সংশয়-অনিশ্চয়তায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন- যাকে 'গড-ফাদার' (পরমাত্মা) বলা, (প্রকৃত অর্থে) তোমরা আত্মারা তো তারই সন্তান। তিনি তো তোমাদের বাবা। তাই তোমাদের সবাইকে একই সুরে লেখা উচিত- হ্যাঁ, আমাদের সবার এই এক ও একমাত্র 'গড-ফাদার'-ঈশ্বরীয়-পিতা। আর তাই তো উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষার দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যের রাজধানীর অধিকার পাওয়া যায়। আর তা লাভ করার জন্য অবশ্যই তিনি রাজযোগের শিক্ষাও দেন। যা শেখাতে পারেন একমাত্র এই বাবা। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবার প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়তা আসবে, ভাববে তুমি স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারোনি। বাবাকেই যদি ঠিক ভাবে জানতে না পারো, তবে বাবার উত্তরাধিকারী হয়ে ওনার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাবেই বা কিভাবে ? বাবা এখানে আসেন তোমাদের সেই আশীর্বাদী-বর্ষা দিতেই। কিন্তু অনেকেই তা নিতে পারো না, যেহেতু তোমরা নিজেরাই তেমন ভাবে ভাগ্য গড়ে তুলতে পারো না।

"নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী"- "সংশয়বুদ্ধি বিনশন্তী! -- সর্বাগ্রে বাবাকে জানো। বাবা হলেন নিরাকার, পরমপিতা-পরমাত্মা। তিনি স্বয়ং এসে তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। উত্তরাধিকারের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায় একমাত্র ওনার থেকেই। রাজযোগ শেখাবার কর্ম-কর্তব্য ওনারই। এতে প্রেরণার কোনও প্রশ্নই নেই। টিচার ঘরে বসেই পাঠ পড়াচ্ছেন - এমনটা তো আর সম্ভব নয়। বাবা জানাচ্ছেন- তেমনি বাবাকেও আসতে হয় এখানে। ওনার স্মরণে অনেক মন্দিরও আছে দুনিয়ায়। নিরাকার হয়ে যেহেতু জাগতিক কিছু করা সম্ভব নয়, তাই শরীরের আধার নিতেই হয়। আধার না নিলে কল্পের সৃষ্টি-চক্র জগতে ওনার এই বিশেষ জ্ঞান, তা শেখাবেন বা কি প্রকারে ? আর তাই তো কারও শরীরে আসতেই হয় ওনাকে। আবার বাচ্চার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বাচ্চারাও আবার অন্য নতুন নতুন বাচ্চাদের আনতে থাকে, যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে। তাদের মধ্যেও ওলট-পালট (স্যাপলিঙ) আগে-পরে এমনটা হতেই থাকবে। যারাই এসে ব্রাহ্মণ হবে, তাদের সবাই এখানে কলমের-চারার মতন। এই ব্রাহ্মণদের পিতা 'ব্রহ্মা'। আবার ব্রহ্মার পিতা হলেন শিববাবা। একজন ঈশ্বরীয় বাবা অপরজন জাগতিক বাবা। মূল অর্থে তোমরা বাচ্চারা শিববাবার ঈশ্বরীয় সন্তান এবং ব্রহ্মার আত্মাও শিববাবার সন্তান। (ব্রহ্মা) আবার জাগতিক ভাবে ব্রাহ্মণদের বাবা। যার (দওক নেওয়া) মাধ্যমে তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হয়েছো। অতএব তোমরা বি.কে.-রা হলে, ব্রহ্মার বাচ্চা এবং শিববাবার পৌত্র। তাই তো ওনার থেকে সেই উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্ষা তোমরা বি.কে.-রাই পেয়ে থাকো। খুব মন দিয়ে বুঝতে হবে এসব কথা। কেউ যদি জানতে আগ্রহী হয়, সে কোন পদ পেতে পারে, সরাসরি সে বাবাকে বলতে পারে- বাবা তাকে তা জানিয়েও দেবেন।

অনেকেই এমন-এমন নতুন বাচ্চাদের নিয়ে আসে এখানে, কি আর বলি তাদের ব্যাপারে! মাত্র একবার বাবার সাক্ষ্যাৎ হলেই যেন তীর বিঁধে যায় তাদের মনে। কত সুন্দর সুন্দর চিঠিও লেখে তারা - "বাবা, অমুকে আমাকে এমন সুন্দর ভাবে এই গীতা-জ্ঞান শুনিয়েছে, যে কারণে পাক্ষা

নিশ্চয়তা এসেছে আমার মনে। বাবা তুমি স্বয়ং যেখানে এসেছো, সেখানে তোমার থেকে পুরোপুরি উত্তরাধিকারের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা অবশ্যই যে নিতে হবে।" এমন কি, যার কখনও বাবার সাক্ষ্যাংকারও হয়নি, তারাও এমন সব আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠি-পত্র লেখে যে, মনে হয় যেন এতদিন বাদে সে তার হারানো বাবাকে খুঁজে পেয়েছে। এই ধরনের নিশ্চয়তাতেই সে অনেক এগিয়ে থাকতে পারে। যত শীঘ্র যার নিশ্চয়তা আসে, তত সুন্দর স্যাপলিং-ও হয়। শ্রীনগরে যে সেন্টার খোলা হয়েছে সেখানকার নতুন নতুন বাচ্চারাও এমন সব চিঠি-পত্র লেখে - বাবা, আমরা খুব আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছি সরাসরি আপনার সাথে সাক্ষ্যাংকারের জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই বন্ধনের ব্যাপার। যদিও পত্রে তারা সেই কারণগুলিও জানায়। কেবলমাত্র যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে একমাত্র তারাই এখানে উপস্থিত হতে পারবে। অর্থাৎ আগামীতে যারা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে (বৈকুণ্ঠ) যাবার উপযুক্ত হতে পারবে, তারাই ব্রহ্মাপুরীতে (মধুবন) এসে পৌঁছতে পারবে। ব্রহ্মাপুরীকে আবার ব্রহ্মপুরী ভেবে নিও না যেন। বি.কে.-রা অনেকেই ব্রহ্মকুমারী লেখে, যা একেবারেই ভুল। ব্রহ্ম হলো তত্ত্ব (আকাশ মার্গে প্রাকৃতিক শক্তির আলোর উপাদান)। কোনও তত্ত্বের আবার কন্যা হবে কিভাবে ? আর এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা -এনার নাম তো জগৎ-বিখ্যাত। ইনি প্রজাপিতা এই দুনিয়ার জন্য - এমনই তো হবে, তাই না! প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী-রা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মার শিবের শক্তির। তারা এই শক্তি সঞ্চয় করে শিববাবার থেকে। এমন নয় যে, তা ব্রহ্মার আত্মা থেকে। অতএব স্মরণ করতে হবে একমাত্র (নিরাকার) শিববাবাকেই। এই স্মরণের যোগেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র-পাবন হতে পারবে। বর্তমান দুনিয়ার সব আত্মারাই এখন পাপাত্মা। সবারই জন্ম তো সেই বিকারের মাধ্যমেই। অনেকেই খুব সহজেই একথা বুঝে যায়, আবার কেউ-কেউ এর বিন্দু-বিসর্গও বোঝে না। এমনই আশ্চর্যজনক এই জ্ঞান।

ভক্তদেরকে তাদের ভক্তির ফল দেবার জন্য ভগবানকে তো আসতেই হয়। এসে বাচ্চাদেরকে পড়াতেও হয়। উনি নিজেই তা বলেন - "আমি যেমন তোমাদের (আত্মাদের) বাবা (পরমাত্মা), তেমনি আবার টিচার এবং সদগুরুও বটে। সবাইকে মুক্ত করে আপন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই আমার এখানে আসা।" যেহেতু উনি মুক্তিদাতা তাই ওনাকে লিবারেটর'-ও বলা হয়। কিন্তু প্রেরণার দ্বারা তো আর (বিকার) মুক্ত করা যায় না। তাই এমন ভাবে স্কুলগুলিরও বৃদ্ধি হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। কিন্তু এই ঝড়ঝড়ে পুরোনো দুনিয়াকে মনে রাখলে বাবাকে ভুলে যাবে যে। শেষে এমন হয় যে, বাবাকে ভুলতে ভুলতে আবার সেই পুরোনো দুনিয়াতেই আসতে হয় তোমাদের। ফলে জ্ঞানের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না তখন। বাবাকে দেওয়া শর্তও বাতিল হয়ে যায় তখন। বাবাকে যা যা দিয়েছিল, তা আবার ফিরতও নিয়ে নেয় তখন। যেহেতু বুদ্ধির তালা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় সে সময়ে। বাবার বুদ্ধি তো বুদ্ধিমানদের উপরেও বুদ্ধিমান। কত সুন্দর সহজ-সরল রীতিতে এসব বোঝাতে পারেন বাবা। যারা শোনে, তাদের দৃষ্টি-হাব-ভাবেই তা স্পষ্টতই ফুটে ওঠে - কতটুকু ধারণা করতে পারলো সে ? উচ্চ-পদের অধিকারী হতে পারবে কি না ? বাবা তৎক্ষণাৎ বুঝে যান, সেই বাচ্চার বোঝার আগ্রহ আছে কি না ? কিম্বা তার বুদ্ধিযোগ কোথায় কোথায় ঘুরতে থাকে ? এইভাবেই বাচ্চাদের নাড়ী দেখা হয়। নাড়ী দেখার কবিরাজকে দক্ষ তো হতেই হবে। বাচ্চাদের এই লক্ষ্যও যে খুব বড়। তোমরাও নিজেরাই মুহূর্তেই তা বুঝতে পারবে - অমুক বি.কে. এগিয়ে যেতে পারবে কি না ? আর তা পারবে নিজের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। যদিও এই ব্রহ্মা ব্রহ্মপুত্র (বড় নদ) সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু নিজেই নিজের গুণগান তো আর করতে পারে না। সরস্বতী, সেও তেমনি হোশিয়ার। জাগতিক (স্কুলের) পড়াশোনার পরীক্ষা তো এই দুনিয়াতেই হয়।

কিন্তু এখানকার পড়াশোনার পরীক্ষা, এখানে হবার নয়। অতএব যতক্ষণ জীবন আছে - ততক্ষণ এই জ্ঞানামৃত পান করতে থাকো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত।
ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের প্রতি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনও প্রকারের পুরোনো স্বভাবের বশীভূত হয়ে উল্টো-পাল্টা কর্ম যেন না হয়ে যায়। দেহ-
অভিমানের অভ্যাসকে ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হয়ে থাকার কোর্সকে সম্পূর্ণ করতেই হবে।

২) নিশ্চয়তায় কখনও নড়বড়ে হয়ো না যেন। যতক্ষণ জীবিত থাকবে- এই জ্ঞানের পাঠ নিজে
যেমন পড়তে থাকবে, অন্যদেরও তেমনি পড়াতে হবে।

বরদান :- উড়তী কলার দ্বারা বাবার মতন অলরাউন্ডার পাট করতে পেরে চক্রবর্তী হও

বিস্তার :- বাবা হলেন অলরাউন্ডার পাটধারী, যেমন উনি সখা হতে পারেন তেমনি আবার বাবা-ও
হতে পারেন। এমনই উড়তী-কলা'-রা যখন যে সেবার আবশ্যকতা হবে তাতেই পাট সম্পন্ন করতে
পারবে। তাকেই বলা হয় অলরাউন্ডার উড়ন্ত পাখী। সে এমন নির্বন্ধন হবে যে, যেখানেই সেবাকার্য
চলবে, সেখানেই সে পৌঁছে যাবে। প্রত্যেক প্রকার সেবাতেই 'সফলতা-মুচুত' হবে। একমাত্র তাকেই বলা
যাবে চক্রবর্তী, অলরাউন্ডার পাটধারী।

স্লোগান : - একে অপরের বিশেষত্ব গুলি স্মৃতিতে রেখে বিশ্বাসভাজন হলে, সংগঠনও একমতের হয়ে
যাবে।

০২-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা হলেন বিন্দু স্বরূপ, তাঁকে যথার্থ ভাবে চিনে স্মরণ করো, এটাই হলো
বুদ্ধিমানের কাজ"

প্রশ্ন :- বেহদের দৃষ্টিতে স্বপ্নের অর্থ কি ? এই সংসারকে কেন "স্বপ্নবৎ সংসার" বলা হয়েছে ?

উত্তর :- স্বপ্ন অর্থাৎ যা অতীত হয়ে গেছে । তোমরা এখন জানো যে, এই সম্পূর্ণ সংসার এখন হলো
স্বপ্নবৎ, অর্থাৎ সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত সবকিছুই এখন অতীত হয়ে গেছে, তোমাদের
এখন এক সেকেন্ডেই এই স্বপ্নবৎ সংসারের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে । তোমরা এই সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্ত,
মূল বতন, সূক্ষ্মবতন কে জেনে মাস্টার ভগবান হয়ে গেছো ।

গীত :- কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম শান্তি । শিববাবা নিজের মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের, হারানিধি (সিকিলধে) শালগ্রামদের বসে
বোঝাচ্ছেন । শালগ্রামরাই তো শিববাবার বাচ্চা মনে করা হয়, তাই না । বাচ্চারা জানে যে, আমাদের
তিনিই পড়ান, যাঁকে সমান্য কেউই জানতে পারে না । শিবের মন্দিরে মানুষ যায় কিন্তু সেখানে তো
অনেক বড় শিবলিঙ্গ দেখতে পায় । এ কথা খোড়াই তারা মনে করে যে, আমাদের বাবা হলেন বিন্দু
। যে বাচ্চারা শিববাবাকে এত বড় মনে করে স্মরণ করে বা করতে থাকবে -- তারাও ভোলা
কারণ এও ভুল । বাবা বোঝান যে, আমি হলাম বিন্দু, কিন্তু বিন্দুকে কে কিভাবে বুঝবে ? কেউ বলে
অথও জ্যোতি স্বরূপ, বা অমুক, কিন্তু তা নয়, তিনি হলেন বিন্দু । তাঁকে স্মরণ করা খুবই মুশকিল ।
মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে ভুলে যায় । ভক্তিমার্গে শিবলিঙ্গে ফুল দেওয়ার বা পূজা করার অভ্যাস থাকে, তাই
স্মরণে থাকে কিন্তু এখানে মানুষ প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় যে আমাদের বাবা হলো বিন্দু রূপ । সম্পূর্ণ
ড্রামাতে তাঁর যা পাট তাই তিনি করেন । তারা কি বসে বিন্দুর মহিমা করবে যে, তুমিই সুখের
সাগর, শান্তির সাগর -- । বিন্দু কতো ছোটো রূপ ।

বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে কার ধ্যান করবো ? এই কথা তো বুদ্ধিমানরাই বুঝতে পারবে । না হলে সেই
শিবলিঙ্গই স্মরণে এসে যায় । কৃষ্ণ তো খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে বসতে পারে । এ তো হলো বিন্দু ।
গানেও বলা হয় যে ----স্মরণ করলেও স্মরণে আসে না, সেই মুখ কেমন ? এও আশ্চর্যের, এত
ছোটো বিন্দু । জ্ঞাননৃত্য করে । বলা হয়, এ হলো স্বপ্ন । কি সংসারের নিয়ম । অতীতের কথা কে স্বপ্ন
বলা হয় । স্বপ্নবৎ সংসার, যা অতীত হয়ে গেছে, তাই তোমাদের বুদ্ধিতে আসে । সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড , মূল
বতন, সূক্ষ্ম বতন, সত্য যুগ, ত্রেতা, দ্বাপর -- সব স্বপ্ন হয়ে গেছে । যা অতীত হয়ে গেছে তা স্বপ্ন
হয়ে গেছে । এখন কলিযুগের অন্তিম সময় । এই সংসার তো স্বপ্নবৎ হলো, তাই না । ওরা হদের স্বপ্ন
দেখে । তোমাদের বেহদের স্বপ্ন বুদ্ধিতে আসে । সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশীও সব স্বপ্ন হয়ে গেছে । একে বলা
হয় স্বপ্নের সংসার । তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এই রহস্যের কথা কেউই জানে না । সত্যযুগে কতো অথৈ
সুখ ছিলো, সেইসবই অতীত হয়ে গেছে । এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই আদি - মধ্য এবং
অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । এক বাবার স্মরণই তোমাদের থাকা উচিত । বাবা যেভাবে বোঝান আর
কেউই সেভাবে বোঝাতে পারেন না । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এ হলো স্বপ্নের সংসার । এই - এই
ঘটনা অতীত হয়ে গেছে, এ তোমাদের বুদ্ধি জানে । তোমাদের বুদ্ধিতে ওপর থেকে শুরু করে অর্থাৎ

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞান আছে । তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকিনাথ হয়ে গেছো । ত্রিলোকিনাথ হলে তোমরা ভগবানের মতো হয়ে যাও । ভগবান বসে তোমাদের এই শিক্ষা দেন । সেকেন্ডেই তো স্বপ্ন আসে, তাই না । তাই সেকেন্ডেই তোমাদের বীজ থেকে ঝাড় সবকিছু স্মরণে আসা উচিত । বাবাও বলেন - আমার কাছে আদি, মধ্য এবং অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তাই আমাকে জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানী জানি - জানানহার বলা হয় । আমি জানি যে প্রত্যেকের অবস্থা এমনই থাকবে । এক একজনের অবস্থা আমি কিভাবে বসে জানবো । যে অবস্থা আগের কল্পে ছিলো, এখনো তেমন অবস্থাই থাকবে । এ তো তোমরাও জানো । পুরুষার্থ করানোর জন্য বলা হয় - খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করো ।

এখন তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে । তোমরা জানো যে এই - এই ঘটনা অতীত হয়ে গেছে - এমনভাবে দেবতারা রাজ্য করতো, আবার তারা এসে রাজ্য করবে । অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তোমরা স্মরণ করতে থাকবে । একেই স্বদর্শন চক্র বলা হয় । মানুষ তো শিবলিঙ্গকে স্মরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে । তাই মনে করে বাবা হলো জ্যোতির্লিঙ্গম । বিন্দু বললে তারা দ্বিধায় পড়ে যায় । তারা মনে করে আত্মা হলো ছোটো আর পরমাত্মা বড় । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে - এই কলিযুগী দুনিয়ায় এই সময় দেখো কতো আড়ম্বর । একে মায়া আড়ম্বর বলা হয় । এ হলো মায়া আড়ম্বর । মানুষ তো বলে - এখন দুনিয়া কতো সুন্দর হয়ে গেছে । বড় বড় মহল তৈরী হয়ে গেছে । আমেরিকার কত আড়ম্বর । সেখানকার জিনিসপত্র কতো সুন্দর । আমরা বুঝতে পারি এ সবই নকল জিনিস যা এখন শেষ হয়ে যাবে । দিনে দিনে বড় বড় ইমারত, ড্যাম ইত্যাদি বানানো হবে, যেন একদম নতুন দুনিয়া । এ তো মায়াবী পুরুষ, তাই না । আসুরী সম্প্রদায়ের আড়ম্বর । এ সবই হলো জাদু, এখনই গেলো বলে । বড় বড় সাইন্সের অহংকারী যারা আছে, তাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এ সবই শেষ হয়ে যাবে । একজন আর একজনকে বলে দেয় যে, তোমরা নাক গলিও না, না হলে সব শেষ হয়ে যাবে । আমেরিকা নিজেদের বলবান মনে করে তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় নম্বরে কেউ থাকবে যারা তাদের সাথে মোকাবিলা করবে । গায়ন আছে যে দুই বিড়াল লড়াই করে । যাদবরা নিজের কুলের বিনাশ করেছিলো, তাহলে এ তো দুই বিড়ালই হলো । সেই এখন প্রত্যক্ষ ভাবে হচ্ছে ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে - পূর্বেও তোমরা এই সময় এইভাবে জ্ঞান নিয়েছিলে । এখনো তা নিচ্ছে । বাবা এসে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন । বাবার যেমন বুদ্ধিতে আছে, তেমনি বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে । বিন্দুকেই শিব বলা হয় । আত্মার মধ্যেই সমস্ত পার্ট আছে । তোমাদের হলো অলরাউন্ড পার্ট, সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগ পর্যন্ত । সত্যযুগ - ত্রেতায় তোমরা যখন সুখ ভোগ করো, তখন সেই সময় বাবার কোনো পার্ট থাকে না । বাবা বলেন যে, আমার থেকেও তোমাদের অনেক বেশী অভিনয় । তোমরা যখন সুখের দুনিয়ায় থাকো, আমি তখন নির্বাণধামে থাকি । তখন আমার কোনো পার্টই থাকে না । তোমারই অলরাউন্ড অভিনয় করো তাই পরিশ্রান্তও তোমরাই হও, তাই লেখা আছে যে - পা টেপা হয়েছিলো । বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছো । তোমরা অর্ধেক কল্প ভক্তি করেছো, দোরে দোরে ধাক্কা খেয়েছো । ভক্তিমার্গে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে যাও, তখন বাবা এসে তোমাদের ভক্তির ফল দেন, তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য বানিয়ে দেন । তোমরা জানো যে, আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার পূজারী হয়েছি । এমন নয় যে পরমাত্মা নিজেই পূজ্য, আবার নিজেই পূজারী । তা নয়, আমরাই তাই হই ।

ভারতই অবিনাশী থণ্ড ছিলো এমন গায়ন আছে । ভারত হলো শিববাবার জন্মভূমি । জন্মভূমির জন্যই মানুষ নিজেকে বলি দেয় । কংগ্রেসীদেরও দেখো, কতো মাথা ঠুকেছিলো জন্মভূমির জন্য । বিদেশীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলো । এই জন্মভূমি ছিলো স্বর্গ । এরপর পাঁচ বিকার রূপী মায়া এসে গিলে ফেলেছে । আমরা রাবণকে অনেক বড় শত্রু মনে করি । এ কেউই বুঝতে পারবে না যে, বড়র থেকেও বড় শত্রু হলো মায়া রাবণ, যে আমাদের রাজস্ব হরণ করে নিয়েছে । এ যেন ইঁদুরের মতো গোপনে ফুঁ দিয়ে দংশন করে, যা কেউই জানতে পারে না । কাটতে কাটতে একদম দেউলিয়া করে দিয়েছে । কেউই জানে না যে আমাদের রাজ্য - ভাগ্য কেড়ে নিয়েছে । কেউই জানে না যে, আমাদের শত্রু কে ? আমরা কিভাবে কাঙ্গাল হয়েছি ? মায়া হলো সবথেকে বড় ইঁদুর, অর্ধেক কল্প ধরে দংশন করে ভারতকে কড়ির তুল্য বানিয়ে দিয়েছে । এ বড়ই শক্তিশালী । এখন তোমরা চুপ করে তাকে জয় করছো । তোমরা জানো যে, আমরা কিভাবে গুপ্তভাবে রাজ্যের অধিকার নিই । আমরা যেমন গুপ্ত ভাবে হারিয়ে ফেলেছিলাম ঠিক তেমনি গুপ্ত ভাবে আবার অধিকার নিচ্ছি । কেউই জানে না যে, এখন এর উপর জয়লাভ করতে হবে । এ কতো বড় রহস্য । বাবার সাহায্যে আমরা আবার রাজ্য - ভাগ্যের অধিকার নিই । আমরা কোনো হাত - পা চালাই না । আমরা গুপ্তভাবে আমাদের বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিই, যা অর্ধেক কল্প ধরে থাকবে । ওই মায়া ইঁদুর আস্তে আস্তে খেয়ে ফেলে, আর তোমরা এখন একবারই ২১ জন্মের জন্য রাজ্য - ভাগ্যের অধিকার নাও । ৮৪ জন্মের রহস্যও তোমাদের বুঝিয়ে বলা হয়েছে । তোমরা এত - এত জন্ম নিয়েছো । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে আমাদের আয়ু অনেক বেশী ছিলো । আবার যখন আমরা অপবিত্র - ভোগী হয়ে যাই, তখন দ্বাপর থেকে ৬৩ জন্ম ভোগ করি । এই কথা বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন । কল্পে - কল্পে মায়া এভাবে রাজ্য কেড়ে নেয়, তারপর আমরা মায়ার থেকে নিয়ে নিই । গান তো গাওয়া হয় -- কোন্ দেশ থেকে এসেছো, কোন্ দেশে যেতে হবে -- ? কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । তোমরা তো জানো যে, আস্তা কোন্ দেশ থেকে এসেছে ? কেন এসেছে ? সম্পূর্ণ চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । সম্পূর্ণ ড্রামায় হিরো - হিরোইনের পার্ট হলো শিববাবার । শিববাবার সাথে পার্টধারী কে কে আছে ? প্রথম দিকে জন্ম দেন ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে তারপর বাম্ভারা তোমাদের । তোমরা হলে বাবার সঙ্গে সাহায্যকারী । বাবা নিজের অভিনয় সম্পূর্ণ করে নিজের ধামে চলে যান আর সাহায্যকারী তোমাদেরও সাথে করে মুক্তিধামে নিয়ে যান । তোমরা মুক্তিধামে গিয়ে আবার জীবনমুক্তিধামে চলে যাবে । এ কথা কতো ভালোভাবে বুদ্ধিতে থাকা উচিত । তাই এই হলো স্বপ্নের সংসার যা অতীত হয়ে গেছে ।

তোমরা জানো যে, সত্যযুগ আর ত্রেতায় দেবী - দেবতারা থাকতো, এখন আর নেই । গানের কতো গভীর রহস্য - কিভাবে স্বপ্নের সংসার বুদ্ধিতে নিয়ে বসে আছে ? সারা চক্র কিভাবে ঘোরে ? যে জ্ঞান বাবার মধ্যে আছে, সেই জ্ঞানই আমাদের মধ্যেও আছে । বেহদের বাবার মধ্যেই এই সম্পূর্ণ বেহদের জ্ঞান আছে । বাম্ভারা জানে যে, এও স্বপ্ন হয়ে যাবে । এ খুবই বোঝার এবং বোঝানোর কথা । সত্যযুগ আর ত্রেতায় এই কথা কারোর বুদ্ধিতে থাকে না । তোমরা গুহ্য পয়েন্টস পেতে থাকো । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র থাকা উচিত । ভক্তিমার্গ কি, কবে থেকে তা শুরু হয়েছে, এতে কোনো লাভই হয় নি । ভক্তি করতে করতে ক্ষতিই হয়ে গেছে । এখন আবার তোমরা কড়ি থেকে হীরেয় পরিণত হচ্ছে । মায়া তোমাদের কড়ির তুল্য বানিয়ে দেয় । বাবা তোমাদের জ্ঞানের নৃত্য শেখান । এরপর ওখানে গিয়ে তোমরা নৃত্য করবে । এই আশ্চর্যের কথা জানার যোগ্য । এখানকার রীতি নিয়ম ওখানে একদমই থাকে না । সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । সেখানে মায়ার চিহ্নমাত্র থাকে না ।

প্রথমে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, অবিনাশী বর্ষা তো নাও, বাকি ওখানকার রীতি - রেওয়াজ যা হবে, তাই চলবে। ওখানকার রীতি - রেওয়াজ সব নতুন হবে। ওখানে এইসব উৎসব আদি হবে না। এখানে মানুষ উদাস থাকে তাই উৎসাহ দেওয়ার জন্য উৎসবের পালন করা হয়। ওখানে তো রোজই আনন্দ। কান্নার কোনো প্রয়োজন হয় না। উৎসব পালন করার কোনো কথাই থাকে না। রোজই আমাদের বড়দিন হবে। ওখানে ধুমধাম করে বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, যৌতুকও মেলে, সঙ্গে দাস - দাসীও মেলে। বাকি অন্য উৎসবের আর দরকার হয় না। এ হলো সপ্তমের উৎসব, যা ভক্তিমার্গে পালন করা হয়। ওখানে তো সর্বদা খুশীই খুশী। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে মায়ার উপর গুপ্ত রীতিতে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবার সমান জ্ঞানী হয়ে থাকতে হবে।

২) বাবা যা বা যেমন, তাঁকে যথার্থ ভাবে জেনে স্মরণ করতে হবে। নিজে বিন্দু হয়ে বিন্দু বাবার স্মরণে থাকতে হবে। ভোলেভালা হবে না।

বরদান : - নিজের সর্ব বিশেষত্বকে কাজে লাগিয়ে তার বিস্তার করে সিদ্ধি স্বরূপ হও

যত নিজের বিশেষত্বকে মনের সেবা, বাণী আর কর্মের সেবায় লাগাবে, তখন সেই বিশেষত্বের বিস্তার হতে থাকবে। সেবাতে লাগানোর অর্থ হলো এক বীজ থেকে অনেক ফল প্রকট করা। এই শ্রেষ্ঠ জীবনে জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে যে বিশেষত্বের প্রাপ্তি করেছে, তা কেবল বীজ রূপেই রেখো না, তা সেবার ধরনীতে ঢালো তখন ফল স্বরূপ অর্থাৎ সিদ্ধি স্বরূপের অনুভব করবে।

স্লোগান : - বিস্তারকে না দেখে সারকে দেখো আর নিজের মধ্যে সমাযিত করো --- এটাই হলো তীর পুরুষার্থ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দূরদর্শী এবং বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হও, শিববাবার কাজে কখনো ডিস্টার্ব করো না।
যারা ডিস্টার্ব করবে, তারা কখনোই উঁচু পদ পাবে না"

প্রশ্ন : - এই দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে কি চিন্তা থাকে যা সত্যযুগে দেবতাদের মধ্যে কখনো আসবে না?

উত্তর : - এখানে মানুষ ভাবে যে আমি ভালো উপার্জন করলে আমার ছেলে এবং নাতি খেতে পাবে। কিন্তু দেবতাদের মধ্যে এইরকম চিন্তা-ভাবনা থাকবে না, কারণ তাদের সকল সন্তান এবং নাতি এখান থেকেই উত্তরাধিকার নিয়ে যায়। ওরা মনে করবে যে আমাদের রাজত্ব হল অবিনাশী। এখানেই প্রত্যেকে নিজ নিজ পুরুষার্থ করছে।

গীত : - মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা মাতাদের মহিমা শুনল। বাচ্চারা জেনে গেছে যে কোন্ মাতাদের মহিমা করা হয়। মাতাদের যখন এত মহিমা করা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আগে কখনো এইরকম ছিল। এখন তারা এইরকম নয়। যিনি আগে চৈতন্য রূপে জগৎ অস্রা ছিলেন, ভক্তিমার্গে তাঁর মহিমা করা হয়। কিন্তু তিনি কি করেছিলেন সেটা তোমরাও জানতে না। জগৎ অস্রার মন্দিরে যায়, গিয়ে কিছু না কিছু প্রার্থনা করে। কারোর সন্তানের আশা থাকে, কেউ আবার আশীর্বাদ চায়। কিন্তু জড় মূর্তি তো কিছু করতে পারবে না। এটাই হল ভক্তিমার্গ। তোমরা জানো যে তিনি অতীতে ছিলেন। জগৎ অস্রার মহিমা করা হয়। কেবল একজন তো নয়। তোমরা সকল ব্রাহ্মণ বংশকে পালন কর। এরপর দেবতা বংশকে পালন করবে। আসলে এইসময়ে তোমরা সমগ্র জগতকে পালন কর। কিন্তু কেউ এটা জানে না। চন্ডিকা দেবীর জন্যেও মেলা বসে। চন্ডিকা নামটা কত খারাপ। বাবা বলেন, যে বাচ্চা আশ্চর্যজনক ভাবে ছেড়ে চলে যায়, সে গিয়ে চন্ডাল হয়ে জন্মায়। বাড়িতে কেউ খুব উগ্র হলে তাকে চন্ডী কিংবা চন্ডাল বলা হয়। শিববাবার বাচ্চা হওয়ার পরেও যদি খুব চঞ্চলতা করে অর্থাৎ অবজ্ঞা করে, শিববাবার সেবাতে ডিস্টার্ব করে তাহলে শেষে তারা চলে যায়। যদি কোনো ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারে থাকে অথচ কিছু না কিছু অবজ্ঞা করে, কাউকে বোঝাতে পারে না, ক্রোধ করতে থাকে, তাহলে সবাই বলবে যে এর মধ্যে তো অনেক ক্রোধ আছে। চন্ডিকা তো একজন কেউ নয়, অনেকজন। দেবীদের যেমন মহিমা করা হয়, সেইরকম যারা চন্ডিকা ইত্যাদি হয় তাদেরও গায়ন করা হয়। ঈশ্বরের সন্তান তো হয়েছে। যদি কেউ চলেও যায়, তবুও সে স্বর্গে তো আসবে, মালিক তো হবে, তাই না? যদিও কেবল রাজা-রানীই মালিক হয়, কিন্তু প্রজারাও বলবে যে আমিও মালিক। যেমন কংগ্রেসের লোকেরা বলে- আমার ভারত, মহান ভারত। আজকাল তো গীতও গায় - ভারত অতি সুন্দর। কিন্তু এখন তো রক্তের নদী বইছে। এখন তোমরা বেহদের বাবার সন্তান হয়েছে। গোপীবল্লভের গোপ-গোপীদের অনেক গায়ন আছে। বাবাকে বল্লভ বলা হয়। গায়ন করা হয়- একজন গোপীবল্লভের অনেকজন গোপ-গোপী। সত্যযুগে তো কোনো গোপীরা থাকবে না। তোমরা বাচ্চারা এখন দূরদর্শী এবং বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে। বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। এই জন্মের জীবন কাহিনীটা তোমরা খুব ভালো ভাবেই জানো। প্রত্যেকের-ই নেশা আছে। কেউ যদি খুব ধনী হয়, তাহলে তার নিজ সম্পত্তির জন্য নেশা থাকবে। সে ভাববে, আমিই হলাম সবথেকে ধনী। কিন্তু

তোমরা জানো, আজকে যে ধনী, কালকে সে গরিব হয়ে যাবে। তোমাদের বুদ্ধি এবং অন্য মানুষের বুদ্ধির মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরনের নেশা থাকে- আমি হলাম অমুক, আমি হলাম এইরকম...ইত্যাদি। এনারও নেশা ছিল যে আমি খুব বড় জহুরী। এখন বুঝেছে যে ওইসব নেশা তো কড়িতুল্য। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও নেশার পারদ চড়েছে। ওরা মনে করে, আমি উপার্জন করলে আমার ছেলে-নাতিরা থাকবে। এখানে ঐরকম ব্যাপার নেই। তোমরা জানো যে আমরা বেহদের বাবাকে চিনে তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। এর প্রাপ্তি আমরা নিজেরাই প্রতি জন্মে পাব। 'ছেলে-নাতি' সবাই এখানে পুরুষার্থ করছে। 'আমার নাতি থাকবে' - এইরকম চিন্তাভাবনা এখানে থাকে না। বাচ্চারা জানে যে ওই রাজস্ব অবিনাশী হবে। এখানে তো রাজারা ভাবে যে ছেলে-নাতিরা থাকবে। তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে এত উত্তরাধিকার নিচ্ছ, এমন কর্ম করছ যার ফল ২১ জন্ম ধরে পাবে। পুত্র এবং নাতির জন্য কোনো চিন্তা থাকবে না। তারাও সবাই এখান থেকেই উত্তরাধিকার পায়। তোমাদের কাছে কত জ্ঞান আছে। মানুষ তো কিছুই জানে না। যে গড ফাদারকে মানুষ এত স্মরণ করে, তাঁর কাছ থেকে নিশ্চয়ই অনেক সুখ পাওয়া যায়। গায়ন করা হয়- হে পরমপিতা পরমাত্মা, দয়া কর। তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়। তিনি হলেন সুপ্রিয়। তিনি জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসেন না, তাই তাঁকে পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয়। সকল আত্মার রূপ একরকম। যেমন পুরুষার্থ করে, সেইরকম পদ পায়। এই আত্মা (ব্রহ্মাবাবা) ভালোভাবে পড়ে, তাই নারায়ণ হয়ে যায়। কেউ যদি ফেল করে যায়, তাহলে রাম হবে। আত্মাই তো এইরকম হয়। তোমরা আত্মারা বুঝতে পার যে আমি পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে রাজযোগ শিখছি। এরপর আত্মা এখানে এসে নুতন শরীর ধারণ করে অভিনয় করবে, নর থেকে নারায়ণ হবে। এই কথাটা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। ওখানে তো কেউ পতিত থাকবে না। তাহলে জ্ঞান কাকে দেবে? পতিত-পাবনকে এখানেই স্মরণ করে। আত্মা, গঙ্গা যদি পতিত-পাবনী হয়ও, কিন্তু সে তো রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাবা রাজযোগ শেখান। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই এই ড্রামার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত রহস্য আছে। তোমরা সবাই এক ক্লাসে পড়। কিন্তু বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। যখন শুরু হয়েছিল, তখন ৩০০ জন একসাথে ভাঙি করত। গোয়ালে ১০০০ টা গরু একসাথে থাকলে কেউ সামলাতে পারে না। ভাঙিও কমজনকে নিয়ে হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো টিকে আছে, কেউ আবার চলেও গেছে। কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে, আমি যদি শুরু থেকে থাকতাম তাহলে কত ভালো হত। কিন্তু এইরকম কোনো ব্যাপার নেই। পুরাতনদের মধ্যেও কতজন চলে গেছে। ২৫-৩০ বছর হয়ে গেছে এমন বাচ্চাও এটা মনে রাখে না যে তিনি হলেন বেহদের বাবা, যার কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাই। এক সেকেন্ডের ব্যাপার। বাবা বলেন, তুমি আমার সন্তান হলে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। জীবনমুক্তি তো রাজারাও পায়, প্রজারাও পায়। গায়ন আছে- এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্তি। যেসব বাচ্চারা পুরোপুরি পড়ে না, তারা কি করে? চঞ্চলতা। কোনো কোনো বাচ্চা খুব আঙুতাবহ হয়। বাবার থেকেও ভালো পদ প্রাপ্ত করে। বাবা হয়তো ১০০-২০০ টাকা উপার্জন করে। কিন্তু ছেলে লাখপতি হয়ে যায়। অলৌকিক সম্বন্ধেও এইরকম হয়ে থাকে। ৭ দিনের বাচ্চাও ২৫ বছরের বাচ্চার থেকে আগে চলে যায়। বিভিন্ন ক্রম তো থাকবেই। বাস্তবে তোমরা সবাই সজনী, এক সাজনকে (প্রিয়তম) স্মরণ কর। তোমরা জানো যে বাবা এসে আমাদেরকে সুখধামের উত্তরাধিকার দেন। লৌকিক পতি থাকা সত্ত্বেও তাকেই স্মরণ করে যিনি হলেন সকল পতির পতি। পারলৌকিক সাজন তো অমৃত পান করান। তাই তাঁকেই স্মরণ করা হয়। এরপর তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে গেলে আর কাউকে স্মরণ করবে না। বর্তমান পুরুষার্থের দ্বারা ২১ জন্মের প্রাপ্তি পেয়ে যাও। তোমাদের

বুদ্ধির তালা এখন খোলা আছে। কিন্তু সেটাও আবার ক্রমানুসারে। তাই রাজস্বও ক্রমানুসারে পাবে। তোমাদেরকে সবকিছু বোঝানো হয়ে গেছে। এখানে ভালোভাবে পড়াশুনা করলে তোমরা অনেক উঁচু পদ পাবে। না হলে যে মূর্খ, সে বিদ্বানের সামনে নত মস্তক হবে। তাই খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। এটা পুরুষার্থের জন্য খুব ভালো সময়। তোমরা জানো, যতক্ষণ বেঁচে থাকব, ততক্ষণ জ্ঞানামৃত পান করতে হবে অর্থাৎ পড়তে হবে। স্যাপলিং লাগানো হচ্ছে। কেউ ঝাট করে বুঝে গেলে বোঝা যায় যে এই বাচ্চার পদ খুব ভালো হবে, বাবার সমীপে অবস্থিত সুন্দর ফুল, যে তন-মন-ধন সবকিছু অর্পণ করে দিয়ে সেবাতে দারুণভাবে নিযুক্ত হয়ে গেছে। সে বুঝেছে, সেবাতে যত বেশি সময় দেব, ততই ভালো। যেমন বাবা আমাদের মত জ্ঞাননেত্রী অন্ধদের লাঠি হয়েছেন, সেইরকম আমাদেরকেও হতে হবে। তোমরাও ধীরে ধীরে এক-দুইজনের লাঠি হচ্ছে। রাবন অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। এখানে তোমাদেরকে বোঝানো হয় যে এই সময়ে গোটা দুনিয়াটাই হল লঙ্কাপুরী। সবাই শোকবাটীকাতে রয়েছে। নাম রেখেছে অশোক হোটেল। সেখানে খুব আনন্দ করে। তোমরা এখন জেনেছ যে বাবা এসেছেন। মহাভারতের লড়াই অতি নিকটে। এই যুদ্ধ তখন হবে, যখন ঘরে যাওয়ার গেট খুলবে। এটা দ্বাপরযুগে হবে না। এখন তো ঘন অন্ধকার। ব্রাহ্মণদের জন্য এখন রাতের অবসান হয়েছে, বাবা এসে গেছেন। এইসব কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। স্কুলে সবাই পড়াশুনা করে। কেউ খুব ভালো নম্বর পায়, কেউ আবার ফেলও করে। ফেল করলে চন্দ্রবংশে চলে যাবে। রামকে ক্ষত্রিয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ জানে না। লব ও কুশের ব্যাপারে কিসব কথা শোনায়। কত মিথ্যা দোষ লাগিয়ে দিয়েছে। গায়ন করে- রাম রাজা, রাম প্রজা, ধর্মের উপকার। তাহলে এইসব কথা এল কোথা থেকে? এইসব হল বোঝার বিষয়। তোমরা জানো যে এইসব জ্ঞান ক্রমানুসারে আমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। স্টুডেন্টদেরকে খুব তীব্র গতিতে পুরুষার্থ করতে হবে। আমরা হলাম গড ফাদারের স্টুডেন্ট। এমন কে আছে, যে শিক্ষকে স্মরণ করে না। আমরা হলাম পতিত-পাবন গড ফাদারের স্টুডেন্ট। এই কথার দ্বারা বাবা, শিক্ষক, সদগুরু তিনটে সম্বন্ধই প্রকাশিত হয়। তোমরা সবাই সীতা, রাবনের শোক বাটীকাতে পড়ে আছ। নিরাকার গড ফাদার হলেন জ্ঞানের সাগর এবং নলেজফুল। কৃষ্ণকে অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণকে এইরকম বলা যাবে না। তাঁর মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। গীতেও আছে- যিনি এইরকম বানান, তাঁর মহিমা অপরমঅপার। তোমরা বল যে বাবা, আমি তোমার কাছ থেকে পুরো উত্তরাধিকার নেব। তুমি কত মিষ্টি, কত সুন্দর। লক্ষ্মী-নারায়ণও কত মিষ্টি, কত সুন্দর। ছবিতেও লক্ষ্মী-নারায়ণকে সদাহাস্য দেখানো হয়। তোমরা জানো যে দেবতারা এই ভারতেই ছিল। এখন ওরা কোথায় আছে? তোমরা সবাইকে বল যে এটা হল ওদের অন্তিম জন্ম। এরপর পুনরায় কৃষ্ণ হয়ে যাবে। এখন কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে। কৃষ্ণও রাজযোগ শিখছে। তোমরাও যদি কৃষ্ণপুরীতে যেতে চাও, তাহলে রাজযোগ শেখ। লক্ষ্মী-নারায়ণের কথা বললেই মানুষের মনে সংশয় হয়। কৃষ্ণকে দোলনায় দোলায়। কিন্তু পূজা করে লক্ষ্মী নারায়ণের। এদের ছোটবেলার কোনো কাহিনী নেই। রাধা-কৃষ্ণ বড় হয়ে কোথায় গেল, কি হল- কিছুই জানে না। রাধা-কৃষ্ণ একে অপরের ভাই বোন ছিল না। এখন রাধা কৃষ্ণের রাজস্ব নেই। কিন্তু দ্বাপরযুগেও তো ওদের রাজধানীর কোনো নিদর্শন ছিল না। এইসব কথা বোঝার জন্য খুব ভালো বুদ্ধি দরকার। সাহিত্য লেখার জন্যেও পরিশ্রম করতে হয়। বিষ্ণুর হাতে কত অলংকার দেখিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এইসব অলংকার বিষ্ণুর হাতে থাকে না। বিষ্ণু কিংবা লক্ষ্মী-নারায়ণের হাতে কোনো শঙ্খ থাকবে না। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। শঙ্খ তো তোমাদের কাছে আছে। তাই অলংকার তো ব্রাহ্মণদেরকেই দেওয়া উচিত। দুনিয়ার মানুষ বলবে- এইসব ব্রাহ্মণরা কোথা থেকে এল? কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা বোঝাতে পার যে আমরা হলাম স্ব-দর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ। এইসকল কথা বোঝানোর জন্য

খুব বুদ্ধি দরকার। যাদের বুদ্ধি কম, অর্থাৎ প্রজা হওয়ার যোগ্য, তারা এইসব কথা বুঝবে না। ওদেরকে বোঝানো খুব কঠিন বলে মনে হয়। বাবাও পত্রতে লেখেন- সিকিলাধে স্বদর্শন চক্রধারী ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। কিন্তু তোমাদের কাছে অলঙ্কার কোথায়? ছবিতে তো দেবীদের ত্রিনয়ন দেখানো হয়েছে। কিন্তু ওদের কোনো ত্রিনয়ন থাকে না। তোমাদের এখন তৃতীয় চক্ষু খুলেছে। তোমাদের অর্থাৎ শক্তিসেনাদের মহিমা করা হয়। জগৎ অম্বা যখন আছেন, তখন তাঁর সাথে তাঁর বাচ্চারাও থাকবে। মাতাদের সংখ্যাই বেশি। মাতাদেরকেই ওপরে ওঠানো হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সেবার দ্বারা নিজের সময়কে সফল করতে হবে। তন-মন-ধন সবকিছু অর্পণ করে, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পড়া পড়তে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা একে অপরের পালনা করতে হবে। এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যাতে বাবার অবজ্ঞা হয়।

বরদান : - বিশেষত্বের বীজ দ্বারা সন্তুষ্টতারূপী ফল প্রাপ্ত করতে সক্ষম বিশেষ আত্মা হও

এই বিশেষ যুগে বিশেষত্বের বীজের সবথেকে শ্রেষ্ঠ ফল হল - “সন্তুষ্টতা”। সন্তুষ্ট থাকা এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করা - এটাই হল বিশেষ আত্মার নিদর্শন। তাই বিশেষত্বের বীজ অথবা বরদানকে সর্বশক্তির জল দ্বারা রোপন করলে তা ফলদায়ক হয়ে যাবে। নয়তো বড় হয়ে যাওয়া বৃক্ষও তুফান আসলে হিলতে থাকবে এবং ভেঙে যাবে। অর্থাৎ আগে এগোনার উৎসাহ-উদ্দীপনা, খুশি বা রুহানি নেশা থাকবে না। তাই বিধিপূর্বক শক্তিশালী বীজকে ফলদায়ক বানাও।

স্লোগান:- অনুভবরূপী প্রসাদ বিতরণ করে দুর্বলকে সবল বানিয়ে দেওয়া - এটাই হল সবথেকে বড় পুণ্য।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের মুখে কিছুই বলার দরকার নেই, স্বচ্ছ নির্মল চিতে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ কর । যার অন্তরে স্বচ্ছতা ও সত্যতা আছে সে-ই ঈশ্বরের প্রিয় হয়"

প্রশ্ন : - শ্রেষ্ঠ চরিত্র কি ? কোন্ দেবতাদের আচরণ (ম্যানার্স) তোমাদের ধারণ করতে হবে ?

উত্তর : - সদা উৎফুল্ল চিতে থাকা সবচেয়ে ভালো ম্যানার্স । দেবতারা সবসময় প্রফুল্ল চিতে থাকে, খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে না । আওয়াজ করে হাসা, এও এক ধরনের বিকার । তোমরা বাচ্চাদের বাবাকে স্মরণের গুপ্ত খুশি থাকা উচিত । ফ্যামিলিরিয়াটির (কারো প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ) সংস্কারও অনেক ক্ষতির কারণ । সার্ভিসে সফলতার জন্য অনাসক্ত বৃত্তি প্রয়োজন। নাম-রূপের অহঙ্কার যেন বিন্দুমাত্র না থাকে । বুদ্ধিতে স্বচ্ছতা থাকা চাই, এই ধারণা নিয়ে সার্ভিস করলে অন্যদের ও নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে পারবে । চেহারা ও স্বভাব উৎফুল্ল থাকবে ।

গীত : -- না বহ হামসে কভি জুদা হোঙ্গে (না, উনি আমার থেকে কখনও আলাদা হবেন না)....

ওম্ শান্তি! নশ্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বাচ্চারা জানে কেননা, যার মনে সত্যতা আছে, যে স্বচ্ছ, সে-ই প্রভুর প্রিয় হয় । মন তো আত্মার মধ্যেই থাকে, তাই না ! সুতরাং যিনি সত্য (ঈশ্বর) তাঁকে স্মরণ কর, তবেই সুখ প্রাপ্তি হবে ।

স্মরণ অর্থাৎ অন্তর থেকে বাবাকে মনে করা, ঈশ্বরের নাম জপ করা । জপ করা মানে এই নয় যে, মুখে কিছু বলতে হবে । না । স্মরণ করলেই অতি সুখ অনুভব হবে । অন্যদেরও নিজের মতো করে তৈরি করতে হবে । কাউকে বোঝানোও খুব সহজ । যেমন একজন পতিব্রতা স্ত্রী তার স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসে না, তেমনই আত্মাকেও পারলৌকিক বেহদের বাবাকে বিশ্বস্ততার সাথে স্মরণ করতে হবে । যেমন প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে প্রেম থাকে । তারা একে অপরের নাম - রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । এতে বিকারের কোনও প্রশ্ন নেই । প্রেমিক প্রেমিকাকে, প্রেমিকা প্রেমিককে স্মরণ করে, অন্য কোথাও আর বুদ্ধি যুক্ত হয়না । জীবিকার জন্য উপার্জনতো করতেই হবে কিন্তু অন্তর একজনের সাথেই যুক্ত থাকে । ঐ স্মরণে পবিত্রতা আছে । শরীর আর বুদ্ধি অপবিত্র থাকে না । ওদেরও গায়ন আছে, কিন্তু এমনটা খুব কম দেখা যায় । এই জ্ঞানেও বিশ্বস্ত বাচ্চা খুব কম আছে । মায়া এমনই যে নাক টেনে ধরে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ অঙ্গদের কাহিনী আছে । রাবণ বলেছিল -- দেখা যাক একে টলানো যায় নাকি ।

মায়া ক্ষমতাশালী মহারথীদেরই পতন ঘটানোর চেষ্টা করে । ঠিক যেমন ইঁদুর যখন কামড়ায়, প্রথমে ঠাণ্ডা ফুংকার দেয় তারপর কামড়ে কোনও অনুভূতি হয়না । মায়াও ঠিক তেমনই জ্বরদস্ত; বেকায়দা চালচলন হলেই মায়া বুদ্ধিতে গুপ্ত তাল লাগিয়ে দেয় । এসবই বুঝতে গভীর বুদ্ধির প্রয়োজন । বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে, বাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালবাসা থাকতে হবে । তোমাদের অনাসক্ত হয়ে সার্ভিস করতে হবে; যতই ভালো বাচ্চা কেউ হোক না কেন, কিন্তু এমন নয় যে, তার নাম-রূপে আকৃষ্ট হতে হবে । এই আকর্ষণ অনেক ক্ষতি করে দেয় । বাবা বলেন, নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ কর, নিজেকে স্বচ্ছ রাখো । তোমরা শিববাবার সন্তান । বাবাই তোমাদের স্বচ্ছ করে তোলেন । বিকারমুক্ত হতে হবে । তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি ।

সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে যখন তোমরা শক্তি পাও, তবেতো ভালো করে তাঁর সাথে যোগযুক্ত হওয়া উচিত। বাবা বলেন -- নিরন্তর স্মরণ করা ; এ কোনও মাসির ঘরে যাওয়া নয়। ভোজনের সময় কত চেষ্টা থাকে স্মরণের তারপরও ভুলে যায়। খুব চেষ্টা করে প্রতিটি সময় বাবার স্মরণেই ভোজন করতে, কেননা উনি আমাদের প্রিয় বাবা। কেন আমরা খাওয়ার সময় তাঁকে সাথী করে ভোজন করিনা! স্মরণ করে একসঙ্গে খেলে সাথে থাকবেন, তবুও প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণের কথা ভুলে যায়। ভক্তি মার্গেও বুদ্ধি এদিক -ওদিক হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এতো হলো জ্ঞানের কথা। কিছু কিছু বাচ্চারা এখনও এই দিকগুলো সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম নয় এবং এখনও তলদেশে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। যদি নিরন্তর যোগের স্থিতিাবস্থা আসে তবেই বোঝা যাবে যে, কর্মভীত অবস্থা আসছে। কিন্তু স্মরণের স্থায়িত্ব দীর্ঘ সময় থাকে না, যুদ্ধ চলতে থাকে। বাবা দেখেছেন - অনেকের বুদ্ধিযোগ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অশরীরী হওয়ার মধ্যেই পরিশ্রম আছে। খুব অল্প সংখ্যক আছে যারা সত্যিকে স্বীকার করে। কিছু আছে যারা সত্যি বলতে লজ্জা (সংকোচ) বোধ করে। মায়া প্রবল শক্তিশালী, মাথা মুড়িয়ে দিতে একটুও দেরি করেনা। এমন বলা উচিত নয়, আমরাতো বাচ্চা। বাবা অনেক সহজ যুক্তি দিয়ে বোঝাতেই থাকেন। প্রথমেতো কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে তারপর পুরুষার্থ অনুযায়ী নশ্বর অনুসারে পদ প্রাপ্তি হবে। বাবা জানেন -- মায়া বাচ্চাদের বিরক্ত করে, স্মরণে বিঘ্ন ঘটায়। অনেকেরই অবস্থা এমন হয়, নাম-রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে ; নিজেকে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে, কেননা দীর্ঘ সময় ধরে দেহ-ভান থাকায় অশরীরী হওয়ার অভ্যাস ছিন্ন হয়ে গেছে। সত্য যুগে এই জ্ঞান সম্পূর্ণ থাকে যে, আমি আত্মা। আমাকে এই পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। সাক্ষাত্কার ও হয়। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ যেভাবেই হোক বোঝে যে - এখন শরীরের আয়ু সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। যেমন -- যখন কারও শরীর ত্যাগের সময় হয়, তখন সে অনুভব করে আর বলে, "আমি মরতে চলেছি, আর বেশি সময় থাকব না"। সত্যযুগেও তোমরা বুঝতে পারবে, শরীর পুরানো হয়ে গেছে, এখন একে ছাড়তে হবে। নিজের সময়ানুসারে খুশির সাথে শরীর ত্যাগ করবে। ওখানে আত্মার জ্ঞান সম্পূর্ণ থাকে কিন্তু বাবার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়, কেননা ড্রামায় এটাই নির্ধারিত। সত্যযুগে বাবাকে কেন স্মরণ করবে? স্মরণ করার প্রয়োজনই নেই। এখানে তো দুঃখেই মানুষ স্মরণ করে, তারপর নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হয়। এই শরীরতো পুরানো হয়ে গেছে, এর প্রতি ঘৃণা হওয়া উচিত। যতই সুন্দর হোক না কেন আত্মাতো কালো (অপবিত্র, পতিত) হয়ে গেছে, এটাই বুদ্ধি দিয়ে বোঝার ব্যাপার। তাই বাবা বোঝান -- বুদ্ধির যোগ একজনের সাথেই যুক্ত কর। যেমন লাভ ম্যারেজ করে না! এও তোমাদের আত্মার সাথে লভ ম্যারেজ; এই দেহের প্রতি লভ রাখা উচিত নয়। নিজের দেহের প্রতি লভ না থাকলে অন্যের দেহের প্রতি লভ কিভাবে আসবে? বিশ্বের সৌন্দর্য কালো আর ফর্সা চেহারার ভিত্তিতেই চলে। কেউ কেউ না দেখেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, পরে যখন চেহারা দেখে তখন বলে, এতো কালো আমি চাইনি। তারপর রঙ নিয়ে লড়াই ঝগড়া শুরু করে। বলে -- আমি টাকা নিয়ে কি করব! আমি তো সৌন্দর্য চেয়েছিলাম। এখন তোমরা জেনে গেছ -- আমরা আত্মা, এই পুরানো শরীরের প্রতি মোহ রাখা উচিত নয়। শরীরের প্রতি মোহ অর্থাৎ বিকারী সম্বন্ধ।

দুনিয়াতে যা কিছু ঘটছে তার থেকে আমরা সম্পূর্ণ আলাদা। এখন তোমাদের কালো (অপবিত্র) আত্মার সাথে বিবাহ হয়েছে ফর্সা (পবিত্র) মুসাফিরের সাথে। জেনে গেছ এই দুনিয়ার সব আত্মারাই কালো থেকে অধিকতর কালো হয়ে গেছে। ফর্সা (পবিত্র) র সাথে সম্বন্ধ জুড়ে

আত্মাকে গৌর বর্ণের বানাতে হবে । এক মুসাফির (পথিক) লক্ষ্যধিক আত্মাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে । কালো আত্মাকে গোরা বানাতে পারেন, কিন্তু এরজন্য খুব ভালো যোগযুক্ত হতে হবে । কালো (অপবিত্র) হয়ে থাকলে এক তো সাজা খেতে হবে আর পদ ও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । কারও নাম -রূপের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়া উচিত নয় । এতে অনেক ডিসসার্তিস হয়ে যায় । তাই বাবা বোঝান বাচ্চারা সাবধান হও । তোমরা মায়ার জালে জড়িয়ে আছ কিন্তু বুঝছ না । ভাগ্য সাথ দেয়না ,নিজের পদ ভ্রষ্ট করে দাও । বাবা বলেন, যোগ অগ্নি দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করতে হবে । এ হলো যোগ ভাঙি । বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে । অন্যদিকে বুদ্ধি যুক্ত হলে ব্যভিচারী বলা হবে। সার্তিস করতে পারবে না । পদ ও প্রাপ্তি হবে না । যোগ অগ্নি দ্বারাই আত্মায় মিশে থাকা খাদ বের করতে পারবে । যোগে থাকলে জ্ঞান ও বুদ্ধি পাবে । বাবা হলেন রূপ -বসন্ত অর্থাৎ যোগী এবং জ্ঞানী । তোমরা বাচ্চারাও যত যোগযুক্ত হতে পারবে ততই জ্ঞানের ধারণা হতে থাকবে । প্রথমে আত্মাকে পবিত্র করতে হবে । যোগ -যোগ বলতে থাকে, কিন্তু তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ যোগের অর্থ জানেনা । বিনা যোগে নিজেকে অথবা ভারতকে পবিত্র করে তুলতে পারবে না । সার্তিস যদিও করে, সেন্টার খোলে তবুও মায়া এসে কিন্তু নাক টেনে ধরে । অহঙ্কার এসে যায় -- আমি সেন্টার খুলেছি । দেহ -ভান এসে যায় । বাবা তো বুঝিয়ে বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার সাথে যোগযুক্ত হও, কোনও বিকর্ম না হয়ে যায় । যদি বাবাকে ভুলে কোনও নাম -রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড় তবে অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে । এ লক্ষ্য অনেক বড়ো । বিশ্বের মালিক হওয়া একি কম বড়ো কথা ! বাবার কত মহিমা । কত মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ওঁনার নামে। তোমরা জান সোমনাথের মন্দির কে কবে বানিয়েছিল । মন্দির ও নম্বর অনুসারে তৈরি হয় । সোমনাথের পরে লক্ষ্মী -নারায়ণ বা জগদম্বার মন্দির স্থাপনা হয়েছিল। মানুষ খোড়াই জানে সোমনাথের মন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেছিল ? ঈশ্বর তো নিরাকার । নিরাকারের পূজারী নিরাকার শিবকেই পূজা করবে কিন্তু জানেনা । তোমরা বাচ্চারাও নম্বর অনুসারে আছ । দিনরাত সার্তিস করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠো। তৎপরতা তখনই পূর্ণ হয় যখন দেহ -ভান ছিন্ন হয় । দেহী-অভিমানী হতে হবে । বাবার সাথে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে । ওঁনার সম্মান রাখা এ কোনও মাসির ঘরে বেড়াতে যাওয়া নয় । মায়ার ভূত যোগ ভঙ্গ করে দেয় । বাবা তো এসবই জানেন। কিছু বাচ্চা আছে যারা এতোই স্পর্শকাতর যে , যদি কিছু বলা হয় তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে, নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই ধ্বংস করে দেয় । আশ্চর্যজনকভাবে বাবার হয়, জ্ঞান ধারণ করে তারপর পলায়ন করে । ডিসসার্তিস করতে শুরু করে দেয় । ভাগবতেও উল্লেখ আছে, অমৃত পান করতে করতে বিশ্বাসঘাতক হয়ে ক্ষতি সাধন করে । বাবাকে কতখানি খেয়াল রাখতে হয় - অমুক এখন এতোই দুর্বল যে, যে কোনও সময় ট্রেটর হয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । বরাবর দেখা গেছে, কিভাবে একজন ট্রেটর নির্দোষীদের ক্ষতি করতে কতখানি ব্যস্ত হয়ে পড়ে । তারপর অবলাদের প্রতিও কত অত্যাচার হয় । অন্যান্য সাধুসঙ্গে কি আছে ? ত্যাগ করতে হবে কিন্তু বিকারকে ছাড়তেই চায়না । বলা হয়ে থাকে অমুক স্বর্গবাসী হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ কোথায় তা জানেনা । যেমন অর্থ ছাড়া কেউ কিছু বলে ফেলে তেমনই বলে দেয়। এখন বাচ্চারা কত সমঝদার হয়ে গেছে । বাবা জানেন কোন বাচ্চা সুগন্ধী ফুল হয়েছে । কেউ কেউ আছে যাদের নাম -রূপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোনও গন্ধই নেই । জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও কথা নয় । যোগ ও সম্পূর্ণ হতে হবে । কেউ তো প্রথম থেকেই কালো(অপবিত্র) হয়ে আছে , মায়ার জালে আটকে আরও কালো হয়ে যায় । এই বাহিনীতে রয়েছে হাতি, সিংহ এবং সিংহী বাহিনী, ঘোটক, ঘোটকী আর ভেড়া-ভেড়ী ও আছে । সবাই আছে । চালচলন দেখেই বোঝা যায় কে কোন প্রজাতির। যেমন

ভেড়া কিছুই বোঝেনা। বুদ্ধিতে ধারণাই হয়না। তেমনই মহিষের বুদ্ধি। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন -- তোমরা আত্মা। তোমরা বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে পারনা ! বলেন, হে - আত্মারা তোমরা সবদিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে শুধু আমাকে স্মরণ কর। তোমরা স্মরণ করতে পারনা ? মিত্র সম্বন্ধী ইত্যাদি যারা আছে তাদের স্মরণ করতে পার, আমাকে স্মরণ করার মধ্যে বাঁধা কোথায় ? বলে ওঠ -- বাবা, মায়া বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেয়, স্মরণে বিঘ্ন ঘটায়। আরে ! অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। তোমরা বুদ্ধি যোগ পুরো লাগালেই বিশ্বের মালিক হতে পারবে। বাবাকে খোড়াই ভুলে যেতে হয় ! দেহ অভিমান থাকার জন্যই তোমরা ভুলে যাও। তোমাদের বারবার বলা হয়েছে নিজেকে আত্মা মনে করে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ কর। জপ করতে হবে না। মুখেও শব্দ করে বলার প্রয়োজন নেই। তোমাদের তো বাণীর উর্ধে উঠতে হবে। মুখে রাম - রাম বলেছিল তো দেহ-ভান এসে গিয়েছিল। অন্তরে(মনে মনে) স্মরণ করতে হবে। শুধু অরগ্যাসের আধার নিতে হবে। আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ এই স্থিতিতে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল। ওঁনার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। তোমাদের ও জ্ঞান প্রদান করেন। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র তাজ প্রাপ্তি হবে আর সৃষ্টি চক্রকে জানলে রত্ন জড়িত মুকুট প্রাপ্তি হবে। ডবল তাজধারী হয়ে যাবে। স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে নয়তো ধর্মরাজের সাজা খেতে হবে। পদ ও ব্রষ্ট হয়ে যাবে, তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, গুপ্ত খুশিতে থাকতে হবে। হাসিখুশি চেহারা থাকলেই গুপ্ত খুশি থাকে। শব্দ করে হাসা উচিত নয়। উৎফুল্ল চেহারা সবচেয়ে ভালো। লক্ষ্মী -নারায়ণের ও প্রফুল্ল চেহারা। প্রফুল্ল বা হর্ষিত চেহারা আর হাসা দুটো আলাদা। উৎফুল্ল চেহারায় গুপ্ত খুশি থাকে। শব্দ করে হাসা সেও এক বিকার। এটাও থাকা উচিত নয়। খুশি চেহারায় আনতে হবে আর সেটা তখনই আসবে যখন বাবার সমান হবে। শুধু সার্ভিস আর সার্ভিস করতে হবে। সার্ভিস (সেবা) পাওয়া মাত্রই দৌড়তে হবে ; দ্বিতীয় কোনও কথা নেই। তোমরা বাচ্চারা সার্ভিস করে কাঁটা থেকে কলি তৈরি কর। বাবা বাচ্চাদের সুন্দর সুন্দর পয়েন্টস দিয়ে বোঝান। এটা নিশ্চয় করতে হবে যে, বাবাই শোনাচ্ছেন। ওরা বলে আমার মহিমা করবে না। মহিমা যা কিছু শিববাবার। ওনাকে স্মরণ করলেই সম্পূর্ণ বিকর্মাজীত হতে পারবে। কত সহজ কথা। স্মরণ করতে হবে আর চক্র ঘোরাতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী নম্বর অনুসারে শেষে গিয়ে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ, ভালবাসা আর গুডমরনিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে থাকার যুক্তি বের করতে হবে। ভোজন করার সময় স্মরণে থাকতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। নিজের পুরানো শরীরের প্রতি যেন কোনও ভালবাসা না থাকে।

২) বাবার প্রতি সম্পূর্ণ রিগার্ড রাখতে হবে। অহঙ্কার যেন না আসে। নাম-রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ার হাত থেকে দূরে সরে থাকতে হবে।

জ্ঞান - যোগে মশগুল হয়ে থাকতে হবে।

বরদান : - বিশেষত্ব দেখার চশমা পড়ে সম্বন্ধ সম্পর্কে আসতে সমর্থ স্বরূপ বিশ্ব পরিবর্তক ভব(হও) ।

একে অপরের সাথে সম্বন্ধ সম্পর্কে এলে প্রত্যেকের বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ কর । বিশেষত্ব দেখার দৃষ্টি ধারণ কর । আজকাল ফ্যাশন বা কখনো চশমা বাধ্য হয়েও পড়তে হয় । সুতরাং বিশেষত্ব দেখার চশমা পড়ে, যাতে অন্য কিছু দেখতে না পাও । যেমন লাল চশমা চোখে দিলে সবুজ জিনিসও লাল দেখায়, সেই রকম বিশেষত্বের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সর্বদা বিশেষত্বই দেখতে পাবে । পাঁক দর্শন না করে পদ্ম পুষ্প দর্শন করলে প্রত্যেকের বিশেষত্ব দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে নিমিত্ত হয়ে যাবে ।

স্নোগান : - পরচিন্তন আর পরদর্শনের ভাবনা ও ধ্যানধারণার ধূলিকণা থেকে দূরে থাকলে নিখুঁত অমূল্য হীরা হয়ে উঠবে ।

০৫-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ০৭-১২-৮৩ মধুবন

শ্রেষ্ঠ পদপ্রাপ্তির আধার - "মুরলি"

আজ মুরলিধর বাবা তাঁর মুরলির স্নেহী বাচ্চাদের দেখছেন, এটাই দেখতে যে তারা কতখানি মুরলিধর বাবাকে ভালোবাসে আর কতখানি তারা মুরলি ভালোবাসে ! মুরলির জন্য তোমাদের কতো উন্মাদনা ! নিজ দেহের সব উপলব্ধি ভুলে দেহী হয়ে বিদেহী বাবার থেকে শুনছো । দেহধারী স্মৃতির সামান্যতমও চেতনা নেই । এই বিধির দ্বারা মত্ত হয়ে কিভাবে খুশিতে তোমরা নাচো । তোমরা ভাগ্যবিধাতা বাবার সমুখে নিজেদের পদ্মাপদম ভাগ্যবান মনে করে রুহানী নেশায় থাকো । এই রুহানী নেশা এবং মুরলিধরের মুরলির নেশা যত চড়বে, দেহ এবং এই ধরিত্রীর উর্ধ্ব তুমি নিজেকে উড়তে অনুভব করবে । মুরলির তানের সাথে অর্থাৎ মুরলির সুর আর গুহ্যতা দ্বারা মুরলিধর বাবার সাথে অনেক অনুভবে তোমরা চলতে থাকবে । কখনো মূল বতন, কখনো সূক্ষ্ম বতন, কখনো নিজের রাজ্যে চলে যাও । কখনো তোমরা লাইট হাউস, মাইট হাউস হয়ে এই অশান্ত অসুখী সংসারের আত্মাদের সুখ-শান্তির কিরণ দাও । রোজ তোমরা তিন লোকে ভ্রমণ করো । কার সাথে ? মুরলিধর বাবার সাথে । মুরলি শুনে তোমরা অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দুলতে থাকো । মুরলিধরের মুরলির সুরে অবিনাশী আশীর্বাদের ঔষধি লাভ করার সাথে সাথে তোমরা দেহ-মনে সুস্থ হয়ে যাও । নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া বাদশাহ হয়ে যাও । তোমরা বেগমপুরের বাদশাহ হয়ে যাও । স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে যাও । এইরকম বিধিপূর্বক যে বাচ্চারা ভালোবেসে মুরলি শোনে, বাবা সেই স্নেহী বাচ্চাদের দেখছিলেন । একই মুরলি থেকে কেউ রাজা, কেউ প্রজা হয়, কারণ বিধি দ্বারা সিদ্ধি অর্জন হয়, বিধিপূর্বক যে যতো মুরলি শোনে, ততোই সে সফলতামূর্ত হয় ।

এক, যারা বিধিপূর্বক শোনে অর্থাৎ যারা তা' নিজেদের মধ্যে অন্তর্লীন করে নেয় । দুই, যারা নিয়মমতো শোনে, মুরলির কিছুটা নিজেদের মধ্যে অন্তর্লীন করে, কিছুটা বর্ণন করে । তৃতীয় যারা তাদের সম্বন্ধে তো জিজ্ঞাসা কোরোই না । যথার্থরূপে যারা মুরলি শোনে এবং নিজেদের মধ্যে অন্তর্লীন করে নেয় তারা এর প্রতিমূর্তি হয়ে যায় । তাদের প্রতিটা কর্ম মুরলির স্বরূপ । তোমরা নিজেদের জিজ্ঞাসা করো, কোন্ নম্বরে তোমরা আছো ! ফার্স্ট নাম্বার নাকি সেকেন্ড নাম্বার ? মুরলিধর বাবাকে রিগার্ড দেওয়া অর্থাৎ মুরলির একেকটা বোলার রিগার্ড । এক এক ভার্শন (মহাবাক্য) ২৫০০ বছরের উপার্জনের আধার । কোটি কোটি উপার্জনের আধার । এই হিসেবে যদি তুমি একটা বরদান মিস্ করো, তার অর্থ কোটি কোটি উপার্জন মিস্ করা । একটা বরদান খাজানার খনি বানিয়ে দেয় । যথার্থরূপে যারা মুরলির প্রতিটা শব্দ শোনে এবং মুরলি থেকে প্রাপ্ত হওয়া সাফল্যের হিসেবনিকেশের গতি জানে, তারা শ্রেষ্ঠ গতিপ্রাপ্ত হয় । কর্মের গতি যেমন গভীর তেমনই মুরলি শুনে অন্তর্লীন করার গতিও অতি শ্রেষ্ঠ । মুরলিই ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস । যদি শ্বাস নেই তো জীবনও নেই - এইরকম অনুভাবী আত্মা তোমরা, তাই না ! নিজেই নিজেকে রোজ চেক করো, আজ এইরকম মহত্বপূর্বক, বিধিপূর্বক মুরলি শুনেছো কিনা । অমৃতবেলার এই বিধি সারাদিন প্রতি কর্মে তোমাকে নিজে থেকেই সহজভাবে সিদ্ধিস্বরূপ বানায় । বুঝেছো তোমরা ?

তোমরা নতুনরা এসেছো, তাই না ! সুতরাং, যারা লাস্ট এসেছো, বাবা তাদের সবাইকে ফাস্ট যাওয়ার উপায় বলে দিচ্ছেন । এই উপায়ে তোমরা ফাস্ট চলে যাবে । এইভাবে তোমরা গ্যালপ করে সময়ের ঋতিপূরণ করতে পারো । বাপদাদা তোমাদের বিভিন্ন বিধি শুনিয়ে থাকেন যাতে কোনো

বাচ্চার কোনো অনুযোগ না থেকে যায়। "কেন আমরা পরে এলাম", কেন আমাদের পরে ডাকলে" ! যেমনই হোক, তোমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারো। শ্রেষ্ঠ বিধি দ্বারা সামনে এগোও, শ্রেষ্ঠ নম্রর লাভ করো। কোনো অভিযোগ তো থাকবে না, তাই না ? বাবা তোমাদের রিফাইন রাস্তা দেখাচ্ছেন। সবকিছু যখন প্রস্তুত তোমরা সেই সময়ে এসেছো। মখন করা মাখন খাওয়ার সময় এসেছো। আগে থেকেই তোমরা অন্ততঃ একটা মেহনত থেকে মুক্ত হয়েছো। এখন শুধু খাও আর হজম করো। এটা সহজ, তাই না ? আচ্ছা।

এইরকম সর্ব বিধি সম্পন্ন, যারা সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত করে মুরলিধরের মুরলিত দ্বারা দেহগত সমস্ত রকম অস্তিত্ব ভুলে খুশির দোলায় দোলে, রুহানী নেশায় মগ্ন যোগী হয়ে থাকে, মুরলিধর আর মুরলির প্রতি যারা রিগার্ড দেয়, এইরকম মাস্টার মুরলিধর, মুরলি বা মুরলিস্বরূপ বাচ্চাদের বাপদাদার সাকারী আর আকারী উভয় বাচ্চাদের স্নেহভরা স্মরণ আর নমস্কার।

পার্টির সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

১) তোমরা সদা এক বাবার স্মরণে থেকে একরস স্থিতিতে স্থিত শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই না ! সদাসর্বদা একরস আত্মা নাকি অন্য কোনো রস তোমাদেরকে তাদের দিকে টেনে নেয় ? কোনো অন্য রস নিজের দিকে আকৃষ্ট করে না তো ? তোমাদের সবার তো আছেনই এক। এক -এর মধ্যে সবকিছু সমাহিত হয়ে আছে। এখনও যখন তোমাদের একমাত্র এক আছেন, তখন অন্য কেউই নেই, তবে তোমরা যাবে কোথায় ? তোমাদের কোনো কাকা, মামা, চাচা তো নেই ! সবাই তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ? এই প্রতিজ্ঞাই তো করেছিলে যে সবকিছুতেই তুমিই তুমি। কুমারীরা দূঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে ? দূঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে আর বরমালা গলায় পরেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে আর বর পেয়েছে ! তোমরা ঘরও পেয়েছে, বরও পেয়েছে। তাহলে বর আর ঘর পাওয়া হয়েই গেছে। কুমারীদের জন্য মা-বাবাকে কতো ভাবতে হয়, যাতে ভালো ঘর আর ভালো বর পায়। তোমরা তো এমন বর পেয়ে গেছ সারা জগৎ যাঁর মহিমা করে। ঘরও এমন পেয়েছে, যেখানে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই। তাহলে স্থিরপ্রতিজ্ঞা রূপে বরমালা পরেছে ? এইরকম কুমারীদের বলা হয়ে থাকে সমঝদার। কুমারীরা তো হয়েই বিচক্ষণ। বাপদাদা তোমরা সব কুমারীদের দেখে পুলকিত হন, কারণ তোমরা বেঁচে গেছ। কেউ পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেলে, তোমরা তো খুশিই হবে, তাই না ! মাতারা, যারা আগেই পড়ে গিয়েছিলো, তাদের জন্য তো বলা হবে যারা পড়ে গিয়েছিলো তাদের বাঁচানো হয়েছে, সেখানে তোমরা সব কুমারীদের জন্য বলা হবে, তোমরা পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেছ। সুতরাং তোমরা কতো লাকি ! মাতাদের লাক তাদের নিজের, কুমারীদের লাক তাদের নিজেদের। মাতারাও লাকি কেননা তবুও তো তারা গো পালকের গাই !

২) অবিরতভাবে তোমরা মায়াজিৎ ? যারা মায়াজিৎ হবে তাদের বিশ্ব কল্যাণকারীর নেশা অবশ্যই হবে। এইরকম নেশা থাকে তোমাদের ? বেহদের সেবা অর্থাৎ বিশ্বসেবা। এই স্মৃতি সবসময় বজায় রেখো, তুমি বেহদের মালিকের বালক। তোমরা কি হয়েছে আর কি পেয়েছে সেই স্মৃতি তোমাদের আছে, ব্যস্ ! এই খুশিতে সামনে এগিয়ে যেতে থাকো। অগ্রগামী যারা তাদের দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হন। সদা বাবার স্মরণে মগ্ন থাকো। ঈশ্বরীয় মাদকতা তোমাদের কি বানায় ? ভূ-এর (ফর্শ/ধরণী) অধিবাসী থেকে একেবারে থ -এর (অর্শ/আকাশ) অধিবাসী। সুতরাং, সদা আকাশে থাকো নাকি ভূমিতে ? কেননা উঁচু থেকেও উঁচু বাবার বাচ্চা হয়েছে তোমরা, সুতরাং নিচে কিভাবে

থাকবে ! ভূমি (ফর্শ) নিচে ! অর্শ অর্থাৎ আকাশ উঁচু, তাহলে নীচে তোমরা কিভাবে আসবে ? কখনো তোমাদের বুদ্ধিরূপী পাকে ভূমি স্পর্শ করতে দিওনা, শুধুই উপরে ! একেই বলা হয়ে থাকে, উঁচু থেকেও উঁচু বাবার শ্রেষ্ঠ বাচ্চা হওয়া । এই নেশা হতে দাও । সদা অনড়, অটল এবং সর্ব খাজানা সম্পন্ন থাকো । সামান্যতমও যদি মায়া দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত হও, তোমরা সর্ব খাজানার অনুভব করতে পারবে না । বাবার থেকে তোমরা কতো ঐশ্বর্য ভান্ডার লাভ করো ! সেই ভান্ডারকে সদা কায়ম রাখার সাধন হলো, সদা অনড় অটল থাকা । অনড় থাকলে তোমরা নিরন্তর খুশির অনুভূতি হতে থাকবে । বিনাশী ধনেরও তো খুশি থাকে, তাই না ! এমনকি যখন একজন রাজনীতিক সাময়িকভাবে নেতার গদি পায়, তখন নাম, জশ হলে সে কতো খুশি হয় । আর এটা তো অবিনাশী খুশি । এই খুশি তারই থাকবে যে অনড়, অটল থাকবে ।

সব ব্রাহ্মণদের স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয়ে গেছে । প্রথমে তোমরা গোলাম ছিলে, গাইতে, আমি তোমার দাস, আমি তোমার দাস ! এখন তোমরা স্বরাজ্যধারী হয়ে গেছ । গোলাম থেকে রাজা হয়ে গেছ । বিস্তর ফারাক হয়ে যায় । রাত দিনের ফারাক, তাই না ! বাবাকে স্মরণ করো আর গোলাম থেকে রাজা হয়ে যাও । এমন রাজ্য সারা কল্পে প্রাপ্ত হবেনা । এই স্বরাজ্য দ্বারাই তোমরা বিশ্বের রাজ্য লাভ করো । সুতরাং এখন এই নেশাতেই থাকো, আমরা স্বরাজ্য অধিকারী, তবেই তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় নিজে থেকেই শ্রেষ্ঠ পথে চলবে । সদা এই খুশিতে থাকো যা পাওয়ার ছিলো পেয়ে গেছি, কি ছিলাম আর কি হয়েছি ! কোথায় পড়ে ছিলাম, আর কোথায় পৌঁছেছি !

অব্যক্ত বাপদাদার মহাবাক্য থেকে বাছাই করা প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্নঃ - পুরুষার্থের অন্তিম লক্ষ্য কি ? যার জন্য তোমাদের বিশেষ অ্যাটেনশন রাখতে হবে ?

উত্তরঃ - অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে থাকতে হবে - এটাই পুরুষার্থের অন্তিম লক্ষ্য । এই লক্ষ্য তোমার সামনে রাখলে, তোমার লাইটের শরীর লাইটের আবর্তের (orb) মধ্যে অনুভব করবে । স্থূলদেহ যেমন পাঁচ ত্বকের আবর্তে হয়, একইভাবে অব্যক্ত, লাইটের অর্বে ! এটা লাইটের রূপ, কিন্তু আশপাশে চারিদিকে শুধু লাইটই লাইট ! আমি আত্মা জ্যোতিরূপ - এই লক্ষ্য তোমাদের আছেই, কিন্তু আমি সূক্ষ্ম আকারেও লাইটের অর্বে ।

প্রশ্নঃ - প্রতিটা কার্য করাকালীন কোন স্মৃতি তোমাদের বাড়ানো উচিত যাতে সহজেই তোমাদের নিরাকারী স্টেজ বিকশিত হবে ?

উত্তরঃ - প্রত্যেক কার্য করাকালীন এই স্মৃতি সদা বজায় রাখতে হবে যে আমি নিমিত্ত ফরিস্তা এই কার্যের জন্য পৃথিবীতে পা রাখছি, কিন্তু আমি অব্যক্ত দেশের বাসিন্দা, আমি এই কার্যোপলক্ষে এই ধরায় এসেছি । আমার ওপর ন্যস্ত কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে, আমি আমার বতনে ফিরে যাবো । এই স্মৃতি দ্বারা তোমরা সহজভাবে নিরাকার স্থিতির উন্নতি করবে ।

প্রশ্নঃ - সাকার স্বরূপের নেশার পয়েন্টের সাথে কোন অনুভবে থাকলে সাক্ষাৎকার মূর্ত হতে পারবে ?

উত্তরঃ - তোমরা যখন এই স্মৃতিতে থাকো, আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শক্তি, তখন এই স্মৃতি দ্বারা নেশা আর খুশির অনুভব হয় । কিন্তু যখন অব্যক্ত স্বরূপে, লাইটের অর্বে নিজেকে অনুভব

করবে, তখনই সাক্ষাৎকার মূর্ত হবে কারণ লাইট ব্যতীত সাক্ষাৎকার হয়না। সুতরাং একমাত্র তোমার লাইট রূপের প্রভাবেই মানুষের তোমার দৈবী স্বরূপের সাক্ষাৎকার হবে।

প্রশ্ন: - বর্তমান সময় অনুযায়ী তোমাদের কোন স্বরূপের প্রয়োজন? এখন কোন্ পার্ট সমাপ্ত হয়েছে?

উত্তর: - বর্তমান সময় অনুযায়ী তোমাদের সকলের জ্বালামুখী স্বরূপ প্রয়োজন। সাধারণ স্বরূপ বা সাধারণ বোল যেন নজরে না পড়ে বা শোনে, বরং তাদের অনুভব হতে দাও যে এই দেবী আমার প্রতি কি আকাশবাণী করতে যাচ্ছেন! তোমাদের গোপী হওয়ার পার্ট সমাপ্ত হয়েছে। যখন তুমি তোমার শক্তিরূপে থাকবে, তখন সবার অনুভব হবে ইনি কোনো অবতার হবেন, সাধারণ দেহধারী নন। অবতার অবতরিত হয়েছেন। তোমরা মহাবাক্য বললে আর তারপরে অন্তর্হিত হয়ে গেলে। এখনে স্টেজ এবং তোমাদের পুরুষার্থের লক্ষ্য এটাই হওয়া উচিত।

প্রশ্ন: - নিমিত্ত হওয়া মূখ্য সার্ভিসেবল, রাজ্যভাগ্যের সিংহাসন নিতে যাওয়া অনন্য রত্নদের সেবা কি?

উত্তর: - তারা লাইটহাউজের মতো চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে অবিরাম লাইট দিতে থাকবে। এক অনেককে লাইট দেবে। তারা স্থূল কর্মকান্ড থেকে বেহদ বৈরাগ্যে যেতে থাকবে। এখন তারা ইশারায় শুনে ডিরেকশন দেবে, তারপর অব্যক্ত বতনে ফিরে যাবে। এখন, দায়িত্ব এবং সেবার বিস্তার সর্বত্র আরও অধিকমাত্রায় বাড়বে। বিভিন্নরকমের যে সার্ভিস হচ্ছে, তা আরও বাড়বে।

প্রশ্ন: - কে চক্রবর্তী রাজা হতে পারে, তাদের লক্ষণ কি শোনাও।

উত্তর: - যারা এখন চক্রধারী তারাই চক্রবর্তী মহারাজা হবে। যাদের লাইটের চক্রও থাকবে এবং লাইট ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রও থাকবে, তখনই বলা যাবে চক্রধারী শাসক। এইরকম চক্রধারীই চক্রবর্তী রাজা হতে পারে। তোমাদের লাইটের রূপ আর লাইটের ক্রাউন এমন কমন হয়ে যাক যাতে ঘুরতে-ফিরতে সবার নজরে আসে, ইনি লাইটের মুকুটধারী।

প্রশ্ন: - কোন্ অভ্যাসে শরীরের হিসেবনিকেশ কম হয়ে যাবে, শরীর নিদ্রার পৌষ্টিকতা পেয়ে যাবে?

উত্তর: - যখন তোমরা লাইটের অব্যক্ত রূপে স্থিত হওয়ার, শরীরের উর্ধ্বে যাওয়ার অভ্যাস করো তখন ২-৪ মিনিটের অশরীরী স্থিতির দ্বারা শরীর ঘুমের পৌষ্টিকতা পেয়ে যাবে। শরীর সেই একই পুরানো থাকবে এবং হিসেবনিকেশও পুরানোই হবে। কিন্তু লাইটস্বরূপের স্মৃতিকে শক্তিশালী বানালে তোমার শরীরের হিসেবনিকেশ চুকাতে

লাইট হয়ে যাবে। এইজন্য বিশেষভাবে অমৃতবেলায় অভ্যাস করো, আমি অশরীরী এবং পরমধাম নিবাসী, অথবা আমি অব্যক্ত রূপে অবতরিত হয়েছি।

প্রশ্ন: - মায়াজিৎ হওয়ার সহজ সাধন কি?

উত্তর: - মায়াজিৎ হওয়ার জন্য নিজের অপূর্ণতার প্রতি ক্রোধ করো। তোমাদের ক্রোধ এলেও নিজেদের মধ্যে ক্রোধ কোরোনা, তোমাদের দুর্বলতার প্রতি করো আর তখন তোমরা সহজেই মায়াজিৎ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: - গ্রামবাসীদের দেখে বাপদাদা বিশেষভাবে পুলকিত হন কেন?

উত্তরঃ - কারণ গ্রামের মানুষ অতি সরল হয় । বাবাকেও ভোলানাথ বলা হয় । বাবা যেমন ভোলানাথ, সেইরকম গ্রামবাসীও ভোলা । সুতরাং, সদা এই খুশি বজায় রাখো যে তোমরা ভোলানাথের বিশেষ প্রিয় । আচ্ছা ।

বরদানঃ - সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা নতুন সৃষ্টির স্থাপনার নিমিত্ত হয়ে মাস্টার শান্তিদেবা ভব

সাইলেন্সের শক্তি জমা করার জন্য এই শরীরের উর্ধ্ব অশরীরী হয়ে যাও । সাইলেন্সের এই শক্তি অতি মহান শক্তি, এর থেকেই নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হয় । সুতরাং, যারা আওয়াজের উর্ধ্ব সাইলেন্স রূপে স্থিত হবে, তারাই স্থাপনার কার্য করতে পারবে । এইজন্য শান্তিদেবা অর্থাৎ শান্তস্বরূপ হয়ে অশান্ত আত্মাদের শান্তির কিরণ দাও । শান্তির শক্তি বিশেষভাবে বাড়াও । এটাই সবচেয়ে বড় থেকেও বড়, মহাদান । এটাই সবচেয়ে প্রিয় এবং শক্তিশালী বস্তু ।

স্লোগানঃ - সকল আত্মা বা প্রকৃতির প্রতি শুভ ভাবনা রাখাই বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা : - সুগন্ধিত ফুল হও, শ্রীকৃষ্ণ হলেন এক নম্বর সুগন্ধিত ফুল তাই তিনি সকলেরই প্রিয়, সবাই তাঁকে চোখের মণি করে রাখেন"

প্রশ্ন : - লৌকিকে কোন্ সম্বন্ধ মিষ্টি, আর অতি মিষ্টি কাকে বলবে ?

উত্তর : - লৌকিকেও বাবাকে মিষ্টি বলা হয় । তোমরা বাচ্চারাও বলা, আমাদের অতি প্রিয় মিষ্টি হলেন বাবা, আমরা তাঁর প্রিয় সন্তান । আর অতি মিষ্টি তোমরা টিচারকেই বলবে কেননা টিচার তোমাদের পড়ান । এই জ্ঞান হল সোর্স অফ ইনকাম । তোমরাও প্রথমে জ্ঞান পাও । গৃহস্থ জীবনে থেকে এই জ্ঞান নিজে ধারণ করতে হবে এবং অন্যদের ধারণ করাতে হবে ।

গীত : - মরনা তেরি গলি মে
তোমার গলিতেই আমার মরণ...

ওম শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । যখন কারোর মৃত্যু হয় তখন অন্য মা - বাবার কাছে জন্ম নেয় । বাবাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা আত্মারা হলাম অবিনাশী । সে হলো শরীরের কথা । এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে অর্থাৎ এক বাবাকে ছেড়ে অন্য বাবার কাছে যায় । তোমরা ৮৪ জন সাকারী বাবা পেয়েছো । বাস্তবে তোমরা হলে নিরাকারী বাবার সন্তান । তোমরা আত্মারা নির্বাণধাম বা শান্তিধামেই থাকো । যেখানে বাবার সঙ্গে সকলেই নিবাস করে । তাকে আত্মাদের দুনিয়া বলা হবে । তোমরা আত্মারাও সেখানে থাকো আর বাবাও সেখানে থাকেন । এখানে তোমরা যখন লৌকিক বাবার সন্তান হও তখন তাঁকে ভুলে যাও । সত্যযুগে তো কেউ বাবার স্মরণ করে না । বুদ্ধি নীচে চলে যায় । তাঁকে স্মরণ করলে তখন বলবে - ও বাবা ! এনাকেও বাবা বলা হয় । উনিও ফাদার । লৌকিক বাবাকে এখানে দেখে । পারলৌকিক বাবাকে ডাকতে থাকে, তখন নজর উপরে চলে যায় । এখন তোমরা ওই বাবার হয়েছো । তোমরা জানো যে, প্রথমে আমরা পবিত্র ছিলাম, রাজ্য - ভাগ্য লাভ করেছিলাম, এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । আমরা দুঃখী হয়ে গেছি তাই বাবাকে স্মরণ করি । এই শরীর রূপী বস্ত্র ধারণ করতে করতে আমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছি । প্রথমে আত্মা এবং শরীর দুইই সতোপ্রধান ছিলো । তারপর আত্মা সতো, রজো এবং তমো অবস্থায় আসে । প্রথমে গোল্ডেন ছিলো তারপর সিলভার, কপার এবং আয়রনে এসেছে । একে গয়নাও বলা হয় । সোনায়ে যেমন খাদ দেওয়া হয় । বাবা বোঝান যে, এখন তোমরা আত্মারা পতিত হয়ে গেছো । সোনা এখন কালো হয়ে গেছে । তোমরা কালো, অপবিত্র হয়ে গেছো । প্রথমে তোমরা আত্মারা পবিত্র ছিলে, তোমাদের শরীরও পবিত্র ছিলো, এখন আবার সেই পবিত্র শরীর কিভাবে পাবে ? জ্ঞান করলে কি পাবে ? জ্ঞান করলে তো কিছুই হয় না । আত্মা ডাকতে থাকে - হে পতিত - পাবন বাবা । 'বাবা' অক্ষর কতো মিষ্টি । এ হলো অনেক বড় অক্ষর । ভারতেই এই 'বাবা' অক্ষর আছে । বাচ্চারা 'বাবা - বাবা' বলতে থাকে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা আত্মা - অভিমানী হয়ে বাবার হয়েছি । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের প্রথমের দিকে স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম । অভিনয় করতে করতে তোমরা এখন অন্তিম সময়ে এসে পৌঁছেছো । মনে সবসময় বাবা - বাবা করতে থাকো । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা এখন এসেছেন । তাঁকেই সবাই স্মরণ করে যে, হে পতিত পাবন বাবা এসো, আমাদের পতিতদের এসে পবিত্র বানাও ।

সবাই তাদের নিজের নিজের ভাষায় ডাকতে থাকে । তাহলে অবশ্যই তিনি সঙ্গমেই আসবেন । এও তোমরা জানো । শান্ত্রে তো উল্টাপাল্টা অনেককিছু লিখে দিয়েছে । বাচ্চারা, তোমাদের পাচ্চা নিশ্চয়তা আছে যে, আমাদের বাবা অতি প্রিয়, অতি সুন্দর বাবা । বাবাও বলেন মিষ্টি বাচ্চারা । সুইট, সুইটার, সুইটেস্ট । এখন এই সুইট কে ? লৌকিক সম্বন্ধেও বাবাই সুইট হয় । এরপর সুইটেস্ট বলা হয় টিচারকে । টিচার খুব ভালো হয় । তিনি পড়ান । এ কথা বলাও হয় যে - জ্ঞান হলো সোর্স অফ ইনকাম । তাই এই জ্ঞান হলো সোর্স অফ ইনকাম ।

যোগকে স্মরণ আর জ্ঞানকে নলেজ বলা হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে - আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম । তাই তো শিব জয়ন্তী পালন করা হয় কিন্তু শিববাবা কিভাবে এলেন, এ কথা কেউই জানে না । চিত্রতে ত্রিমূর্তি আছে, শিব উপরে আছে । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করা হয়, কে স্থাপনা করান ? করাওনহার হলেন শিববাবা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের উপরে হলেন শিব । ওঁরা হলেন রচনা । তাঁদের রচয়িতা হলেন শিব । তিনি হলেন নিরাকার । এ হলো সাকার সৃষ্টি । এই সৃষ্টিচক্র যা রিপিট হয় । সুক্ষ্মবতনকে সৃষ্টিচক্র বলা হবে না । এই মনুষ্য সৃষ্টিই চক্র লাগায় । বাকি সুক্ষ্ম বতন বা মূল বতনে চক্রের কোন কথা নেই । এখন হলো কলিযুগ, নরক । সত্যযুগ হলো স্বর্গ । এখন এই নরকবাসীদের স্বর্গবাসী কে বানাবে ? বাম মার্গে যাওয়ার কারণেই মানুষ পতিত হয়ে যায় । দিন - প্রতিদিন সুখ থেকে দুঃখে আসতে - যেতে থাকে । দুনিয়া তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখন বলা হয় এ সম্পূর্ণ তমোগুণী বুদ্ধি । এ হলো খুবই সতোপ্রধান বুদ্ধি, যেন দেবতার সমান । বাস্তবে দেবতাদের পূজা হওয়া উচিত । কিন্তু দেবতার তো এই সময় কেউই নেই কারণ তাঁদের মধ্যে দৈবী গুণ নেই । খৃষ্টানরা ক্রাইস্টকে জানে । তারা তাঁকে পূজা করে । ভারতবাসীরা এখন নিজেকে দেবী - দেবতা বলতে পারবে না । নাম তো অনেকেরই আছে - অমুক দেবী, অমুক দেবতা কিন্তু সেই গুণ তো আর নেই । মানুষ গায়ও - আমি নিগুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই । এ কথা আত্মা কার সামনে বলে ? বাবার সামনে বলা উচিত, তাই না ? বাবাকে ভুলে ভাইদের পিছনে গিয়ে পড়েছে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও তো ভাইই হলো, তাই না । তাঁদের থেকে কিছুই মিলবে না । ভাইয়ের পূজা করতে করতে নীচে নেমে যায় । এখন তো তোমরা বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাও । বাবাকে কেউই জানে না । তারা বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । আরে, বাবার নাম কি ? বলে দেয়, তিনি তো নাম - রূপ থেকে পৃথক । আরে তোমরা তো এক অখণ্ড জ্যোতি স্বরূপ বলে দাও, তাহলে পৃথক কিভাবে বলা ? এও তোমরা বুঝতে পারো যে - নিয়ম অনুসারে সকলকেই তমোপ্রধান হতেই হবে । এরপর যখন বাবা আসেন, তখন সবাইকে সতোপ্রধান বানান । আত্মাকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । সব আত্মাই বাবার সাথে থাকে । নতুন দুনিয়াই আবার পুরানো দুনিয়া হয় ।

তোমরা জানো যে, এখন আমরা বাবার হয়েছি । বাবা আমাদের কাছে এসেছেন । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করান । বাবা বলেন যে, আমি ব্রহ্মা তনের আধার নিই । আমি ভাগ্যশালী রথে অধিষ্ঠান করি । রথে তো অবশ্যই আত্মা থাকবে, তাই না । বলা হয়, ভাগীরথ গঙ্গা নিয়ে এসেছিলো । এখন গঙ্গা জটা থেকে কিভাবে আসবে ? এ তো পাহাড় থেকে মিষ্টি জল আসে । সাগর থেকে মেঘ পূর্ণ হয়ে বৃষ্টি হয় । আজকাল অবশ্য সাইন্সের শক্তিতে জলকে মিষ্টি করে দেয় । প্রাকৃতিক ভাবে কতো বৃষ্টিপাত হয় । কতো জল এসে যায় । বন্যাও হয়ে যায় । কোথা থেকে এত জল আসে ? মেঘই বৃষ্টি আনে । বাকি ইন্দ্র ইত্যাদি কিছুই নেই । এ তো মেঘের কারণেই বৃষ্টি আসে । বাস্তবে এ হলো জ্ঞানের বর্সা । এ তো জ্ঞানই । এতে কি হয় ? পতিত থেকে পবিত্র হয় । গঙ্গা - যমুনা নদী সত্যযুগেও তো থাকবে

। বলা হয় কৃষ্ণ সেখানে খেলাধুলা করতেন । কতো সুন্দর ফুল সেখানে । ফুলেরও সুগন্ধ নেয় মানুষ । কাঁটা থেকে কখনো সুগন্ধ নেয় কি ? এ হলো কাঁটার জঙ্গল । নিরাকার বাবা বলেন, আমি এসে ফুলের বাগান বানাই, এইজন্য আমার নাম বাবুলনাথ রাখা হয় । বাবুল কাঁটাকে ফুল বানাই, তাই মহিমা গাওয়া হয় -- কাঁটাকে ফুল বানান যে নাথ । তাই বাবার প্রতি কতো প্রেম থাকার প্রয়োজন । লৌকিক বাবা থাকা সত্ত্বেও আত্মা পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে কেননা আত্মা দুঃখী । এও এক খেলা । তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করে এসেছো । তিনি আসেন, তখন তো তোমরা শিব জয়ন্তী পালন করো । তোমরা জানো যে, এখন আমরা বেহদের বাবার সন্তান হয়েছি । আমাদের তাঁর সঙ্গেও সম্বন্ধ আছে । লৌকিকের সঙ্গেও আছে । বেহদের বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে । আত্মা জানে যে ইনি হলেন লৌকিক বাবা আর উনি পারলৌকিক বাবা । আত্মা পারলৌকিক বাবাকেই ডাকতে থাকে । আত্মা বলে - হে ভগবান, ও গড ফাদার । ফাদার যখন ঘরে বসে আছে তখন ওরা ফাদার বলে কেন ডাকে ? আত্মা ওই অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করে । তিনি কখন এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন - এও তোমরা এখনই বুঝতে পারো । তোমরা অবশ্যই বলবে যে - কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি, এই সঙ্গমেই তিনি আসবেন । মানুষ কলিযুগের আয়ু আবার লাখ বছর বলে দেয় । মানুষ ভগবানকে পাওয়ার জন্য কতো বিভ্রান্ত হয় । সবথেকে বেশী ভক্তি কে করে ? তাদেরই তো প্রথমে মিলিত হওয়া উচিত, তাই না । বাবা বুঝিয়েছেন যে, প্রথম - প্রথম ভক্তি তোমরাই শুরু করো । তোমাদেরই প্রথমে জ্ঞান পাওয়া উচিত । তোমরাই প্রথমে আসুরী গুণ সম্পন্ন ছিলে । এখন তোমরা দৈবী গুণবান দেবতা হও । এত উঁচু স্বর্গের মালিক হও তোমরা । ওখানকার সব জিনিসই অতি উত্তম হয় । তোমরা খুব বড় মানুষ হও । তোমাদের জন্য ওখানে হীরে জহরতের মহল তৈরী হয় ।

যতক্ষণ না তোমরা ব্রাহ্মণ হচ্ছে, ততক্ষণ শিববাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাবে না । শূদ্ররা বর্সা নিতে পারবে না । এ তো যজ্ঞ । এতে অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন । যজ্ঞ সবসময় ব্রাহ্মণদেরই হয় । শিবকে রুদ্রও বলা হয় । তাই এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । রুদ্র শিববাবা এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন । ভক্তি সম্পূর্ণ হলে এই যজ্ঞের রচনা করা হয় । মানুষ ভক্তিমার্গে যজ্ঞ রচনা করেন । সত্যযুগে দেবতারা কখনোই যজ্ঞ ইত্যাদির রচনা করতেন না কিন্তু এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এই নামে শাস্ত্রেও গায়ন আছে । ভক্তি আর জ্ঞান হলো অর্ধেক - অর্ধেক । ভক্তি হলো রাত, জ্ঞান হলো দিন । এ কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । সর্বদা বাবা - বাবা বলতে থাকো । বাবাই আমাদের বিশ্বের মালিক বানান । তিনি অতি প্রিয় বাবা । তারথেকে বেশী প্রিয় এই দুনিয়ায় কেউই হতে পারে না । অর্ধেক কল্প তোমরা বাবাকে স্মরণ করেছো । এখন তোমরা জেনেছো, আমরা বাবার হয়েছি । বাবা বলেন যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে বাবাকে স্মরণ করো । সবাই তো এখানে থাকতে পারবে না । হ্যাঁ, ওই বাবার কাছে থাকতে পারো । কোথায় ? কোন্ বাবা ? তার নাম কি ? শিববাবার কাছে কোথায় থাকবে ? পরমধামে । ওখানে সকল আত্মারাই থাকতে পারে । এখানে তো থাকতে পারে না । এখানে তো অল্পই থাকবে । এখানে বাচ্চারা, তোমাদের জ্ঞান নিতে হবে । এ হলো পড়া ।

কেউই যদি আসে তাহলে বলা উচিত যে - বাবা হলেন দুইজন, লৌকিক আর পারলৌকিক । দুঃখে মানুষ পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে । সেই বাবা এখন এসেছেন । শিববাবা হলেন অতি প্রিয় । কৃষ্ণও সকলের অতি প্রিয় কিন্তু শিববাবা হলেন নিরাকার আর কৃষ্ণ সাকার । কৃষ্ণকে সকলের বাবা

বলা হবে না । তিনি হলেন এই বিশ্বের মালিক । তাঁকেও শিবই এমন তৈরী করেছেন । দুইজনই প্রিয় কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে বেশী প্রিয় কে ? তোমরা বলবে শিব । শিবই কৃষ্ণকে এমন বানান । বাকি কৃষ্ণ কি করেন ? কিছুই না । তমোপ্রধান আত্মাদের বাবা এসেই সতোপ্রধান করেন । তাই গায়ন তো তাঁরই হবে, তাই না । কৃষ্ণ তো বাচ্চা, তাঁর নাচ ইত্যাদি দেখানো হয় । শিববাবা কি নাচ করবেন ? বাবা বোঝান যে, তোমরা সবাই হলে পার্বতী । অমরনাথ শিব তোমাদের কথা শোনাচ্ছেন । দ্বিতীয় কোনো পার্বতী নেই । অর্জুনও একজন নয় । তোমরা সকলেই অর্জুন সন্তান, তাই কখনোই নগ্ন হয়ো না । দেখানো হয় তো, যে দ্রৌপদীকে যখন বস্ত্রহীন করা হচ্ছিলো তখন কৃষ্ণ তাকে ২১ টি বস্ত্র দান করেছিলেন । এখন ২১ টি শাড়ি কি পড়া যাবে ? এও এক খেলা দেখানো হয় । কৃষ্ণ উপর থেকে শাড়ি দান করছে । এখন ২১ টি শাড়ি কিভাবে পড়বে ? বাস্তবে এর অর্থ হলো --- বাবা তোমাদের বস্ত্রহীন হওয়ার থেকে এমনভাবে বাঁচান যে ২১ জন্ম তোমরা আর কখনোই বস্ত্রহীন হও না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) অন্দরে বাবা - বাবা বলে বাবার সমান মিষ্টি হতে হবে । আত্ম - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে । এই পড়াতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে ।

২) অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে । স্মরণের অগ্নিতে বিকারের খাদ দূর করে প্রকৃত সোনা হতে হবে ।

বরদান :- সমানতার দ্বারা নৈকট্যের সীট নিয়ে প্রথম বিভাগে আসা বিজয়ী রত্ন ভব

সময়ের নিকটবর্তীতার সঙ্গে সঙ্গে এখন নিজেকে বাবার সমান বানাও । সঙ্কল্প, বাণী, কর্ম আর সেবা সবেতেই বাবার মতো হও অর্থাৎ নিকটে এসো । প্রতি সঙ্কল্পে বাবার সাথে, সহযোগ এবং স্নেহের অনুভব করো । সদা বাবার সাথে আর হাতে হাত রাখার অনুভূতি করলে প্রথম বিভাগে এসে যাবে । নিরন্তর স্মরণ আর সম্পূর্ণ স্নেহ যদি এক বাবার সঙ্গে থাকে তাহলে বিজয় মালায় বিজয়ী রত্ন হতে পারবে ।

স্লোগান :-- সুখদাতা হয়ে অনেক আত্মাকে দুঃখ - অশান্তির থেকে মুক্ত করার সেবা করাই হলো সুখদাতা হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন সুখ-শান্তির মনস্কামনা পূর্ণ করতে, যদি তোমরা শান্তি চাও তবে নিজের কর্মেন্দ্রিয় থেকে ডিট্যাচড (নির্লিপ্ত) হয়ে যাও, নিজের স্ব ধর্মে স্থির হও"

প্রশ্ন : - পূজনীয় হওয়ার পুরুষার্থ কি ? তোমাদের পূজা কেন হয় ?

উত্তর : - পূজনীয় হতে বিশ্বকে পবিত্র করার সেবায় সহযোগী হও। যে জীব আত্মারা বাবাকে সহযোগ করে বাবার সঙ্গে তাদেরও পূজা হয়। তোমরা বাচ্চারা শিববাবার সঙ্গে শালিগ্রাম রূপে পূজিত হও, আবার সাকার রূপে লক্ষ্মী নারায়ণ বা দেবী-দেবতা রূপেও পূজিত হও। এখন তোমরা পূজনীয় এবং পূজারী দুয়েরই রহস্য বুঝেছ।

গীতঃ - মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্যবিধাতা

ওম্শান্তি। অবশ্যই মাতাদের সৌভাগ্যশালী করেন পিতা । মহিমা তো একজনের-ই গায়ন আছে। সকলের সদগতি দাতা হল একজন। স্বরণও সেই একজনকেই করা হয়। এইসব তো বাচ্চারা তোমাদের মহিমা। তোমরা জানো যে আমাদের দুর্ভাগ্যবান থেকে সৌভাগ্যবান করেন পিতা। ভারত সৌভাগ্যবান ছিল তারপর ভারত ১০০% দুর্ভাগ্যবান হয়েছে। ভারতের উপরেই এই কাহিনী। এই মাতাদের সৌভাগ্যবতী করেন বাবা, যাঁকে তোমরা বাচ্চারা জানো। ওঁনার সঙ্গে তোমাদের যোগ আছে। তোমরা জানো এই সম্পূর্ণ রচনা ওঁনার । দ্বিতীয় কোনো মানুষ এই রচনা ও রচয়িতার বিষয়ে জানে না। এইসব চিত্র ইত্যাদি কে তৈরি করেছে ? তোমরা বলবে শিববাবা করেছেন। কার সাহায্যে? যদিও মাতা অথবা সাকার পিতার সাহায্যে করেছেন বলা হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের জ্ঞান আছে। সৃষ্টি কত বিশাল ! ভাস্কর দা গামা সম্পূর্ণ পৃথিবীর পরিক্রমা করেছে, শুধুমাত্র সাগর রয়েছে, আকাশ রয়েছে আর কিছুই নেই। এইসব তোমরা স্কুলেও পড়েছ। বাবা তবুও সব কথা নাটসেলে (সংক্ষেপে) বোঝান। তোমরা জানো ভারতে ৫ হাজার বছর পূর্বে যথাযথভাবে সত্যযুগ ছিল। সত্যযুগ শুধু ভারতে ছিল। ভারতেও সংখ্যা খুব কম ছিল। এখন তোমরা বলবে আমরা সূর্যবংশী রাজধানীতে ছিলাম। যমুনা নদীর তীরে কৃষ্ণের রাজধানী ছিল, এমন গায়ন আছে। দিল্লিকে পরিস্থান বলা হয়। সবচেয়ে প্রথমে কারো রাজধানী ছিল। তোমরা বলবে আমরা সূর্যবংশী রাজধানীতে ছিলাম। পরে সব আলাদা হয়। সুতরাং বাস্তবে প্রভাব সেখানে হয় যেখানে রাজত্ব থাকে। ভারতের খুব প্রভাব আছে। এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। ধারণ করতে হবে।

শিববাবাকেই আবার সোমনাথ , জ্ঞানের সাগর বলা হয়। সোমনাথ নাম পূজারীর দিচ্ছে। আসলে নাম হল শিববাবা। শিব কাকে বলে ? আত্মাদের পিতাকে। আত্মা তো হল বিন্দু। গায়ন আছে পরম পিতা পরমাত্মা, সুপ্রিম সোল। সোল অর্থাৎ আত্মা। আত্মা ছোট বড় হয়না। বাবা বলেন আমিও এনার মধ্যে প্রবেশ করি ফলে কেউ জানতে পারেনা। কিন্তু বুঝতে পারে ব্রহ্ম যুগলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে । তাই বলা হয় মস্তক মণি, কারণ মস্তকে মণি আছে। মণি আত্মাকে বলা হয়। বলা হয় সাঁপের মস্তকে মণি থাকে। এইসব কথা বাস্তবে বর্তমান সময়ের। আত্মা রূপী মণি প্রকাশিত হয়। ব্রহ্ম যুগলের মধ্যে অবস্থান করে। বাবা তো বাচ্চাদের রোজ নতুন কথা বোঝান । মুখ্য কথা

বুঝতে হবে - আমি হলাম স্বদর্শন চক্রধারী । বাবা বলেন আমার আত্মাকে পরম আত্মা বলা হয় , আমি হলাম জন্ম-মরণ রহিত। আমি যদিও আসি। নিরাকারের মন্দির নির্মিত আছে। পূর্বে এই জ্ঞান ছিলনা। অবশ্যই নিরাকার এসে কিছু তো করেছেন। নিরাকার আসেনও পরিবারে। লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মাও আসেন। তাঁদেরও শরীর দেখানো হয়েছে। লিঙ্গ রূপে কেবল শিবকেই দেখানো হয়। শিবের মন্দিরে শিবলিঙ্গের সাথে শালিগ্রামও আছে। এমন নয়, কৃষ্ণের বা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে শালিগ্রাম দেখানো হয়। অতএব প্রমাণিত হয় যে এক পিতার সব সন্তান। আত্মারও পূজা হয় , দেবতাদেরও পূজা হয়। রুদ্র যজ্ঞ বলা হয়। বাবা এই যজ্ঞ রচনা করেছেন জীব আত্মাদের দ্বারা। যেমন বাবার পূজা হয় তেমনই তোমাদের আত্মারও পূজা অবশ্যই হওয়া উচিত। তারপর যাঁরা সাকারে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপ ধারণ করেন, তাঁদের পূজা হয়। সেই নাম প্রচলিত হয়েছে। এখানে তোমরা আত্মারা সার্ভিস করছ এই শরীর দ্বারা তাই আত্মারা তোমাদেরও পূজা হয়। শিববাবা বলেন আমিও এদের চেয়ে বেশি সার্ভিস করি তাই সর্ব প্রথমে আমার পূজা হয়। তারপর যে আত্মাদের সাহায্যে সার্ভিস করি, সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করি, তাদেরও পূজা নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। সবার পূজা হয়। কম পক্ষে লক্ষ শালিগ্রাম তৈরি হয়। ধনী ব্যক্তির রুদ্র যজ্ঞের আয়োজন করে তাতে কেউ ৫ হাজার, কেউ ১০ হাজার, কেউ লক্ষ শালিগ্রাম তৈরি করে। এ হল পরমাত্মা এবং আত্মাদের পূজা। বাবা বোঝান - তোমরা আত্মারা এই পতিত শরীর দ্বারা সেবা কর। সবচেয়ে বেশি সেবা শিববাবা করেন এবং তারপরে তোমাদের দ্বারা করান তাই আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদেরও পূজা হয়। বাবার সঙ্গে সর্বপ্রথম তোমাদের মহিমা হওয়া উচিত। কেউ তো জানে না । না জানে রুদ্রকে, না জানে শালিগ্রামকে, যারা রাজ্য প্রাপ্ত করেছে। এখন তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করছ। মুখ্য জনের পূজা হয়, তাঁরা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাঁদের বংশাবলী গায়ন আছে। তাঁরাও এই রাজত্ব কারো সাহায্যে প্রাপ্ত করেছেন তাইনা। বাচ্চারা, তোমাদের সাহায্যে এই রাজধানী স্থাপন হয়। খুব মিষ্টি এই কথা। নাটসেলে কথা বাবা বোঝাচ্ছেন যাতে ধারণা করতে পারো। ধারণ করার মুখ্য কথা হল - আমি পিতা আমায় স্মরণ করো।

তোমাদের আত্মায় বৃক্ষ বা ঝাড় এবং চক্রের নলেজ আছে। নন্দরওয়ান সর্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় শিববাবা হলেন আত্মাদের পিতা, যিনি বসে তোমাদের এমন যোগ্য করে তুলছেন। আত্মারা তোমাদের পূজা হয়। আমরা পূজ্য এবং পূজারী কিভাবে হই সেসব তোমরা এখন বুঝেছ। ভারতবাসী পূজ্য ও পূজারী হয়। এখন সবাই হল পূজারী তারপরে পূজ্য রূপে পরিণত হবে। সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে কোনো পূজারী ভক্ত হবেনা। তাঁদের ভগবতী ভগবান অবশ্যই ভগবান-ই বানিয়েছেন । এখন ভগবান কি নিরাকার নাকি সাকার ? সাকারে উঁচু থেকে উঁচু হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাঁদের এমন তৈরি করেছেন নিরাকার, তাইজনে নিরাকারের পূজা হয়। এই সব কথা বাচ্চারা তোমাদের বোঝান হয়। সর্বপ্রথম বাবার উপরে নিশ্চয় রাখতে হবে। যথাযথভাবে আমরা আত্মা, তিনি হলেন আমাদের পিতা । কেউ যদি বলে - হে ভগবান, হে পরম পিতা তখন বলো কে স্মরণ করছে এবং কাকে ? একদম মুখ্য কথায় প্রশ্ন করা উচিত। তোমাদের কয়জন পিতা ? তোমরা কাকে স্মরণ করো ? ভগবান কাকে বলো ? তারা বলবে গড ফাদার। তাহলে নিশ্চয়ই দুই জন পিতা আছেন। আত্মা স্মরণ করে গড ফাদারকে। তোমাদের আত্মাও আছে এবং শরীরও আছে। শরীরের তো লৌকিক পিতা আছেন। আত্মার পিতা কে ? যাঁকে বলা হয় পরম পিতা পরমাত্মা। এই কথা কে বলছে, কাকে উদ্দেশ্য করে বলছে ? সেই বেহদের পিতার পরিচয় দিতে হবে। ওঁনার কাছেই বর্সা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা বাবাও ওঁনাকেই স্মরণ করেন। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামও রাখা হয়েছে। কেউ গড বলে, কেউ পরমাত্মা,

কেউ খুদা বলে। সব ধর্মের লোকেরা স্মরণ কিন্তু একজনকেই করে। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। বর্ষা পিতার কাছেই প্রাপ্ত হয়। তোমরা আত্মারা ওঁনাকেই স্মরণ কর। দুইজন পিতার পরিচয় দিতে হবে - হদের পিতা (দেহের পিতা) এবং বেহদের পিতা (আত্মার পিতা) । ভক্তি মার্গে ভক্তগণ ভগবানকে স্মরণ করে তাই ভগবান বলেন - আমি আসি, এসে তোমাদের শান্তি-সুখ প্রদান করি। তারপরে আর কখনও আমায় স্মরণ করার প্রয়োজন থাকবেনা। অতএব ভারতবাসীরাই পূজ্য-পূজারী, পাবন-পতিত হয়। বাকি মধ্যখানে অন্য ধর্মের স্থাপনা হয়। তারপরে বৃদ্ধি হতে হতে শেষ সময়ে তাঁরাও সব তমোপ্রধান হয়ে যায়। শেষের দিকে সম্পূর্ণ ঝাড় প্রত্যক্ষ হয়। সেখানে খালি হবে তবে তো সবাই আবার ফিরে যাবে। সুতরাং এখন হল পতিত দুনিয়া। গায়নও আছে পতিত-পাবন অর্থাৎ নিশ্চয়ই পতিত হয়েছে তাইনা। ভারত পবিত্র ছিল এখন পতিত হয়েছে। শিববাবা অবশ্যই আসেন কিন্তু কবে আসেন , কিভাবে আসেন ... সেসব বিস্মৃত হয়েছে। কৃষ্ণ বলেননা যে আমি শরীর ধারণ করে তোমাদের বোঝাই। এইসব তো নিরাকার বাবা বলেন আমি এনার দ্বারা তোমাদের বোঝাই, অর্থাৎ সে তো পৃথক হল কিনা। কৃষ্ণকে তুমি নিজেই গীতার ভগবান মনে কর। ভগবান বলেন আমি সাধারণ বানপ্রস্থ অবস্থা প্রাপ্ত দেহে প্রবেশ করি। বাবা বলেন - আমি তোমাদের জন্মের কাহিনী জানি। শিববাবা এনার ভিতরে প্রবেশ করেন। কৃষ্ণকে ভগবান, পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর বলা হয়না। যদিও গীতা ওনার হাতে আছে তবুও বলা হয় পতিত-পাবন সব সীতাদের রাম বলা হয়, রাধে কৃষ্ণ বলা হয়না।

রাম অর্থাৎ পরম পিতা পরমাত্মা। ত্রেতার রামকে যদি বলা হয় তবে তো ওনার চেয়ে উঁচুতে আছেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাহলে ওনাদের নাম নেওয়া হয়না কেন ? কিন্তু তা নয়। এইখানে কথা হচ্ছে পরমাত্মার। হেভেনলি গড ফাদার নিরাকারকে বলা হবে। লিব্রের, গাইড বাবাকেই বলা হয়। ক্রাইস্ট সকলের উদ্ধার করেন না। কারো নাম নেওয়া যাবেনা। বাবা এসে দুঃখ থেকে লিব্রের করেন। তিনিই গাইড রূপে বলেন আমি তোমাদের পথ বলি। বাবা এসে তোমাদের আপন করেছেন। এই হল তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম। তোমরা শিববাবার কাছে শক্তি প্রাপ্ত কর। তোমাদের হল সাইলেন্স শক্তি, তাদের হল সাইন্স স্ক্রি। তারা বুদ্ধি দ্বারা কাজ করে, তাদের সাইন্স অহংকারী বলা হয়, যার দ্বারা বিনাশ করে। সুখ সাইন্স দেয় তো বিনাশও সাইন্স করে। তোমাদের কাছে সেখানে এরোল্পেন ইত্যাদি সবই থাকবে। দক্ষতা তো থাকেই তাইনা। এইসব জিনিস তোমাদের কাজে আসবে। বিদেশে এমন বাতি তৈরি হয় যে শুধুমাত্র আলো দেখা যাবে, বাতি নয়। সত্যযুগেও এমন ভাবেই আলো থাকে। যা বৈভব ধন সম্পদ এখন এখানে আছে সেসব তোমাদের ওখানেও থাকে। তোমরা সাক্ষাৎকার করেছ। সেখানে তো একসিডেন্ট ইত্যাদির কোনো কথা নেই। দুঃখের কোনো কথা নেই। বাবা এসে তোমাদের সুখ ও শান্তির মনোচ্ছাসনা পূর্ণ করেন।

মানুষ শান্তির জন্য বিব্রান্ত হয়, তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত তোমাদের অশান্ত কে করেছে ? এইসব তোমরা জানো। এই ৫- টি বিকার অশান্ত করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনা, তারা ভুলে গেছে। আত্মা হল শান্ত স্বরূপ। হে আত্মা, তোমরা এসেছ শান্তির দেশ থেকে তারপরে এই দেহ বা অর্গান ধারণ করেছ। এখন তোমরা এই দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাও, ডিটাচড হয়ে যাও। এইজন্যে কোনো প্রাণায়াম ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই। গুহায় কতক্ষণ বসবে। আত্মা বলে আমি এই দেহ থেকে ডিটাচড হই কারণ আমি খুব ক্লান্ত। এখন এই শরীরের কথা ভুলে যাই। এখন বাবা বলেন তোমরা নিজের স্ব ধর্ম এবং স্ব দেশকে স্মরণ করো। তোমরা আসলে সেখানকার বাসিন্দা। নিজের ঘরকে

স্মরণ করো। কর্ম তো করতেই হবে। কর্ম বিহীন হয়ে থাকা যাবে না। তারা ভাবে আমরা নিজের হাতে ভোজন তৈরি করিনা তাই কর্ম সন্ন্যাস নাম দিয়েছে। কিন্তু কর্ম সন্ন্যাস তো হতেই পারেনা। তাদের ধর্মই এইরকম। গৃহস্থের কাছে ভোজন গ্রহণ করে ফলে গৃহস্থে জন্ম নিয়ে নিবৃতি মার্গে যায় কারণ ভারতকে পবিত্র করতে হবে। ভারতে পবিত্রতা ছিল। সবাই পবিত্র ছিল। এখন সব পতিত হয়েছে। বাবা বসে এই রহস্য বোঝাচ্ছেন। তারপরে বলেন - বাচ্চারা, আর কিছু কোরোনা, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা আমার কাছে আসবে। ড্রামা পুরো হবে। সত্য, রজা, তমো স্থিতি পার করে এখন সবাইকে ফিরতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার : -

১) নিজেকে এই শরীরে ক্রয় যুগলের মধ্যখানে স্থিত উজ্জ্বল মণি ভাবে হবে। স্ব দর্শন চক্রধারী হতে হবে।

২) নিজের স্ব ধর্ম ও স্ব দেশ স্মরণ করে শান্তির অনুভব করতে হবে। বুদ্ধি কে চঞ্চল করবেনা। এই শরীর থেকে ডিটাচ থাকার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান : - প্রতিদিন সর্বদা স্ব উৎসাহে থেকে সর্বকে উৎসাহ প্রদানকারী রুহানী সেবাধারী ভব

ব্যাখ্যা: বাপদাদা সকল রুহানী সেবাধারী বাচ্চাদের স্নেহের এই উপহার দেন যে "বাচ্চারা প্রতিদিন স্ব উৎসাহে থাকো এবং সর্বকে উৎসাহ দেওয়ার উৎসব পালন করো" ফলে সংস্কার মেলাবার, সংস্কার মেটাবার পরিশ্রম থেকে মুক্ত হবে। সর্বদা এই উৎসব পালন করলে সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে। তখন আর সময়ও দিতে হবেনা, শক্তির প্রয়োগও করতে হবেনা। খুশীতে নাচবে, উড়বে এমন ফরিস্তা হয়ে যাবে।

স্লোগান - যে ড্রামার রহস্যকে বুঝে নাথিং নিউ -এর পাঠ পাক্সা করে সে-ই হল বেকির বাদশাহ (চিন্তামুক্ত সম্রাট) ।

০৮-০৮-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুরানো এই দুনিয়া এবার মাটিতে মিশে ধূলা-ভুলে পরিণত হবে। অতএব এই ধূলা-ভুলের দুনিয়ায় নিজেদের বুদ্ধির-যোগ যেন আটকে না যায়"

প্রশ্ন : - মানুষের কি এমন চাহিদা যা একমাত্র এই বাবা পূরণ করতে পারেন ?

উত্তর : - মানুষ তো শান্তি-ই চায়। কিন্তু তাদের কে এমন অশান্ত বানায়-সেটাই জানে না তারা। একমাত্র বি.কে.-রাই তাদেরকে বোঝাতে পারবে, কিভাবে ৫-বিকার তাদেরকে এমন অশান্ত করে রাখে। ভারতে শান্তি তখনই ছিলো, যখন ভারত ছিলো পবিত্র। এখন আবার বাবার সাহায্যে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের স্থাপনা চলছে-যেখানে সুখ-শান্তি সবকিছুই থাকবে। একমাত্র এই বাবা ছাড়া অন্য আর কেউই মুক্তি-জীবনমুক্তির দিশা দেখাতেই পারে না।



গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে
অন্য কোনও সুখের দুনিয়ায়
মোদের নিয়ে চলো বাবা

ওঁম্ শান্তি! কাদের সংসঙ্গ এটা ? লোকেরা যখন সংসঙ্গে যায়, সেখানে কোনও না কোনও সাধু-সন্ত, মহাত্মা ইত্যাদিরা নিজের আসনে বসে শাস্ত্র ইত্যাদি শোনাতে থাকে। যদিও সেখানে কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এসব কিছুই থাকে না। সংসঙ্গ থেকে যে তাদের কি যে প্রাপ্তি হয়- সেটাই জানা নাই কারও। সেখানে আবার এমনও নয় যে, কেবলমাত্র গুরুদের শিষ্যরাই আসে, যে কেউ সেখানে গিয়ে বসতে পারে- তা সে শিষ্যই হোক বা অন্য যে কেউ হোক, এমন কি যে কোনও ধর্মেরই হোক। যেই তারা শোনে, অমুক মহাত্মা এসেছেন, দৌড়ে চলে যায় সেখানে। একেই বলে সংসঙ্গ। সেইসব মহাত্মারা কোনও না কোনও বেদ বা শাস্ত্রের কথা শোনায়। কিন্তু বাস্তবে সত্য-পরমাত্মা তো কেবল একজনই। বাকীরা সবাই জীবাত্মা অর্থাৎ মনুষ্য। একমাত্র সত্য-পরমাত্মাই সত্য কথা শুনিয়ে সাধারণ মনুষ্য অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ বানান। যেই সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা শোনানো হয় পূর্ণিমা তিথিতে। এখন তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো প্রকৃত পূর্ণিমা হলো -বর্তমান জগতের এই-তমসাম্বল্ল রাত থেকে আত্মাদের আলোর দিশায় নিয়ে আসা। আর তা হতে গেলে তোমাদের হতে হয় ১৬-কলা সম্পূর্ণ। জ্ঞান-সূর্যের কখনই গ্রহণ লাগতে পারে না। গ্রহণ তো লাগে জাগতিক সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদিদের। যারা স্থূল রূপে পৃথিবীকে আলো দেয়। আর জ্ঞান-সূর্য সবাইকে জ্ঞানের আলোর দিশা দেখায়। তারই মহিমাতে গীত-ও গাওয়া হয় - "জ্ঞান-সূর্য প্রকট হলো, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হলো"! তোমরা সবাই সেই জ্ঞান-সূর্যেরই সন্তান যারা বসে আছে এখানে। বাইরের কারও প্রবেশ নিষেধ এখানে। যেহেতু তারা এর অর্থই বুঝতে পারবে না। তাই বাবা বলছেন - "বাচ্চারা, আমি আসি তোমাদের সামনে। এসে তোমাদেরকে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মায় গড়ে তুলি। মন্দিরের আসনে বসাবার উপযুক্ত করে তুলি। তোমাদের আগামী ঐ দুনিয়া যে পবিত্র শিবালয়। শিববাবা যে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন, তাতে থাকে কারা ? -- অবশ্যই দেবী-দেবতারা। যাদের চিত্রাদি মন্দিরগুলিতে রাখা আছে। তোমরা তো জানো, ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে এই ভারতেই

সেইসব দেবী-দেবতারা সেই স্বর্গ-রাজ্যে রাজত্ব করতেন। কিন্তু, কখন তারা রাজত্ব করেছিলেন, কিভাবে সেই রাজ্য-ভাগ্য লাভ করেছিলেন, দুনিয়াদারীর লোকেরা তার কিছুই জানে না। অথচ বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু তা জানো। সেটা হবে নতুন দুনিয়া, আর এটা হচ্ছে ঝড়ঝড়ে পুরোনো দুনিয়া।

একমাত্র ভারতবাসীরা বলে থাকে ভারত আবার হবে নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য। আত্মাদের মন-বুদ্ধিতেও কিন্তু তা আছে- এখানেই সেই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। কিন্তু অজ্ঞানী হতভাগ্যরা এটাই সঠিক ভাবে জানে না যে, সেই অলমাইটি অথরিটির রাজ্য কখন আর কে তা স্থাপন করেছিলেন ? কোনও না কোনও সময়কালে তা ছিল অবশ্যই। তারা এটাও কিন্তু জানে- এই ভারতই একদা সোনার পাখীর যুগ ছিল। বাচ্চারা, এখন তোমরা কার সামনে বসে আছো ? কোন্ মহাত্মা এসেছেন তোমাদের কাছে ? শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এমন বলতে পারে না-"ভগবান উবাচঃ, আমিই তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি।" বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। তোমরা বুঝতে পেরেছো, এই পুরোনো ঝড়ঝড়ে দুনিয়ার যাবতীয় যা কিছু, তা সবই ধূলা-ভুলে পরিণত হয়ে মাটিতেই মিশে যাবে। শান্তির আকাঙ্ক্ষা তো আছে মানুষের, কিন্তু কে করতে পারে সেই শান্তি স্থাপন ? বাচ্চারা, প্রথমেই তাদের কাছে জানতে চাইবে, কার কারণে তোমরা আজ এত অশান্ত ? তারা যদি তার সঠিক উত্তর দিতে না পারে, তখন তাদের বোঝাও, এই বিকারের কারণে আজ তোমরা এত অশান্ত। ভারতে একদা খুবই শান্তি ছিল, যখন এই ভারতে ছিল পবিত্রতা। 'পবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গ'-র মানুষেরা ছিল খুবই সুখী। কিন্তু, এখন তারা অপবিত্র, আর যেহেতু তারা 'পতিত-প্রবৃত্তি মার্গ'-এর অনুসারী। যথেষ্ট প্রমাণও আছে তার - যখন মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের মহিমা-কীর্তন করে, তখন নিজেরাই নিজেরদেরকেই নীচ-পাশী বলে, এমনও বলে - আমরা এখন গুণহীন, কোনও গুণই আর নেই মোদের। লোকেরা নিজেরাই তা গায়, অথচ প্রকৃত জ্ঞানের বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই নেই। আত্মাদের বাবা পরমাত্মা স্বয়ং আসেন, তার বাচ্চাদের প্রতি বাবার কর্ম-কর্তব্য করতে। এখানে কোনও সাধু-সন্ন্যাসী বা এমন কেউ এসে বসেন না। যেহেতু ইনিও (ব্রহ্মা) দেহধারী, তাই তোমাদের নজর কিন্তু থাকবে উর্দ্ধপানে। তোমরা যা কিছুই শোনো, তা কিন্তু স্বয়ং শিববাবার থেকেই (ব্রহ্মার মাধ্যমে)। তাই দৃষ্টি যেন না যায় কেনও দেহধারীর প্রতি।

কৃষ্ণও (তোমাদের মতন) এক দেহধারী বাচ্চা। তাকেও মাতার গর্ভে জন্ম নিতে হয়। প্রত্যেক আত্মারই নিজ নিজ দেহ থাকে। একমাত্র শিববাবারই নিজস্ব কোনও দেহ নেই। যার যা নাম করা হয়, তা তো দেহের উপরেই। আত্মার উপরে কিন্তু কোনও নাম হয় না। আত্মার বেলায় বলা হয়, মহান-আত্মা, পাপ-আত্মা! কিন্তু এমনটা কখনই বলা হয় না পাপ-পরমাত্মা। অতএব কেউ নিজেকে পরমাত্মা বলতেই পারে না। পরমপিতা পরমাত্মা তো কেবল একজনই। যিনি পরম পিতা, পরমধাম নিবাসী। তাকেই তোমরা পরমাত্মা বলো। পরম এই কারণে - উনি হলেন নিরাকার। সবকিছু মিলিয়ে ওনাকে বলা হয় - পরমাত্মা। আত্মারা সবাই তাঁকেই স্মরণ করে আর বলে নয়নহীনকে দিশা দেখাও প্রভু - একথা বলতে বলতে বুদ্ধির যোগ কিন্তু উপরের পরমপিতার দিকে চলে যায়। যাবতীয় রহস্য জানাতে পারেন একমাত্র উনি, যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। নির্বাণধামকেই মুক্তিধাম বলা হয়। (কল্প) শুরুর প্রথম দিকে যে সব আত্মারা আসে, তারাই সর্বাগ্রে জীবনমুক্তিতে যায়। তারপরে যায় জীবনমুক্তি থেকে জীবনবন্ধে। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, সত্যযুগ মানে যেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সত্যযুগ অর্থাৎ একটি অখণ্ড রাজ্য। যাকে আবার অদ্বৈত রাজ্যও

বলা হয়। এরপর (দ্বাপরে) আসে দ্বৈত-রাজ্য। অর্থাৎ আসুরী রাজ্য। শুরুতে যা ছিল কেবলমাত্র একটি ধর্ম, তখন তা হয়ে যায় অনেক ধর্মের। বাম্ভারা, তোমরা এই সৃষ্টি-চক্রের পাঠকে খুব সুন্দর রীতিতে গ্রহন করে নিজেদের পুরুষার্থ অনুসারে নিজেদের ক্রমিক বানাও। অন্য কোথাও এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাপারটাই যে নেই।

বাম্ভারা, তোমরা তো জানো, এই কল্প-বৃক্ষের পরমাত্মা স্বয়ং একেবারে শীর্ষে অবস্থান করেন। কল্পের শুরুতে রচনা হয় সত্যযুগের। সত্যযুগের পরে আসে ত্রেতা। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ সৃষ্টিজগতই পুরোনো ও তমোপ্রধানের দিকে যেতে থাকে। বর্তমানে তোমরা অতি পুরোনো অতি তমোপ্রধান দুনিয়াতে রয়েছো। কোনও হিসাবেই এই দুনিয়াকে এখন নতুন বলা চলে না। নতুন সৃষ্টির যুগ তো সত্যযুগ আর কলিযুগকে বলা হয় পুরোনো সৃষ্টি। যদিও তা পুরোনো হতে সময়ও লাগে অনেক। শুরুতে যা নতুন ছিল, তা এখন পুরোনো হয়েছে। আজকাল ভারতবাসীরা কিন্তু চায় যে, এমন একটা নতুন দুনিয়া হবে, যাকে বলা যাবে নতুন ভারত। আর তা হবে 'ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি'-র রাজ্য। (অর্থাৎ বিশ্বের সর্বশক্তিমান ক্ষমতার অধিকারী রাজ্য)। দেবী-দেবতার যা রাজ্য স্থাপন করেন তা হয় 'ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি' রাজ্য। সমগ্র দুনিয়াতে তখন আর অন্য কোনও রাজ্য থাকে না। কোনও মনুষ্যই এমন 'অলমাইটি অথরিটি' অর্থাৎ সর্বশক্তিমান জ্ঞানের সাগর হতে পারে না। অর্থাৎ মনুষ্য পারে না জ্ঞানের সাগর হতে, সুখের সাগর হতে, ... এই মহিমা কেবলমাত্র এক ও একমাত্র পরমাত্মারই। তোমরা যে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো - তা একমাত্র ওনার থেকই। সেই বাবা স্বয়ং এখন বলছেন- কল্প-কল্প ধরে প্রতি কল্পেই উনি এসে এই ভারত-ভূমিতেই সেই স্বর্গ-রাজ্য গড়ে তোলেন। অর্দ্ধ-কল্প বাদে মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে, তোমরা সেই রাজ্য-ভাগ্য পদ খুইয়ে ফেলো। যা কেবল মানসিক হারই নয়, তোমাদের মন তখন যেন একেবারে ঘোড়ার মতন হয়ে যায়। ফলে মায়া সেই মনকেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাই তো মায়াও বলে- বাহ, আমার সেনাবাহিনীর কেউ অন্যের দলে যাবে কেমন করে ? খুব ভাল-ভাল রখী-মহারখীদেরও সে নিজের অধীনে করে নেয়। অথচ তোমাদের প্রকৃত যুদ্ধ তো মায়ার সাথেই। যদিও এই যুদ্ধে কোনও স্থূল অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যাপার নেই। এই যুদ্ধ কেবল মায়ার উপর জিত হাসিল করার। জাগতিক যুদ্ধ-বিগ্রহ তো চলতেই থাকে। পূর্বে যা ছিল তলোয়ার, পরে এলো বন্দুক, এখন তো কত প্রকারের বোম, অ্যাটম-বোম ইত্যাদি কত কিছু।

বাম্ভারা, এখন তো তোমাদের বুদ্ধিতে এই ধারণা হয়েছে, একদা তোমরাই সেই দেবী-দেবতা ছিলে। অন্য কোনও সংসঙ্গে এমনটা মেটেই বলতে পারবে না যে, তারাই একদা দেবী-দেবতা ছিল, এবং ৮৪-জন্মের চক্রও পুরো করছে তারা। তারা এমনও মনে করে না যে, বর্তমানে তারা অপবিত্র পতিত হয়ে আছে, সুতরাং আবার পবিত্র হতে হবে। বাম্ভারা, তোমরাও ওদের মতনই নয়নহীন ছিলে, যা কোনও স্থূল চোখের বিষয় নয়, এ হলো জ্ঞানের দিব্য-চক্ষুর কথা। আত্মা তার প্রকৃত পিতাকেই ভুলে গেছে এখন। জাগতিক সন্ন্যাসীরা অনেকেই আবার আত্মাকেই পরমাত্মা বলে। তাই বাবা এসে নিজের বাম্ভাদের তৃতীয় নয়নের উন্মোচন করান। কিন্তু লোকেরা দেবতাদের চিত্র ও মূর্তিতে তৃতীয় নয়নের ব্যবহার করে। যেমন ভাবে অযথা বিষ্ণুর হাতে নানা অলংকার দেখিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবেই দেবতাদেরও তৃতীয় নয়ন দেখায় তারা। কিন্তু সেই তৃতীয় নয়নের উন্মোচনই তো হয় না। সত্যযুগে যদি এসব কিছুর জ্ঞান থাকতো, তবে কি আর এভাবে পতন হতো, আর না তো সেই খুশীর রাজ্য-সৌভাগ্য খুইয়ে এমন নরক-বাসী হতে হতো ? এই জ্ঞানের প্রাপ্তি কেবল এই

সময়কালেই হয়। একমাত্র তোমরা মিষ্টি-মিষ্টি অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা একথা জানো। ৫-হাজার বর্ষ বাদে আবার তোমরা মিলিত হয়েছো তোমাদের প্রকৃত বাবার সাথে। পূর্ব-কল্পের মতন আবার নিজেদের রাজ্য-সৌভাগ্য নেবার জন্য। এরপর আবারও ৫-হাজার বর্ষ বাদে এভাবেই আসতে হবে। যেহেতু তোমরাই যে সেই 'অল-রাউণ্ডার' এ্যাক্টর। তোমরাই দেবতা হও, তোমরাই আবার ক্ষত্রিয় হও, সেই তোমরাই এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছো। এই বিশেষ জ্ঞান আর কারও নেই।

গীতা পাঠশালা অর্থাৎ ভগবানের পাঠশালা। এখানে যা কিছু বলা হয় তা 'ভগবান উবাচঃ'। কিন্তু অঙ্গানী লোকেরা সেখানে কৃষ্ণের নাম বসিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ- একথা তো আর হতে পারে না। কৃষ্ণ তো শিশু। তার চরিত্রেও কত কলঙ্ক লাগানো হয়েছে। এমনও বলা হয়েছে, কৃষ্ণের কত অনেক বাচ্চা ছিল, কত-শত রানীকে হরণ করেছে। কিন্তু এখানে তো তোমরা নিজেরাই দৌড়ে-দৌড়ে আসো, কেউ তো তোমাদের জোর করে নিয়ে আসে না। গভার্নমেন্টের রাজ্যে যদি কেউ কারওকে জোর করে নিয়ে আসে, তার বিরুদ্ধে তখন মোকদ্দমা চলে। এটাই এখানকার বিস্ময়, এখানে কত অনেক বাচ্চা আসে, তাদের যোগ-ভাঙী-ও হয় এখানে। বৃদ্ধ, যুবক, বাচ্চা অর্থাৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব রকমেরই তারা নিজেরাই দৌড়ে-দৌড়ে আসে এখানে। কেউ কেউ পুরো পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সমেত আসে এখানে। সেখানে কৃষ্ণের সাথে এই ব্যাপারকে মিলিয়ে সবকিছু উল্টো-পাল্টা করে দিয়েছে অঙ্গানীরা। খবরের কাগজগুলিতেও এসব নিয়ে ধূমধাম পড়ে গেছিল। এমন কি আমেরিকার খবরের কাগজেও ছাপা হয়েছিল যে, কলকাতার এক জহরী ঘোষণা করেছে, তার ১৬১০৮ রানী চাই, বর্তমানে এমন ৪০০ রানীর জোগাড় হয়েছে। এমনই বিচিত্র খেলা এটা। 'নাথিং নিউ'-নতুন কিছু নয় (আশ্চর্যের কিছু নয়)। কল্প-বাদে আবারও এমন ঘটবে। তোমাদের যোগ-ভাঙীও এভাবেই হবে তখনও। তোমরা নিজেরাই তা দেখতে পাচ্ছে, কিভাবে এই স্থাপনা কার্য এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে কিভাবে তোমরা সাধারণ মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছে। 'জীবনমুক্তি'-দাতাকে নিজের করে নিতে পারলে, সেকেন্ডেই তুমি ওনার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হয়ে যাও। জনক রাজারও সেকেন্ডেই সাক্ষ্যাংকার হয়েছিল। তাই তো লোকেরাও বলে, জনক রাজার মতন আমাকেও মুহূর্তেই সেই জ্ঞান দাও। কিন্তু জনক রাজা তার রাজত্ব পেয়েছিল ত্রেতায়ুগে এসে।

বাচ্চাদেরকে সর্বপ্রথমেই বাবা বোঝান- বাচ্চারা, সর্বাগ্রে এই নিশ্চয়তাই আনতে হবে মন-বুদ্ধিতে, তোমাদের সামনে কে বসে আছেন ? যেমন শিব-মন্দিরের সামনে ষাঁড়ের মূর্তি রাখা হয়। লোকেরা সেই ষাঁড়ের উপর চড়ে বসে, নিরাকার শিব তো আর ষাঁড়ের পিঠে চড়বে না! তাই দেখানো হয়, শংকর বসে আছে ষাঁড়ের পিঠে। অথচ, এসবের মর্মার্থ কিছুই বোঝে না লোকেরা। আবার গীতের মাধ্যমে তারা এও বলে, "নয়ন হীনকে দিশা দেখাও প্রভু, আমরা যে এখন বুদ্ধিহীন-দৃষ্টিহীন।" এখন তো প্রজার দ্বারা প্রজা শাসিত রাজ্য। পূর্বে যা ছিল রাজার দ্বারা শাসিত। কেউ ভীষণ কোনও বিকর্ম করলে, রাজা তার বিচার করতেন। এখন প্রজারাই প্রজাদের বিচার করে। প্রজারা নিজেরাই একে অপরের বিচারক। সত্যি, কি আশ্চর্যের নিয়ম এটা। এমনই আশ্চর্যের অসীম-বেহদের এই নাটক। যা কেবল তোমরাই তা বুঝতে পারো, অন্যেরা কেউ এসবের কিছুই বলতে পারবে না। টিক্-টিক্ করে উঁকুনের গতিতে এই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট ক্রমান্বয়ে ঘুরেই চলেছে। এই ভাবেই দুনিয়ার চক্র ঘুরতে ঘুরতেই আবার পূর্ব-স্থানে ফিরে আসে। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের লোকেরা এই বিশ্ব-নাটকের হিন্দী-জিওগ্রাফী কিছুই জানে না। তাই তো তারা এমন অবুঝের মতন বলে থাকে, গাছের

পাতাও নড়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। যদিও এটা সম্পূর্ণ ড্রামার ব্যাপার। যদি একটা মাছিও তোমার সামনে দিয়ে উড়ে যায়, সেটারও পুনরাবৃত্তি হবে আবার ৫-হাজার বর্ষ বাদে। এই অবিনাশী ড্রামাকে বুঝতে হবে সঠিক ভাবে। যারা প্রকৃত মানুষ হবে কেবল তারাই তা বুঝতে পারবে। কত সহজ-সরল-সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন বাচ্চাদের। এক ও একমাত্র এই বাবা-ই 'অলমাইটি' অথরিটি। বাবা জানাচ্ছেন, তিনিও এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছেন। তাই স্বয়ং ওনাকেই আসতে হয়, পতিতদেরকে পবিত্র বানাবার জন্য। বাচ্চারা, এখন বাবার সাথে যোগের দ্বারা তোমরা যে শক্তি অর্জন করছো, তা মায়াকে হারিয়ে বিজয় পাবার জন্য। মায়া তোমাদের এমনই শত্রু যে, তোমাদেরকে একেবারে কাঙাল বানিয়ে দিয়েছে। ফলে, এখন তোমাদের না আছে স্বাস্থ্য, না আছে কোনও সম্পদ। কিন্তু এখন তোমরা বুঝতে পারছো, ধীরে ধীরে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। সেখানে তোমাদের স্বাস্থ্য, সম্পদ, খুশী ইত্যাদি সবকিছুই থাকবে।

বাচ্চারা, তোমরাই তো পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলতে থাকো- বাবা এসে দিশা দেখাও, ক্ষমা করো প্রভু, এসে আমাদেরকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দাও। তোমাদের আত্মা-ই তো এসব বলে - ও বাবা, তুমি এসে আমাদের এই দুঃখ মোচন করে স্বর্গ-রাজ্যের মতন সুখী বানিয়ে দাও। তাই তো এই বাবাকে বলা হয়, 'দুঃখ হরণকারী' - 'সুখ প্রদানকারী'! একবার সুখী বানিয়ে দিলে এরপরে স্বর্গ-রাজ্যে ওনাকে আর স্মরণ করার প্রয়োজনই নেই। উনি যে বাবা, তাই সকল বাচ্চাদেরকেই উনি সুখী বানান। সমাজে পূর্বে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, ৬০ বছর বয়সে রাজ্য-ভাগ্য যা কিছু তা বাচ্চাদের সমর্পণ করে স্বয়ং বাণপ্রস্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। এই উদাহরণ দিয়ে অসীম-বেহদের বাবা বলছেন- "বাচ্চারা, আমি বিলক্ষণ জানি, রাবণ-মায়া তোমাদের খুব দুঃখী করে রেখেছে, তাই এখন আমি এসেছি তোমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য। নির্বাণধাম যাওয়া আর বানপ্রস্থে যাওয়া একই ব্যাপার। বানপ্রস্থ অর্থাৎ নির্বাক শব্দহীন স্থান, সুইট সাইলেন্স হোম। সেখান থেকে তোমরা যাবে তোমাদের নিজেদের প্রিয় রাজধানীতে। বর্তমানে তোমরা আছো দুঃখধামে। বাচ্চারা, তোমরাই বলো - বাবা আমরা নিজেরা যেমন স্বদর্শন চক্রধারী হচ্ছি, অন্যদেরকেও তেমনি হতে সহযোগ করছি। (বাবা জানান) - এর সম্পূর্ণতা আসে একেবারে অন্তিম পর্যায়ে। কিন্তু (অস্ত্রানী) লোকেরা বলে- স্বদর্শন চক্রধারী কেবল বিষ্ণু ও কৃষ্ণ। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? একথা কেবল তোমরাই বুঝতে পারবে। যারা স্বদর্শন চক্রধারী হয়, সেই নেশার ঘোর থাকে যে - এখন শিববাবা স্বয়ং আমাদের স্বদর্শন-চক্রধারী বানাচ্ছেন। অন্তিমে আমরাই সম্পূর্ণ হবো। আর এই স্বদর্শন চক্রকেই দেবতাদের অলংকার হিসাবে দেখানো হয় যেহেতু তোমরা এখনও সম্পূর্ণ (দেবতা) হয়ে উঠতে পারোনি, তাই। যেহেতু এখন সেই অলংকার তোমাদের হাতে শোভা পাবে না। দেবতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ, তাই তাদের হাতে তা দেখানো হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ও ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অসীম-বেহদের ড্রামার রহস্যকে বুদ্ধিতে রেখে 'নাথিং নিউ'-র পাঠকে পাক্ষা করতে হবে। নির্বাক দুনিয়ায় অবস্থান বাণপ্রস্থ অবস্থায় পৌঁছতে হবে।

২) মায়ার মতন (শক্তিশালী) শত্রুকে জয় করার জন্য সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। গুণান নেত্রহীন আল্লাদের গুণান-নেত্রের উন্মোচন ঘটাতে হবে।

বরদান :- সহন-শক্তির কবচ ধারণ করে, সম্পূর্ণ স্টেজের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়া বিঘ্ন-জিত ভবঃ

ব্যখ্যা :- নিজের সম্পূর্ণ স্টেজের দিকে এগোতে থাকা অর্থাৎ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করার লক্ষ্যে উদাসীনতার রং-ঢংকে ঝেড়ে ফেলে সহনশক্তিতে শক্তিশালী হও। এই সহনশক্তিই সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন রক্ষাকারী কবচ। এই কবচ ধারণ করতে না পারলে সে দুর্বলই থেকে যায়। ফলে, বাবার কথাই বাবাকে শোনায়। কখনও তারা খুব উৎসাহ উদ্দীপনায় আবার কখনও বা খুব হতাশায়। এখন এই ওঠা-নামার সিঁড়িকে ত্যাগ করে যদি সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকতে পারো, তবেই সম্পূর্ণ স্টেজের সমীপে পৌঁছে যাবে।

স্লোগান : - স্মরণ আর সেবার শক্তিতে অনেক বেশী আল্লাকে অনুকম্পা করাই দয়ালু হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন এই কলিযুগী দুনিয়ার মজলিসে, এ হলো খুব বড় মজলিস, এই মজলিসে তোমরা পতঙ্গরা (পরওয়ানা) নিজেকে বহির (শ্যামা) কাছে সমর্পিত (বলিহার) হয়ে পবিত্র হও"

প্রশ্ন : - বাচ্চাদের পুরুষার্থ এখনো যদি পিঁপড়ে তুল্য হয়, তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর : - কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে এখনো ক্রোধের অভ্যাস আছে, বাবার প্রতি রাগ করে তারা এই পড়া ছেড়ে দেয়, ফলে মায়া নাক - কান পাকড়ে নেয়, তাই পুরুষার্থে এগোতে পারে না। তারা পিঁপড়ে তুল্য মাগেই থেকে যায়। বাচ্চাদের মুরলীধর হওয়ার নেশা থাকা চাই। নিজে শুনে অন্যদের শোনাতে হবে। রেজাল্ট দেখাতে হবে। যে বাচ্চারা মুরলী মিস করে, যাদের পড়ার কোনো কদর থাকে না, তারা ভাগ্যবান হতে পারে না।

গীত : - মজলিসে জ্বলে ঝাড়বাতির শিখা, পতঙ্গের পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা...

ওম শান্তি। পরমপিতা পরমাত্মাকে বহিও বলা হয়। অনেক নাম দেওয়ার কারণে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে। আত্মাও হলো জ্যোতি স্বরূপ। এখন তোমরা আগ্রহ জ্যোতি হচ্ছে। তোমাদের কাছে বহি এখন এসেছেন। এই মজলিস তো অনেক বড়। কেউ তো এসে বাবার হয়ে যায়। বাবার হয়ে বেঁচে থেকেই বাবার প্রতি মগ্ন হয়ে যায়। দেহ - অভিমান ছাড়লেই আমার মৃত্যু হয়েছে এবং সেই কারণে দুনিয়াও মৃত আমার কাছে। তুমি কে? আত্মা। আত্মা এই শরীরকে ছেড়ে দেয়। তখন সম্পূর্ণ দুনিয়াই তার কাছে যেন মৃতবৎ হয়ে যায়। এখন বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা মনে করো। আমরা তো এখন বাবার। এই দেহভাবকে দূর করে দিতে হবে। মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন দেহ সহিত সবকিছুই ভুলে যায়। তারা মনে করে, শরীর ছেড়ে দিয়েছে তাই সম্বন্ধও শেষ। শরীরের সাথেই তো সম্বন্ধ। তোমরা এই শরীরে থেকেও অশরীরী হও কারণ তোমাদের সম্বন্ধ এখন বাবার সাথে হয়ে গেছে। তোমাদের রাজযোগ শেখানোর জন্য বাবাও এখন শরীর ধারণ করেছেন। তিনি এই মজলিসে এসেছেন। তোমাদের মধ্যেও কেউ সম্পূর্ণ জানে, কেউ আবার অর্ধেক, কেউ তো আবার কিছুই জানে না। বাবা বলেন যে, আমি এই রচনায় এসেছি। এই কথা মানুষই বুঝবে। ভারতবাসীরা জানে যে শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। শিব হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, আত্মাদের বাবা। তিনি অবশ্যই আসেন, তাঁর মন্দিরও আছে। এই মন্দির তো অনেক তৈরী হয়, যেমন ক্রাইস্ট তো একজনই ছিলো, কিন্তু তাঁর স্মরণে কতো জড় চিত্র বানানো হয়েছে। এও সেই পরমপিতা পরমাত্মা, যাকে পতিত পাবন বলা হয়, এ তাঁরই মন্দির।

এ হলো এখন পতিত দুনিয়ার মজলিস, এরপর হবে পবিত্র দুনিয়ার মজলিস। পবিত্র দুনিয়াতে তো তিনি আসেন না। পবিত্র দুনিয়ার মজলিস খুবই ছোটো এবং সুখী হয়, তাই সেখানে আসার প্রয়োজন নেই। বাবাকে আসতে হবে বড় মজলিসে। তাঁর নামই হলো পতিত - পাবন। এ হলো পতিত দুনিয়া, এরপর পবিত্র দুনিয়াও আছে। ওই নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই অল্প মানুষ থাকবে। তোমরা বাচ্চাদের মধ্যে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে প্রকৃত সেবা করো। এই সত্য সেবার প্রমাণও বের হয়। তাই বাবা এই মজলিসে এসেছেন। তিনিই পতিতকে পবিত্র করেন। এই কথা বলা হয়

যে 'চারিটি বিগিনস অ্যাট হোম'। এই ভারত হলো অবিনাশী বাবার অবিনাশী জন্মভূমি। মানুষ এখন ভুলে গেছে যে - শিববাবা কবে এসেছিলেন? তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয়। তিনি আসেনও এই পতিত শরীরে। তাঁর মহিমা কত বড় - 'শিবায় নমঃ'। তোমাদের মহিমাও অপার। তিনি এই বৈকুণ্ঠ কিভাবে স্থাপন করেন, যেই বৈকুণ্ঠের মহিমাও অপারমপার। তোমরা বাচ্চারা এই কথা জানো আর এমন বৈকুণ্ঠে আসার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করো কিন্তু তোমাদের পুরুষার্থ ঠান্ডা পিঁপড়ের তুল্য মনে হয়।

মায়া কারোর কান, কারোর আবার নাক পাকড়ে ফেলে। কাউকেই এই মায়া ছাড়ে না। তারা মনে করে এমন শিববাবাকে নিরন্তর স্মরণ করবো, যেমন পত্নী তার পতিকে কতো স্মরণ করে, আর ইনি হলেন পতির পতি, বাবা। এমন বাবাকে কতো স্মরণ করার প্রয়োজন, এমন বাবার আমরা কতো মহিমা করি, গান ইত্যাদিতে শিববাবার কতো মহিমা করি। তোমার মহিমা অপার। কেন এমন মহিমা করা হয়, কোনো কারণ তো থাকবে? তোমরা জানো যে বাবাই এই ভারতকে স্বর্গ বানান। ভারতকে তিনি কতো উঁচু বানান। রাবণ আবার ভারতকে নীচু করে দেয়। বাবা এসে তোমাদের সুখী করেন। এই দুনিয়া

কে নরক থেকে স্বর্গে পরিণত করেন। এমন বাবাকে কেউই জানে না। এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই তো এখন পতিত। যদিও অশোকা হোটেলের সুখ আদি আছে কিন্তু সে সবই অল্পকালের জন্য। এ হলো মৃগতৃষ্ণার সমান রাজ্য। এখানে পাই পয়সারও সুখ নেই, কেবল দুঃখই দুঃখ। সত্যযুগে রাজা - রানী তথা প্রজা কতো সুখী থাকে। এখন তো কতই দুঃখ। মানুষ কতো ঘুষ নেয়, কতো পাপ ইত্যাদি করতে থাকে। ভারত ছিলো দৈবী সম্প্রদায়। এই ভারতের মহিমা খুবই জবরদস্ত, যা তোমরা এখন জেনেছো। মানুষ ভগবানের মহিমার গুণগান করে। মানুষ তাঁকে স্মরণ করে কিন্তু সঠিক জানে না। আরে, তোমরা যখন ভগবান বলো, তখন ভগবানের তো নাম চাই। তাঁর নাম হলো শিব। সমস্ত মহিমা তাঁরই। মানুষ তাঁর নাম - রূপ - দেশ বা কালকে জানে না। তারা বলে দেয় যে, তাঁর নাম, রূপ নেই। মানুষ বলেও থাকে যে, পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন। তারা নাম - রূপ - দেশ সবই বলে দেয়, কিন্তু দেহ - অভিমান থাকার কারণে তাঁকে স্মরণ করে না। যদিও বা স্মরণ করে তাও না বুঝে। তারা গানও গায় ----তুমি মাতা - পিতা - -----। তোমরা বোঝাতে পারো, লৌকিক মাতা - পিতা তো আছেই, তাহলে এ কোন মাতা - পিতা? পিতা কিভাবে সৃষ্টির রচনা করেন, কিভাবে মুখ বংশাবলী রচনা করে তাদের রাজ্য - ভাগ্য দেন - তা আর কেউই নয়, একমাত্র তোমরাই জানো। তোমাদের মধ্যেও আবার পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে আছে। তোমরা বুঝতে পারো যে, শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসে পড়ান। শিববাবারই এত বড় মহিমা। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে বৈকুণ্ঠের মালিক বানান। তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মা - সরস্বতী প্রথমে গিয়ে লক্ষ্মী - নারায়ণ হবে। এখানে জগদম্বা আর জগৎ পিতা বসে আছে। তাঁরাই এই বিশ্বের মালিক হবেন। তাঁদের সঙ্গে কুমার - কুমারীরাও আছে। এই দিলওয়ারা মন্দির কতো সুন্দর বানানো হয়েছে। এই মন্দির তো অনেক আগে বানানো হয়েছে। এখন আমরা অন্য মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি যে, এই মন্দির সম্পূর্ণ আমাদের স্মরণে তৈরী।

তাই এই 'শিবায় নমঃ' গান তো অবশ্যই রাখা চাই। খুব ভালো ভালো দু চারটে গান রাখতে হবে। এই বাবা নিজের অনুভব বলেন যে, মনে হয় বাবার স্মরণে থেকে অল্প গ্রহণ করবো, কিন্তু ভুলে যায়

। তিনি তো বলেন যে, আমি অভোক্তা । তাঁর তো এমনও মনে হয় না যে, এটা ভালো বা এটা খারাপ । বাবা বলেন যে, আমি আসিই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাতে কেননা রাবণ তোমাদের অধিকার করে নিয়েছে । এখন তোমাদের সেই রাবণকে আবার জয় করতে হবে । রাবণ তোমাদের কড়িতুল্য করে দেউলিয়া করে দেয় । আমি তোমাদের সমর্থ বানাই । মানুষই অসমর্থ বুদ্ধির হয় । তাই এই শিবায় নমঃ গান খুবই সুন্দর, এর মহিমা এক নম্বর । আবার ভারতেরও অনেক মহিমা । ভারত ছিলো আশ্চর্য এক দেশ । গান তো আছেই -- স্বর্গ ছিলো ভারত । হীরে - জহরতের মহল ছিলো সেখানে । সে সব কোথায় গেলো ? কিভাবে মায়া প্রবেশ করলো ? সত্যযুগে দেবী - দেবতা ধর্ম শ্রেষ্ঠ - কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিলো । ব্রষ্ট কর্ম করানোর মায়া সেখানে থাকে না । আর এখানকার পুরুষার্থের প্রালঙ্ক তোমরা পাও । তোমাদের দুঃখ হওয়ার কোনো কথাই নেই । পাপ করারও কোনো দরকার নেই । এখানে তো পয়সার জন্য মানুষ কতো পাপ করে । ওখানে তো অনেক ধন - সম্পদ থাকে । সেখানে তো বেহদের রাজত্ব । গায়ন আছে যে, ভারত ছিলো দৈবী রাজস্থান । ভারত যখন দৈবী রাজস্থান ছিলো, তখন দেবী - দেবতা ধর্ম শ্রেষ্ঠ ছিলো । বাবা এসে শ্রেষ্ঠ দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন । তোমরা জানো যে, আমরা এখন শ্রেষ্ঠ হচ্ছি, তাই কোনো পাপ কাজ করবো না । তোমাদের ভয় থাকা উচিত । খুব ভালো ভালো বাচ্চাদের মায়া নাক ধরে পাপ কাজ করিয়ে দেয় । এখন তোমরা জানো যে, এই মজলিসে বাবা এসেছেন, কেমন ভাবে তিনি মুখ বংশাবলী বানিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠ বানান । অবশ্যই তাকে কোনো শরীরের ধার নিতেই হবে । তিনি বলেন - আমি সাধারণের শরীরে আসি । ইনি এনার জন্মকে জানেন না, আমি বলে দিই । এর নাম আমি ব্রহ্মা রেখেছি । আমি ব্রহ্মার মধ্যেই প্রবেশ করি কেননা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করতে হবে । খোড়াই বৌদ্ধ, ইসলামী বা শিখের মধ্যে প্রবেশ করবো । বাবা বলেন যে, আমাকে ওই শরীরে প্রবেশ করতে হবে, যে প্রথমে সূর্যবংশী শ্রী নারায়ণ ছিলো, তাঁকেই আমি আবার বানাই । ইনি এনার জন্মকে জানেন না । এ হলো জ্ঞান কান্ড । এই জ্ঞান বাবাই দেন । এরপর সেখানে ভক্তির নাম - নিশানা থাকে না । জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ - এই কথা বলা হয় । অর্ধেক কল্প ভক্তি কান্ড আর অর্ধেক কল্প জ্ঞান কান্ড চলতে থাকে । এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । পতিত হতেই হবে । বাচ্চাদের খুব ভালো ভালো রহস্যের কথা বুঝিয়ে বলা হয় । এমন গাওয়াও হয় যে, ভগবান এসে ভক্তদের সাথে করে নিয়ে যান । মানুষ পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে যে - বাবা এসো, এই মায়াক্রপী শৃঙ্খল থেকে আমাদের মুক্ত করো, আমাদের উদ্ধার করো । যত মিত্র - সম্বন্ধী আদি আছে, সবাইকে তিনি উদ্ধার করেন । তারপর তোমরা দৈবী মা - বাবা পাবে । তোমরা দেবী - দেবতা হয়ে যাবে । তোমাদের আত্মাও পবিত্র হয়ে যাবে । এখন তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, এরপর পবিত্র হবে । দেবতাদের অনেক প্রকারের চিত্র আছে, কিন্তু তাদের কাজ কেউই জানে না যেন মানুষ পুতুল পূজো করে । আমি না পুতুল না পুতলী, আমি নিরাকার । এই পুতুল - পুতলী তো মানুষ, আমি তা হই না । আমাকে নিরাকারই বলা হয় । তোমরা সেই পুতুলরা এখন খুবই দুঃখী, বৈকুণ্ঠে তোমরা খুবই সুখী ছিলে । সুখের মহিমা হলো অপার কিন্তু বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়, রেগে যায় । ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেকেই রেগে যায় । রেগে গিয়ে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষাও ছেড়ে দেয় । আরে, তোমাদের এই বর্ষা তো বাবার থেকেই নিতে হবে । এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, পড়া । বাবা খুব সহজ ভাবে বুঝিয়েছেন । যদিও তোমরা না আসতে পারো, আত্মা, মুরলী তো চেয়ে নিয়ে পড়তে পারো । এখানে ঋতির তো কোনো কথাই নেই । বাকি হ্যাঁ, পুরুষার্থ করে সেবার প্রমাণ দিতে হবে । সেবার কোনো প্রমাণ না থাকলে মুরলী পাঠিয়ে কি করবে ? ধারণা করার জন্য মুরলী পড়া হয় । যদি এক কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দাও, তাহলে আর কি করতে পারবে ? বাবাকে স্মরণই করে না । কেউ যদি পাপ করে তাহলে বুদ্ধির

তালা বন্ধ হয়ে যায়। বাবা কিছুই করেন না। বাবা তো বোঝান - তোমাদের অনেক মিষ্টি হতে হবে, কাউকেই দুঃখী করো না। অন্ত সময়ে তোমরা বাচ্চারা বাবার সমান খুব মিষ্টি হয়ে যাবে। তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। মনকে জিপ্তেস করো - কাউকে আমরা বিরক্ত করি না তো? এতে কেউ দুঃখ পায় না তো? এই বাইরের লোকেরা তো খুবই বিরক্ত হবে। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুল ভূষণদের অবশ্যই রোজ মুরলী শুনতে হবে। মুরলী না শুনলে ধারণা কিভাবে হবে? মুরলী না শুনলে অবশ্যই মনে করবে যে তারা ভাগ্যবান নয়। মুরলী কোনোদিনই বাদ দেওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণীরা তো মুরলী শিববারার থেকেই পান। তাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। ডায়রেক্ট মুরলী তো পেতেই পার, কিন্তু নিজের সমান তৈরী করে দেখাও। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। অন্যদেরও বাবার স্মরণ করাতে থাকো। খবর জানালে তবেই জানতে পারবে। না হলে কিভাবে বুঝবে, যে তোমরা বাবার সেবা করছো? এই সেবার অবশ্যই প্রমাণ চাই। মুরলীধর হওয়ার জন্য শখও চাই। টেপও তো মুরলীধর হয়। এও সঠিক মুরলী শোনাতে পারে। তোমরা শোনাতে পারবে না। তাই কি করার প্রয়োজন? অন্যদের কল্যাণের জন্য টেপ রেকর্ড মেশিন নিয়ে দিতে হবে। অনেকেই যদি শোনে তাহলে যে শোনায় সে তার অনেক ফল পাবে। তোমরা তাদেরই দেবে যারা এই রহস্যের কথা জানবে। এই মুরলী শুনলে তোমরা রাজপদ পাও। আর কারোর ভাষণ শুনলে কি তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে? অথবা মানুষ থেকে থোড়াই দেবতা হবে। এই দান তো এক নম্বর, যাতে ২১ জন্মের জন্য অনেকের কল্যাণ হয়ে যায়। টেপ রেকর্ড বা বাড়ী দান করা অনেক বড় সেবা। বাচ্চারা বসে সেবা করবে। বাড়ী তো তোমাদেরই থাকবে, তার ফল তোমরা পাবে। ওখানে এর পরিবর্তে বড় - বড় মহল পাবে। এমন সময় আসবে যখন বাচ্চারা অনেক বাড়ী পাবে। সবাই তোমাদের কাছে নত হবে। এই বাড়ী নিয়েই বা আমরা কি করবো? আমাদের তো কেবল সেবা করতে হবে। বাড়ী নিয়ে তাতে পয়সা কেন খরচ করবো -- এই সওদাগর তো চালাক। সুবুদ্ধিসম্পন্ন সওদাগর। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শরীরে থেকেও সবার থেকে মুক্ত হয়ে অশরীরী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। বুদ্ধির দ্বারা সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

২) পুরুষার্থ করে সেবার প্রমাণ দিতে হবে। মুরলী শুনতে এবং পড়তে হবে ---ধারণ করার জন্য। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না।

বরদান : - নিমিত্ত আর নম্রচিত্তের বিশেষত্বের দ্বারা সেবায় দ্রুত এবং প্রথম নম্বর নিয়ে সফলতামূর্ত হও

সেবাতে এগোতে গিয়ে যদি নিমিত্ত এবং নম্রচিত্তের বিশেষত্ব থাকে তাহলে সফলতা স্বরূপ হতে পারবে। যেমন তোমরা সেবার দৌড়ে হুঁশিয়ার, তেমনই এই দুই বিশেষত্বও হুঁশিয়ার হও, এতেই সেবাতে দ্রুত

এবং প্রথম হতে পারবে । ব্রাহ্মণ জীবনের মর্যাদার গণ্ডীর ভিতরে থেকে, নিজেকে রুহানী সেবাধারী মনে করে যদি সেবা করো, তাহলে সফলতামূর্ত হতে পারবে । তখন পরিশ্রম করতে হবে না ।

স্লোগান : - যারা বুদ্ধির দ্বারা সদা জ্ঞান রত্ন ধারণ করে, তারাই প্রকৃত হোলি হংস ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যে মাতা-পিতার কাছ থেকে অসীম উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, সেই মাতা-পিতার হাত কখনো ছেড়ে না। পড়াশুনা ছেড়ে দিলে রাস্তায় পড়ে থাকা অনাথ বাচ্চার মতো হয়ে যাবে"

প্রশ্ন:- ভাগ্যবান বাচ্চারা কিরকম পুরুষার্থ করে? তাদের লক্ষণ কেমন হয় বলো।

উত্তর:- যারা ভাগ্যবান বাচ্চা, তারা দেহী-অভিমানী অবস্থায় থাকার পুরুষার্থ করে। নিজে যা কিছু শোনে, সেটা অন্যকে দান করে। ওরা শত্ৰুধ্বনি না করে থাকতেই পারে না। দান করলেই ধারণা হবে। ভাগ্যবান বাচ্চারা সেবার জন্য দিন-রাত দারুন পরিশ্রম করে। কখনো ধর্মরাজকে ডোন্ট কেয়ার করে না। যদি কেবল ভালো-ভালো খাবার খায়, ভালো-ভালো পোশাক পরে, অথচ কোনো সার্ভিস না করে, শ্রীমৎ অনুসারে না চলে তাহলে মায়া খুব অধঃগতি করে দেয়।

গীত: - ভোলানাথের থেকে অনুপম...

ওম্ শান্তি। যা কিছু বিগড়ে গেছে, সেটাকে কেবল একজনই ঠিক করতে পারেন - এটা দুনিয়ার মানুষ জানে না। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা, যারা এখানে বসে আছ, তারা এটা বুঝেছে। তোমরাও আবার পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে এটা জেনেছে। মায়া বিগড়ে দেয়। যারাই আসুরিক মত অনুসরণ করে, তারাই বিগড়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে শিববাবাকেই ভোলানাথ বলা হয়। শঙ্করকে ভোলানাথ বলা হয় না। তাঁকেই ভোলানাথ বলা যাবে যিনি বিগড়ে যাওয়া দুনিয়াকে ঠিক করেন, যিনি খুব ভালো এবং যিনি গরিবদেরকে অসীম ধন-সম্পদ দেন। তিনি বাচ্চাদেরকে আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দেন যার চিত্রও বানানো আছে। আর কেউ এইভাবে বোঝায় না যে এটা হল উল্টা বৃক্ষ। ভগবানুবাচ - কোনো বেদ শাস্ত্রে এই ড্রামা এবং বৃক্ষের জ্ঞান নেই। স্বয়ং ভগবান-ই এই জ্ঞান দিয়েছেন। এই জ্ঞানের শাস্ত্রকে বলা হয় সর্বশাস্ত্র শিরমনি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন কত মিষ্টি বাবা। কিন্তু মায়া তাকেও ভুলিয়ে দেয়। তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা কর কিন্তু মায়াও খুব শক্তিশালী, সে তোমাকে স্মরণ করতে দেবে না। বাবা এখন তোমাদেরকে এই ক্রন্দনের দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছেন যেখানে ২১ জন্ম পর্যন্ত তোমরা কাঁদবে না। ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা কেঁদেছে। ৮৪ জন্ম নয়। এইসব তোমরা বাচ্চারাই জানো। ভোলানাথ বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। যখন থেকে রাবন বিগড়ে দেয়, তখন থেকেই তোমাদের কান্না শুরু হয়। মানুষকে বোঝানোর জন্যই এত বড় গোলা এবং বৃক্ষের চিত্র তৈরি করা হয়েছে কারণ বড় ছবিতে ভালোভাবে বোঝানো যায়। হয়তো কোনো কোনো বাচ্চা নিজের কর্মের জন্য অতটা ভালোভাবে ধারণ করতে পারে না। সবাই তো রাজা রানী হবে না। ভালো কর্ম করলে ভবিষ্যতে তার ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। এটাই কর্মের গতি। বাবা বলেন, আমি কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিকে জানি এবং সেটা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। টিচার তো সবাইকে একইরকম শিক্ষা দেন। তা সত্ত্বেও কেউ ভালো নম্বর পেয়ে পাস করে, আবার কেউ অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। তখন সে বলে- কি আর করা যাবে, কর্মের হিসাব এইরকম, তাই আমি পড়িনি। এখানেও একই ব্যাপার। কেউ খুব ভালোভাবে পড়ে, আবার কেউ পড়াশুনা কিংবা কলেজ যাওয়া ছেড়ে দেয়। কলেজ যাওয়া ছেড়ে দেওয়া মানে বাবা-শিক্ষক-সদগুরুকে ত্যাগ করা। তাঁকে ত্যাগ করলে রাস্তায় পড়ে থাকা অনাথ বাচ্চার মতো হয়ে যাবে। যার মা-বাবা নেই তাকে অনাথ বলা হয়। সুতরাং যে মাতা পিতার কাছ থেকে স্বর্গের

উত্তরাধিকার পাওয়া যায় তাঁকে ত্যাগ করার অর্থ রাস্তায় পড়ে থাকা অনাথ শিশুর মতো হয়ে যাওয়া। এখানেও অনেকে মনে করে যে এখান থেকে বেরিয়ে পুরাতন দুনিয়াতে চলে যাবে। কিন্তু ওখানে তো জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। ওখানে সিনেমা-নাটক, বায়োস্কোপ, ঘুরতে যাওয়া, ভালো জামা কাপড় ইত্যাদি পাওয়া যাবে। যার ভাগ্যে নেই, তার এইরকম চিন্তা চলে। বিনাশ কালে বিপ্রীত-বুদ্ধি হয়ে গেলে পুরাতন দুনিয়াতে চলে যায়। তোমরা জানো যে এই পুরাতন দুনিয়া খুব তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে যাবে। সঙ্গে তো কিছুই যাবে না। তোমাদেরকে এই দেহ-অভিমানও ত্যাগ করতে হবে। দেহ-অভিমানের জন্যেই অন্য সব বিকার চলে আসে। দেহী-অভিমानी হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়। বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। আমিও তো সাময়িক ভাবে এই শরীরে এসেছি। আমরাই দেবতা ছিলাম, আমরাই এখন শূদ্র হয়ে গেছি। শ্রীমৎ অনুসারে চলে আমরা সমগ্র বিশ্বকে স্বর্গ বানাই। তোমরা বাচ্চারা কতই না ভাগ্যবান। যখন শিববাবা আসেন, তখন তোমাদের মতো ভারত মাতাদেরকেই শক্তিসেনা বানান। তাই তোমাদের নাম হল শিব শক্তিসেনা। তোমরা শিববাবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে স্বরাজ্য স্থাপন করছ। শিববাবা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সমগ্র দুনিয়া ঘন অন্ধকারে আছে। তোমরা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে আলোতে এসেছ। কারোর কারোর জ্যোতি একেবারেই জ্বলেনি। এইসব ড্রামাতেই রয়েছে। কারোর জ্যোতি জ্বলে উঠলেও মায়া আবার নিভিয়ে দেয়। চলতে চলতে মায়ার তুফান আসলে যেমন ছিল পুনরায় সেইরকম হয়ে যায়। এই দুনিয়াতে কেউ অনেক ধনী, আবার কেউ ১০ পয়সাও উপার্জন করে না। কোনো কোনো মানুষের খাবারটুকু জোগাড় করতেও খুব কষ্ট করতে হয়। একটু খাবারের জন্য চিৎকার করে। বাবা ওদের দ্বারা (বিদেশিদের) সাহায্য করিয়ে নিচ্ছেন। মানুষ এইসব বোঝে না। এটাও ড্রামার রহস্য। তোমরা যখন খুব দুঃখ পাও তখন বাবা আসেন। ওরা যদি প্রেরণা না পেত, তাহলে তোমাদেরকে সাহায্য করত না। এখনো তোমাদের রাজধানী সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়নি। এই ছবিগুলো কাউকে বোঝানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ছবিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাপ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ম্যাপ ছাড়া কিভাবে বোঝা যাবে কোন শহর কোথায় অবস্থিত। ওখানে এইরকম ম্যাপ থাকবে না। এখন তো ভারত কত বড়। বাস্তবে ভারতের জনসংখ্যাই সর্বাধিক হওয়া উচিত। থাকার জন্য অনেক জায়গা প্রয়োজন। স্বর্গে তো খুব কমজন থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব বিষয় রয়েছে। বিনাশ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা খুব কমজনই থাকব। বৃক্ষের গুড়ির মতো। পরে পরে বৃক্ষের বৃদ্ধি হবে। তারপরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বৃক্ষ বেরোতে থাকবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা এইসব কথা ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং সেই নেশায় থাকে। আমরা বাবার দ্বারা নলেজফুল হচ্ছি। বাবা খুব সহজভাবে বোঝাচ্ছেন। তিনি বলছেন, কেবল এই সৃষ্টিচক্রকে স্মৃতিতে রাখো। সৃষ্টিচক্র এবং শঙ্খ। যে জ্ঞান শঙ্খ বাজাবে না, তাকে গীতা শোনাতে সক্ষম ব্রাহ্মণ কিভাবে বলা যাবে? যারা গীতা শোনায়, তাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম থাকে। যে খুব ভালো পাক্ষা বিদ্বান হবে, তার মধ্যে নেশা থাকবে। কত হাজার হাজার মানুষ বসে বসে শোনে। কিন্তু তোমাদের এই জ্ঞান হল নুতন। দুনিয়ার মানুষ বলাবলি করে- এরা যে জ্ঞানটা শোনায় সেটা না হিন্দুদের, না মুসলমানদের, কে জানে কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ বুঝতে পারে যে ভোলানাথ বাবা, ভক্তদের রক্ষক, পতিত-পাবন ভগবান এসেছেন। তাঁকে তো আসতেই হত। বাবা বলেন, আমার স্মারনচিহ্ন রূপে বিভিন্ন মন্দিরও আছে। আমি পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্যই এসেছি। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে বাবা এসে আমাদেরকে ৫ হাজার বছর আগের মতো করে বোঝাচ্ছেন। তোমরাও বল- বাবা, আমরা ৫ বছর আগে এসে উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম। এত এত বাচ্চারা রয়েছে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। সবাই বলছে- বাবা আমরা তোমার নাতি এবং ব্রহ্মাবাবার সন্তান। যাকে

হোক জিজ্ঞাসা করলেই সে বলবে- শিববাবার সন্তানরা সবাই ভাই ভাই। তবে সাকারী রূপে ব্রহ্মাবাবার সন্তান হওয়ার জন্য ভাই-বোন অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়ে গেছে। এটা যেন সর্বদা বুদ্ধিতে থাকে। যেহেতু আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তাই বিকারের কোনো প্রশ্নই আসে না। একই বংশের অন্তর্গত। রচয়িতা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা। তাই বাকি সবাই হল প্রজা। শিববাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চা বানান। নিশ্চয়ই সত্যযুগের আগেই আসবেন। এই ব্রাহ্মণরা যখন দেবতা হয়ে যায়, তখন তারা অবশ্যই পবিত্র থাকবে। যারা যারা পবিত্র থাকে, তারা নিজ নিজ রাজত্ব নিয়ে নেয়। শিববাবা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা রচনা করছেন। তোমরা জানো যে আমরা ৫ হাজার বছর আগেও সঙ্গমযুগে ছিলাম। এখন পুনরায় দেবতা হব। সত্যযুগে কিংবা কলিযুগে কোনো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী থাকে না। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হল ভাই-বোন। এটাই হল পবিত্র থাকার যুক্তি। যে পবিত্র থাকবে না, সে বিশ্বের রাজত্ব নিতে পারবে না। ব্রাহ্মণরাই দেবতা হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, পুরুষার্থ করে নিজে ধারণ কর এবং অন্যকেও করাও। যখন দেবতা হওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে, তখন বিনাশ হবে। বিনাশ অতি নিকটে। যারা ভালো ভালো সেবানারী বাচ্চা, তাদের বুদ্ধিতে ধারণ হয়। দান না করলে বুদ্ধিতে বসবে না। কোনো কোনো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী খুব ভালো ফার্স্ট ক্লাস পরিশ্রম করে। কেউ সেকেন্ড, কেউ থার্ড ক্লাস পরিশ্রম করে। তারা সেইরকম ফল পাবে। সবাই বলে - এখানে ফার্স্টক্লাস ব্রহ্মাকুমারী পাঠাও। কিন্তু এতজন আসবে কোথা থেকে। শিববাবা জানেন কারা কারা ফার্স্টক্লাস। প্রত্যেকের অবস্থাই জানেন। অনেক কন্যাই ভালো সার্ভিস করে। দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা খাওয়ার বিষয়ে খুব আগ্রহী। তারা বিভিন্ন জায়গায় খাওয়ার জন্য যায়। বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা ভালো মতো খাবার না পেলে সন্তুষ্ট হয় না। বাবা-মাম্মার নাম খারাপ করে দেয়। তার ওপর বোঝাতে গেলে রেগে যায়। কেউ কেউ তো ধর্মরাজকেও ডান্ট কেয়ার করে। ওরা পরে আশ্চর্যজনক ভাবে চলে যায়। মায়া তাদের এমন অধঃগতি করে দেয় যে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারে না। তারপর বিকারের জন্য অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার করে। অত্যাচার সহ্য করাটাও পরম সৌভাগ্য। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার তো পাওয়া যাবে। অনেকের ওপরেই অত্যাচার করা হয়। কারন বিষ ছাড়া তো থাকতেই পারে না। এটা হল দুর্গতির দুনিয়া। এখানে কারোর সদগতি হতে পারে না। মৃত্যুলোক এবং অমরলোকের ব্যাপারে কেউই জানে না। অমরলোক হল সত্যযুগ। যেখানে আদি-মধ্য-অন্ত কেবল সুখ থাকবে। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে অমরনাথ পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছে। কিন্তু সুক্ষ্মবতনে তো কথা শোনার প্রয়োজন হবে না। তাহলে এই অমরকথা কেন শোনান হয়েছিল? অমরকথা শোনানোর পরে তারা সুক্ষ্মবতন থেকে কোথায় গেল? কিছুই জানে না। এইসব কথাকে ভালো করে বুঝতে হবে। কথা তো অনেকেই শোনায়ে। ওদের কথাগুলো শুনে তারপর ভালোভাবে বোঝাতে হবে। দশমীর দিন অনেক বড় বড় ব্যক্তি রাবন পোড়া দেখতে যায়। বিচক্ষণ মানুষরা বুঝতে পারবে যে একটা বাঁদর কিভাবে রামকে সাহায্য করতে পারে? কিছুই বোঝে না। আজকাল তো রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের লড়াই। যিশুখ্রিস্টের সন্তানরাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। বাবা বলছেন, এটাও ড্রামাতেই ছিল। ড্রামাকে জেনেছ বলেই তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ। তোমরা জানো যে এইবার এই খেলা শেষ হয়ে যাবে। তাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। অন্য কারোর বুদ্ধিতে এই গুণ নেই। বাবা এসে সকল রহস্য বুঝিয়েছেন। বাবা-ই হলেন শিক্ষক এবং পতিত-পাবন। সকল মহত্ব তাঁর-ই। মায়া অধম বানিয়ে দেয়। বাবা এসেই শ্রেষ্ঠ বানান। তিনি বলেন- বাচ্চারা, তোমরা আমার কথা শোনো, পুরাতন দেহ ত্যাগ করার পুরুষার্থ কর। তোমরা এখন পতিদের পতিকে পেয়েছ যিনি স্বর্গের রাজত্ব দেন। ওটা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এটা হল সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া। দুনিয়া তো একটাই। এটাই সম্পূর্ণ

নির্বিকারী এবং সম্পূর্ণ বিকারী হয়। ভারত আগে স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে। এই ছবিগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে কাউকে এইগুলো বুঝিয়ে দিলে সে গুনগান করবে। কিভাবে চক্র আবর্তিত হয়, কাদের কাদের রাজত্ব চলে, সবকিছুই এই ছবিতে আছে। যেকোনো ধর্মাবলম্বীকে বোঝালে তারা খুশি হবে। ভবিষ্যতে যখন একে অপরের কাছ থেকে শুনবে, তখন বলবে- এটা তো খুব ভালো জ্ঞান। বিদেশে কোনো বিচক্ষণ বাচ্চা গেলে অনেক সেবা হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিকে বুদ্ধিতে রেখে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। কখনো পড়াশুনা ছেড়ে দিও না।

২) জ্ঞান দান করলেই ধারণ হবে। তাই অবশ্যই দান করতে হবে। কখনো বাবার নির্দেশকে ডোন্ট কেয়ার করা উচিত নয়।

বরদান : - অ্যাটেনশন এবং চেকিং-এর বিধি দ্বারা ব্যর্থের হিসাব সমাপ্ত করে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও

ব্রাহ্মণ জীবনে ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ কথাবার্তা, ব্যর্থ কর্ম অনেকটা সময় নষ্ট করে দেয়। এরফলে যতটা উপার্জন করতে চাও, ততটা করতে পার না। ব্যর্থের খাতা সমর্থ হতে দেয় না। তাই সর্বদা এই স্মৃতিতে থাক যে আমি হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান। শক্তি থাকলে যা চায় সেটাই করতে পারে। কেবল বারবার অ্যাটেনশন দাও। যেমন ক্লাসের সময়ে কিংবা অমৃতবেলায় যোগ করার সময়ে অ্যাটেনশন দাও, সেইরকম সারাদিনের মধ্যেও অ্যাটেনশন এবং চেকিং-এর বিধিকে প্রয়োগ করলে ব্যর্থের হিসাব সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান : - যদি রাজস্বষি হতে চাও তাহলে ব্রাহ্মণ আত্মাদের আশীর্বাদের দ্বারা নিজের স্থিতিকে নির্বিঘ্ন বানাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অব্যভিচারী স্মরণেই তোমাদের অবস্থা অচল - অটুট হবে । পুরুষার্থ কর, এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু যেন স্মরণে না আসে

প্রশ্ন : - শিববাবা তোমাদের জন্য কোন্ সার্ভিস করেন, বাচ্চারা তোমাদেরই বা কি করতে হবে ?

উত্তর : - সঙ্গমে শিববাবা এসে সব আত্মাদের কবর থেকে বের করেন অর্থাৎ, দেহ অভিমানে এসে যে আত্মারা পতিত হয়ে গিয়েছিল তাদের পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সেবা করেন । তোমরা, বাচ্চারাও বাবার সাথে সাথে সবাইকে শান্তিধাম আর সুখধামের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য লাইট হাউস হয়ে ওঠো । তোমাদের এক চোখে মুক্তি আর অপর চোখে যেন জীবনমুক্তি থাকে ।

গীত : - এই খেলা কে রচে ছিল

ওম্ শান্তি । বাস্তবে এই গীত ভক্তি মার্গের জন্য । কেউ তো নিশ্চয়ই আছে, যার জন্য এই মহিমা করা হয় । বাচ্চারা খুব ভালো বুঝতে পেরেছে যে, এই মহিমা বাবার জন্য ; যিনি সব কিছু করেন । করণকরাবনহার তিনি। শিখ ধর্মের লোকেরা তাঁর অনেক মহিমা করে, কেননা তাদের ধর্ম নতুন আর এ হলো অনেক প্রাচীন ধর্ম। ওরা গায়ন করে এক ওঙ্কার (ঈশ্বর এক) । ওম্ অর্থ বাবা খুব সহজ রীতিতে বুঝিয়েছেন (ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা) । ওরা তো (ভক্তি মার্গ) অনেক লম্বা - চওড়া অর্থ বুঝিয়েছে । আমি বলছি, আমি পরমাত্মা পরমধাম নিবাসী । আমি পুনর্জন্মে আসিনা। তোমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ কর । বাবা বাচ্চাদের কাছে বসে নিজ পরিচয় দেন । আমি বাচ্চাদের সামনেই প্রত্যক্ষ হই । আমি বাচ্চাদের বুঝিয়েছি, আমিই পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে তোমরা আত্মারা ভক্তি মার্গে স্মরণ করে বলেছ - হে গডফাদার । ওঁনারই মহিমা তিনি পতিত - পাবন, দয়াশীল, মুক্তিদাতা । ওঁনাকে গাইডও বলা হয় । এরা হলো পান্ডব সেনা । পান্ডা (ঈশ্বর) আত্মাদের মুক্তি - জীবন মুক্তির পথ বলে দেন । গায়নও আছে না আমার নৌকা পারে নিয়ে এসো অর্থাৎ জীবন - রূপী তরণীকে উদ্ধার কর । বরাবর পরমাত্মাকে কান্ডারী বলা হয়, বাগবানও (যিনি কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করেন) বলা হয়ে থাকে । বলা হয়, তোমরা কতো আনন্দে ছিলে, সত্য - ত্রেতা যুগে উদ্বোধন (বৈফিকর) বাদশাহ ছিলে । তোমরা কত বিতশালী ছিলে । শ্রীনাথ দ্বারে কতরকমের সুস্বাদু পদ রান্না হয়, ভোগ তৈরি করে খাওয়ানো হয় । জগন্নাথদেবের মন্দিরে শুধুমাত্র চাল, ডাল (খিচুরি) রান্না হয় । জগন্নাথদেবের মন্দিরের ভিতরে কালো চিত্র (মূর্তি) দেখানো হয়েছে । এখন তোমরা সবাই কালো (অপবিত্র) হয়ে গেছ । শ্রীনাথদ্বারে ফার্স্টক্লাস (শ্রেষ্ঠ) ব্যঞ্জন তৈরি হয় তারপর শ্রীনাথকে ভোগ অর্পণ করা হয় । সেই ভোগ পূজারীরা গ্রহণ করে, বাকিটা দোকানে বিক্রি করে দেয় । এইভাবেই শরীর নির্বাহ করে । তোমরা বাচ্চারা তো স্বর্গের মালিক হও । ওখানে যে ভোগ তোমরা খাও তা দাস - দাসীরাও খেয়ে থাকে । ৩৬ রকমের ভোগ তৈরি হয় । এতো পর্যাপ্ত ভোগ খাওয়া তো সম্ভব নয়, তাই দাস দাসীদেরও দিয়ে দেওয়া হয় । কিন্তু এতেই খুশি হলে হবেনা। সম্পূর্ণ রাজধানী তৈরি হবে আর ওখানে তোমরা খুব আনন্দে থাকবে । ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি দ্বারা স্থাপিত স্বর্গের রাজ্য - ভাগ্য তোমরা বাচ্চারাই প্রাপ্ত কর । বলা হয় জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য । বৈরাগ্য দুই প্রকারের হয় । সন্ন্যাসীদের হলো হদের বৈরাগ্য, ওরা ঘর পরিবার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বসে, তারপর গুপ্ত রূপে

ভারতকে অনেক সাহায্য করে । যেমন বলা হয় যে, বিনাশের পরই স্বর্গের গেট খুলে যায় । একইভাবে সন্ন্যাসীরাও তাদের পবিত্রতার মাধ্যমে সাহায্য করে থাকে, তাই ড্রামাতে ওদেরও মহিমা আছে । বাবা বলেন, এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় । সুতরাং ওদের হলো হৃদের বৈরাগ্য আর তোমাদের বেহৃদের বৈরাগ্য । তোমাদের বেহৃদের বাবা, বেহৃদের বৈরাগ্য দিয়ে থাকেন । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও বুদ্ধি দ্বারা সব কিছু ভুলে যেতে হবে । এই শরীর এখন পুরানো হয়ে গেছে। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । দেহ সহ দেহের সব ধর্ম, সব সম্পর্ক ভুলে যেতে হবে। নিজেকে অশরীরী মনে করতে হবে । ওরা তো বলে দেয় আত্মা নির্লেপ (দাগহীন) । যাই কিছু কর না কেন, খাও - পান কর আত্মা দাগহীন থাকে। অনেক মত - মতান্তর আছে । কতো রকম আচার নিয়ম আছে, যে যেমন মত পায় সেই অনুসারেই চলতে থাকে । যেমন এখানে কেউ আদি দেবকে মহাবীর বলে । আবার হনুমানকেও মহাবীর বলা হয় । বাস্তবে তোমরা বাচ্চারা সবাই মহাবীর -মহাবীরনী । যারা মায়াকে জয় করে মায়াজীত হয়ে ওঠে । শ্রীমত অনুসারে তোমরা পুরুষার্থ করছ । তোমাদের নিজেদের অঙ্গদের মতো হতে হবে, যাকে রাবণ শত চেষ্টা করেও টলাতে পারেনি । তোমরা মহাবীরদের উপর যতই মায়ার তুফান আসুক না কেন, তোমাদের টলাতে পারবেনা । এই স্থিতি এখন তোমাদের হবে না । শেষে গিয়ে হবে । যতই নীতি ব্রষ্ট সংকল্পের ঝড় আসুক না কেন অটল থাকতে হবে । অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে, ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কিছু যেন স্মরণে না আসে । এতেই পরিশ্রম আছে । শেষ অবস্থায় গিয়ে অচল-অটল স্থিতিশীলতা আসবে । অচল ঘরের স্মৃতি স্মারক আছে না ! তার উপর আছে গুরু শিখর । এখন তোমরা বুঝে উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন শিববাবা, যিনি রচয়িতা। প্রথমে কি রচনা করেন, সেটাও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন শিববাবা তারপর সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর । বিষ্ণুর চার ভূজা (বাহ) কেন দেখানো হয়েছে ? এর দ্বারা প্রবৃত্তি মার্গ প্রমাণ হয় , তোমাদের ও প্রবৃত্তি মার্গ ; যা ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করা হয় । ব্রাহ্মণ ধর্ম উচ্চ থেকে উচ্চতর । দেবতাদের থেকেও তোমরা উচ্চ কেননা তোমরা সার্ভিস (সেবা) কর । দৈবী ধর্মের স্থাপনা করে তোমরা বিশ্বের মালিক হও । উচ্চ থেকে উচ্চতম এক বাবাই অথবা মহিমার উপযুক্ত এক শিববাবাই ; দ্বিতীয় কেউ নয় । শিববাবার জন্মদিন হলো মুখ্য । বাকিরা তো কেউ সার্ভিস করেনা । লক্ষ্মী - নারায়ণ ও প্রালঙ্ক ভোগ করে । এখনতো সবার সামনেই প্রলয় উপস্থিত হতে চলেছে । প্রথম -প্রথম এক শিববাবারই ভক্তি শুরু হয় আর এ হলো ,অব্যভিচারী ভক্তি। এখনতো ভক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যভিচারী হয়ে গেছে । তোমরা শিববাবা এবং প্রত্যেকের বৃত্তি বা পেশাকে জান । এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি বাবার কাছে বসে আছ। জান যে, আমরা পুনরায় ভারতকে স্বর্গ করে তুলছি । যারা স্বর্গ তৈরি করে তারাই ওখানে রাজত্ব করে । তারপর লক্ষ্মী -নারায়ণের রাজত্ব চলে এরপর রামের রাজত্ব শুরু হয় । এখন তাদের কি পূজা করবে ? নীচে তো ওদের নামতেই হবে । প্রালঙ্ক ভোগ করে নিয়েছে । ব্যস । তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হও । শূঁড় যুক্ত গনেশ, লেজ যুক্ত হনুমান, ৪ -10 বাহ যুক্ত দেবী তারা এখন কোথায় গেছে ? এসবই ভক্তি মার্গের বিস্তার । তোমরা জান ভক্তি মার্গে কি হয় ? 63 জন্ম কিভাবে হয় ? এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছে , তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণে আসবে --- এই ড্রামা অনাদি , পূর্ব নির্ধারিত । কেউ একে বদলাতে পারবে না । বাজোলী (ডিগবাজি) খেলা হয়না ! তীর্থস্থানে ডিগবাজি খেলতে আসে, আগে এই খেলার অনেক প্রভাব ছিল । এখন তো অনেক মত । এক বাবা ছাড়া অন্য কেউ মুক্তি -জীবনমুক্তি দিতে পারে না । এখন তোমাদের এক চোখে মুক্তি অপর চোখে জীবনমুক্তি । তোমাদের বুদ্ধি বলে, আমরা লাইট হাউস । তোমরা হলে মানুষদের পথপ্রদর্শনকারী লাইট হাউস । প্রথমে যেতে হবে সুইট হোমে । এখন

নাটকের অন্তিম সময় । তোমরা বাচ্চারা জান, এই সত্য গীতা ইত্যাদি কেন তৈরি করা হয় ? যারা কাচা তারা এই শাস্ত্র পড়ে জ্ঞান ধারণ করে পাচ্চা হয়ে ওঠে । সবইতো ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর আবার গীতা ইত্যাদি নানা শাস্ত্র রচিত হবে । গীতার যে কোনও শ্লোক থেকে উদ্ধৃত একটি অংশ নিয়ে ওরা ব্যাখ্যা করে । গীতায় আছে ভগবানুবাচ । গীতা শুনিয়েছিলেন ভগবান কিন্তু ওরা সেটা জানেনা। বাবা বলেন, এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমাদের পাওয়া যাবে না । যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি আসি। জ্ঞান হলো দিন আর ভক্তি হলো রাত । আধাকল্প ধরে রাবণ রাজত্ব চলে । রাবণকে কিন্তু চোখে দেখা যায় না । বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় --- এর মধ্যে কাম, ক্রোধের ভূত আছে । এসব অশুদ্ধ শব্দ সত্য যুগে ব্যবহার হয়না । এখানেতো মানুষ একে অপরকে অপমান করেই চলেছে । সত্য যুগে ওসবের কোনও অস্তিত্বই নেই । এখন তোমরা বুঝেছ পতিত পাবন বাবা স্বর্গের রচয়িতা । স্বর্গ রচনা করে নিজে অন্তর্ধান হয়ে যান । ওনাকে তখন কেউ আর জানতে পারেনা । যদিও শিবের চিত্র থাকে কিন্তু কিছুই জানতে পারেনা ।

শিববাবা কবে , কোথায় আর কিভাবে এসেছিলেন ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এদের অন্তর্নিহিত রহস্য, তারা কোথায় থাকে ? কিছুই জানেনা । লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্য যুগে এতো উচ্চ রাজপদ কিভাবে প্রাপ্ত করেছিল? কলিযুগেতো তারা নেই, কিভাবে তারা রাজত্ব পেয়েছিল -- এসবই এখন তোমরা বুঝেছ । বাচ্চাদের বাবার কাছ থেকে ভালো করে জ্ঞান ধারণ করে অন্যদের ও পড়াতে হবে । বাবা সব বাচ্চাদের ডেকে বলেন -- আমার হারানিধি বাচ্চারা, ও আমার শালিগ্রাম যার শরীর রূপী রথে এসে, তোমাদের বোঝাই ; এই ব্রহ্মার শরীরের আধার গ্রহণ করি । ব্রহ্মা দ্বারাই ব্রাহ্মণের জন্ম । কোনও সত্সঙ্গে এমন কোনও মানা নেই , যা এখানে করা হয় । বিষ নিয়েই যত লড়াই ঝগড়া, যার কারণেই বাবা বলেছেন --- এই বিষ তোমাদের আদি -মধ্য-অন্ত দুঃখই দিয়ে এসেছে । এটাই হলো প্রথম শ্রেণীর শত্রু। এই কাম মহাশত্রুকে তোমরা জয় কর যা তোমাদের আদি - মধ্য -অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে, যার জন্যই তোমরা ডেকে বল -পতিত পাবন এসো । জান যে, আমরা পতিত তাইতো পবিত্রতার কাছে গিয়ে নমন (প্রণাম) কর । পবিত্রতা ব্রহ্মার কারণেই ওদের স্থান অনেক উঁচুতে (সন্ন্যাসী দের) । ওরাও জানে , আমাদের মতো উচ্চ সমগ্র ভারতে আর কেউ নেই । তোমরা শক্তিরাত্তি ওদের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেছ । যদি স্থূল বাণের কথা হতো তবে, খোড়াই বলা হতো যে, পরমপিতা বাণ ছুড়ে মারার প্রেরণা দিয়েছেন। এ হলো জ্ঞান রূপী বাণ । তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমারী কিন্তু ওরা বলে ব্রহ্মকুমারী । বলে ব্রহ্মা ভগবান । বাবা বলেন, এ হলো তোমাদের ইমার্জিনেশন (ভ্রম, কল্পনা) । এখন তোমাদের কাছে অনেক সন্ন্যাসী আসে । অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসীদের কাছে যায়, গিয়ে বলে -- মহাত্মা জী, আসুন আজ আমার অল্প গ্রহণ করবেন । অনেক মানুষ তাদের খাতির যত্ন করে, ওরা পবিত্রতার প্রতীক তাই না ! আজকাল তো কিছু দুর্বৃত্ত ও সন্ন্যাসীদের বেশ ধারণ করছে । তোমরাতো সম্পূর্ণ স্বচ্ছ আর তোমরা হলে রাজস্বয়ী । এখন তোমরা উপর থেকে নীচ (উত্তরণ থেকে পতন) সবটাই বুঝে গেছ । জান আমরা দেবতারাই লক্ষ্মী -নারায়ণ হয়ে প্রালব্ধ ভোগ করি । আধাকল্প পরে যখন অন্যান্য ধর্মের স্থাপনা হয়, তখনই লড়াই ইত্যাদি শুরু হয়ে যায় । এসবই ড্রামায় নির্ধারিত । তোমরা মূলবতন, সুক্ষ্মবতন স্থূলবতন, সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তকে জেনে নলেজফুল হয়ে গেছ । চক্রকেও জেনে গেছ, চক্রবর্তী রাজা হওয়ার জন্য । ভারতে ডবল রাজমুকুটধারী রাজা -রানী এই লক্ষ্মী - নারায়ণই ছিলেন । সিংসল তাজধারীরা তাদের নমন করে । তাদের পবিত্রতার শক্তি ছিল । সত্য যুগে তারা ছিল সম্পূর্ণ পবিত্র নির্বিকারী । গায়নও আছে সর্বগুণসম্পন্ন। ওরা কি গায়ন করে ? স্বয়ং পূজারী যেখানে বিকারগ্রস্ত । সমস্ত সৃষ্টি চক্রের খেলা ভারতের উপর আধারিত । ডবল

সিরতাজ আর সিঙ্গল সিরতাজ , এখন তো কোনও তাজই নেই । তোমরা সারা সৃষ্টি চক্রকে বুঝে গেছ - ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টর কে ? তোমরা জেনেছ , এরপর তোমরা দেবতা হতে যাচ্ছ । মায়ার যে পাঁক তোমাদের লেগেছে তা এখন পরিষ্কার হচ্ছে। বাবা বলেন, আমি একাধারে ধোপা আবার শ্রেষ্ঠ স্বর্ণকার ও । তোমাদের অলংকার এখন ভড়িতে ঢালা হয়েছে, এরপর তোমরা খাঁটি অলংকার তৈরি হবে । বাবা হলেন ব্যারিস্টার, তোমাদের ৫ বিকারের জেল থেকে মুক্ত করেন । তোমরা রাবণের জেলে বন্দি হয়ে আছ । জেল থেকে মুক্ত হবার জন্য বাবা আইনি পরামর্শ ও দিয়ে থাকেন । বাবা বলেন, আমি আমার কার্য সম্পন্ন করে তোমাদের রাজ্য -ভাগ্য প্রাপ্ত করিয়ে, আমি অন্তর্ধান হয়ে যাই । তোমরা রাজধানী পেয়ে সুখী হবে আর আমি বাণপ্রস্থে গিয়ে বসে পরবো ।

আম্মা, সবচেয়ে ভাগ্যশালী কে ? বাবা বলেন, কন্যারা সবচেয়ে ভাগ্যশালী । বাবা বলেন, আমি তো আমার কর্তব্য পালন করি । তোমরা পতিত দুঃখী হয়ে হাহাকার কর, তাই বাবারও দায়িত্ব থাকে বাচ্চাদের মুক্তি - জীবন মুক্তি দেওয়া । এমন মুক্তিদাতা আর কেউ নেই । বাকি টাইটেল ওরা যা দেয় সব ভুল । বিনাশকালে মানুষের সম্পূর্ণ বিপরীত বুদ্ধি হয় । তোমরা বাচ্চারা বাবা-বাবা করতে থাক, মানুষ খোড়াই এর রহস্য বুঝবে । ওরা ভাববে হয়তো লৌকিক বাবাকে স্মরণ করছ । বাচ্চারা তোমরা জান যে, অনেক বার বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছেন । এ হলো ঈশ্বরীয় জ্ঞান । বাবা বলেন, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ কর, এতেই পরিশ্রম আছে । আম্মা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) বাবার কাছ থেকে জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও পড়াতে হবে। লাইট হাউস হয়ে সবাইকে মুক্তি - জীবনমুক্তির পথ দেখাতে হবে ।

২) একমাত্র বাবা, এই অব্যভিচারী স্মরণে নিজের স্থিতিকে একরস অচল -অটল করে তুলতে হবে । মহাবীর হতে হবে ।

বরদান : - উচ্চ স্থিতিতে থেকে প্রকৃতির হলচলের (অশান্ত) প্রভাব থেকে সরে থাকতে সমর্থ স্বরূপ প্রকৃতিজীত ভব

মায়াজীত তো হতে পেরেছ অর্থাৎ মায়াকে জয় করতে সমর্থ হয়েছ । এখন প্রকৃতিজীতও হয়ে উঠতে হবে, কেননা প্রকৃতি এখন নানা কারণে অশান্ত হয়ে উঠবে । কখনও সমুদ্রের জল উতাল হয়ে তার প্রভাব দেখাবে, আবার কখনও ধরিত্রী ভূমিকম্প, অগ্নুপাত ইত্যাদি দ্বারা তার প্রভাব দেখাবে । যদি প্রকৃতিজীত হয়ে ওঠে তবে, প্রকৃতির কোনও বিরূপ দোলাচলতা তোমাদের টলাতে পারবেনা । সদা সাক্ষী হয়ে সব খেলা প্রত্যক্ষ করবে । যেমন ফরিস্তাদের সবসময় উঁচু পাহাড়ের উপর দেখানো হয়, তেমনই তোমরা ফরিস্তারা ও সদা উঁচু স্টেজে থাকলে, যত উঁচুতে থাকবে হলচল থেকে স্বতঃ উপরে থাকবে ।

স্লোগান : - নিজের শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন (প্রকম্পন) দ্বারা সব আত্মাদের সহযোগের অনুভূতি
করানোই হলো তপস্যা ।

ভিক্ষুক নয়, সদাসর্বদার জন্য অধিকারী হও

আজ, বিশ্ব রচয়িতা বাবা বিশ্ব পরিক্রমা করতে করতে তাঁর মিলন স্থান, বাচ্চাদের রুহানী আনন্দ মেলায় পৌঁছে গেছেন । বিশ্ব পরিক্রমায় তিনি কি দেখলেন ? সেই সকল আত্মা, দাতার বাচ্চারা ভিক্ষুক রূপে ভিক্ষা করছে । কেউ কেউ রম্যাল ভিক্ষুক, কেউ কেউ সাধারণ । সবারই মুখের বা মনের থেকে একই ধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো, 'আমায় এই দাও আর আমায় ওই দাও' ! কেউ ধনের জন্য ভিখারি, কেউ সহযোগের ভিখারি, কেউ সম্বন্ধের ভিখারি, কেউ সাময়িক সুখ আর নিশ্চিন্ততার ভিখারি, কেউ আরামের বা নিদ্রার ভিখারি, কেউ এক ঝলক দর্শনের জন্য ভিখারি, কেউ মৃত্যুর জন্য ভিখারি, কেউ ফলোয়ার্সের জন্য ভিখারি । এইরকম অনেক প্রকারের, বাবার থেকে, মহান আত্মাদের থেকে, দেব আত্মাদের থেকে এবং সাকার সম্বন্ধে থাকা আত্মাদের থেকে এই দাও, ওই দাও বলে ভিক্ষা করছে । বেগার্সের দুনিয়া দেখে, বাপদাদা স্বরাজ্য অধিকারীদের সভায় এসে পৌঁছেছেন । যারা অধিকারী তারা কখনো এই দাও ওই দাও বলে ভিক্ষা করেনা, এমনকি তাদের সঙ্কল্পেও না । ভিখারিদের শব্দ, দাও, দাও , সেখানে অধিকারীদের শব্দ, এই সবই আমার অধিকার । এইরকম অধিকারী আত্মাই তো হয়েছে, তাই না ! তোমরা না চাইতেই, বাবা সকল অবিনাশী প্রাপ্তির অধিকার নিজে থেকেই তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন । সবাই তোমরা তোমাদের সঙ্কল্পে শুধুমাত্র একটা শব্দ প্রকাশ করেছে, আমার বাবা আর বাবা একবাক্যে বলেছেন, সর্ব খাজানার দুনিয়া তোমাদের । শুধুমাত্র একটা সঙ্কল্প বা শব্দসমষ্টি তোমাদের সর্বাধিকারী বানানোর নিমিত্ত হয়েছে । আমার আর তোমার এই দুটো শব্দ তোমাদেরকে চক্রের ফাঁদেও আটকে দেয় আবার এই দুই শব্দই সর্ব বিনাশী দুঃখময় চক্র থেকে মুক্ত করে সর্বপ্রাপ্তির অধিকারীও বানায় । তোমরা বিভিন্ন সব চক্র থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র এক স্বদর্শন চক্র নিয়েছো অর্থাৎ তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে গেছ । যখনই তোমরা কোনোরকম তন-মন-ধন-জন, সম্বন্ধ সম্পর্কের চক্রে ফেঁসে যাও, তো সেটার কারণ, তোমরা স্বদর্শন চক্র ছেড়ে দাও । স্বদর্শন চক্র সদাসর্বদা একটা আঙুলের ওপরেই দেখানো হয় । পাঁচ আঙুল বা দুই আঙুল নয় । একটা আঙুল অর্থাৎ একটাই সঙ্কল্প - আমি বাবার আর বাবা আমার । এই এক সঙ্কল্প রূপী এক আঙুলের ওপরে স্বদর্শন চক্র ঘোরে । যখন তোমরা এক সঙ্কল্প ছেড়ে অনেক সঙ্কল্প আঁকড়ে ধরো, তখন অনেক রকম চক্রের ফাঁদে পড়ে যাও । স্বদর্শন-চক্রধারী অর্থাৎ স্ব-এর অর্থাৎ নিজেকে দর্শন করা আর সদাসর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকা । স্ব দর্শন যদি না থাকে, তবে প্রসন্নচিত্ত হওয়ার পরিবর্তে প্রশ্ণচিত্ত হয়ে যাও । প্রসন্নচিত্ত হওয়া অর্থাৎ যেখানে কোনো প্রশ্ণ নেই । সুতরাং স্বদর্শন দ্বারা নিরন্তর খুশি এবং সন্তুষ্ট থাকা অর্থাৎ সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী । স্বপ্নের সঙ্কল্পেও বাবার সামনে ভিখারী রূপ নিও না, "এই কাজ করে দাও" অথবা "করিয়ে নাও" ! "এই অনুভব করাও" "এই বিদ্ব সন্নিবেশ দাও" । মাস্টার দাতার দরবারে কোনো অপ্রাপ্তি হতে পারে ? এটা অবিনাশী স্বরাজ্য ; যে রাজ্যে সর্ব খাজানার ভান্ডার পরিপূর্ণ । ভান্ডার যখন ভরপুর তখন তাতে কি কোনো অভাব থাকতে পারে ? তোমরা না চাইতেই যে দাতা নিজে থেকেই অসীম এবং অবিনাশী সবকিছু দিয়ে দিচ্ছেন, তাঁকে বলারই কি প্রয়োজন আছে ! তোমাদের সঙ্কল্প বা ভাবনার থেকেও পদমগুণ বেশি বাবা নিজেই তোমাদের দিয়ে দেন । সুতরাং সঙ্কল্পেও এই ভিখারীভাব রেখোনা । একেই বলা হয় অধিকারী । এইরকম অধিকারী হয়েছে ? তোমরা এই গীতই তো গেয়ে থাকো, আমি সবকিছু পেয়ে গেছি , নাকি এই অনুযোগের গীত গাও - এখনও এটা আমাকে পেতে হবে, আমাকে এটা পেতে হবে ! যেখানে মনোযোগ (ইয়াদ) থাকে, সেখানে

অনুযোগ (ফরিয়াদ) থাকতে পারেনা । যেখানে অনুযোগ আছে সেখানে মনোযোগ নেই ! বুঝেছো তোমরা ?

কখনো কখনো রাজ্য অধিকারী স্থিতির ড্রেস বদলে, ভিক্ষে চাওয়া ভিখারির পুরানো ড্রেস তোমরা ধারণ করো না তো ? তোমার সংস্কাররূপী পেটিতে কোনকিছু লুকিয়ে তো রাখনি ? পেটি সমেত স্থিতিরূপী ড্রেস জ্বালিয়ে দিয়েছো নাকি প্রয়োজনের জন্য অবশিষ্টাংশ সরিয়ে রেখেছো ? তোমার সংস্কারে সামান্যতমও অংশমাত্র থাকতে দিও না । নয়তো, দোরঙা হয়ে যাবে, কখনো ভিখারী, কখনো অধিকারী, এইজন্য সদা এক শ্রেষ্ঠ রঙে রঙিন হয়ে থাকো । তোমরা যারা পাঞ্জাবের তারা রঙ লাগানোয় খুব চতুর, তাই না ? কাঁচা রঙে রঙ করো না তো ! রাজস্থানের তোমরা রাজ্য অধিকারী, তাই না ! অধীনতার সংস্কার তোমাদের নয় । তোমরা সদা রাজ্য অধিকারী । তৃতীয় গ্রুপ ইন্দোর, সদা মায়াব প্রভাবের উর্ধ্বে, সদা ইন-ডোর । অন্দরে থাকা অর্থাৎ যারা সদা বাবার ছত্রচ্ছায়ার অন্দরে থাকে । সেটাও তো মায়াজিৎ হওয়াই হলো, তাই না ! চতুর্থ গ্রুপ, মহারাষ্ট্র অর্থাৎ মহান আত্মা । মহান সবকিছুতে, তোমাদের সঙ্কল্প, বোল, কর্ম তিনেই অতিশয় মহান । মহান আত্মারা সদা সম্পন্ন আত্মা । চারদিকের চার নদী একত্রিত হয়েছে, কিন্তু তোমাদের সকলের সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হওয়ার অধিকার আছে, তাই না ? চারের সাথে পঞ্চম যারা ডবল বিদেশি । পাঁচ নদীর মিলন কোথায় ? মধুবনের তীরে । নদী আর সাগরের মিলন । আত্মা ।

যারা স্বরাজ্য অধিকারী এবং স্বদর্শন চক্রধারী তথা সদা প্রসন্নচিত্ত থাকে, যারা সর্ব খাজানায় ভরপুর মহান আত্মাদের, যারা স্বপ্নের মধ্যেও ভিখারিভাব সমাপ্ত করে, দাতার এমন মালামাল বাচ্চাদের অবিনাশী বাপদাদার অমর ভব এবং সদা সম্পূর্ণ স্বরূপ ভব -র বরদান, স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

পার্টীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার: -

১) কতো ভাগ্যবান তোমরা যে বিভিন্ন জায়গার শাখাসমূহকে এক বৃক্ষের বানানো হয়েছে । এখন, সবাই তোমরা নিজেদের একই বৃক্ষের মনে করো, তাই না ! সবাই একই চন্দন বৃক্ষ হয়েছে । আগে তোমরা ছিলে বিভিন্ন ধরনের কাঠের টুকরো । এখন, সবাই তোমরা চন্দন বৃক্ষের টুকরো হয়েছে । চন্দন সুগন্ধি দেয় । প্রকৃত চন্দনের কতো ভ্যালু ! আর ভালোবেসে সবাই চন্দনকে নিজেদের কাছে রাখে । চন্দনের মতো এমন সুগন্ধি দেওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাবাও সদা সাথে রাখেন । এক হলো, বাবা সদা তোমাদের সাথে রাখেন আর দ্বিতীয়তঃ , বিশ্বের সামনে তোমরা অমূল্য রত্ন । বিশ্ব এখনো জানেনা, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কতো উঁচু নজরে তারা তোমাদের দেখবে ! নক্ষত্রদের যেমন উঁচু নজরে দেখে ঠিক সেভাবেই তোমাদের অর্থাৎ জ্ঞান নক্ষত্রদের দেখবে । তোমরা যে ভ্যালুয়েবল হয়ে গেছ, তাই না ! তোমরা শুধু চন্দন বৃক্ষের হয়ে গেছ, ভগবানের সাথী হয়ে গেছ । সুতরাং, সদা নিজেকে বাবার সাথে থাকা নামিগ্রামী (বিখ্যাত) আত্মা মনে করো তো ? তোমরা কতো প্রসিদ্ধ, যারা আজও পর্যন্ত জড় চিত্রে মহিমাম্বিত এবং পূজিত হও । সারা কল্প ধরে তোমরা নামিগ্রামী থাকো ।

ঘরে বসে বসেই তোমরা পদ্মাপদম সৌভাগ্যবান হয়ে গেছ, তাই না ! সৌভাগ্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে । তোমরা ভাগ্যের পিছু নাওনি, বরং ভাগ্যই তোমাদের ঘরে পৌঁছে গেছে । এইরকম সৌভাগ্যবান আর কেউ হতে পারে ! জীবনই শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে । জীবন এক-দু'ঘন্টার নয় ! জীবন সদাকালের ! তোমরা শুধু যোগীই হওনি, বরং যোগী জীবন যাপনকারী হয়ে গেছ । যোগী জীবন অর্থাৎ নিরন্তর যোগী । যে নিরন্তর যোগী হবে তার ভোজনপান করতে করতে, চলতে-ফিরতে, বাবা

আর আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা - সদা এই স্মৃতি থাকবে। বাবাও যেমন বাচ্চাও তেমন, যা বাবার গুণ, যা বাবার কার্য, তা' বাচ্চাদেরও। একেই বলা হয়ে থাকে যোগী জীবন। এমন যোগীরা সদা একের ভালোবাসায় মগ্ন থাকে, তারাই পারে সবসময় প্রফুল্ল থাকতে। মনের প্রফুল্লতা শরীরকেও প্রভাবিত করে। যখন তোমরাই সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ, যেখানে সবকিছুতে প্রাপ্তি সেখানে তো প্রফুল্লতা থাকবেই, তাই না ! দুঃখের লেশমাত্র নেই। সদা সুখস্বরূপ অর্থাৎ সদা উৎফুল্ল। দুঃখের দুনিয়ার প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ নেই। দুঃখের দুনিয়ার প্রতি যদি তোমাদের বুদ্ধি যায়, তাহলে বুদ্ধির যাওয়া অর্থাৎ আকর্ষণ, যারা সদা উৎফুল্ল থাকে তারা দুঃখের দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেনা। যদি তোমরা আকৃষ্ট হও তবে তোমরা প্রসন্ন থাকতে পারোনা। অতএব, সদা প্রসন্ন থাকো। উত্তরাধিকার সদাসর্বদার ! এটাই বিশেষত্ব।

সঙ্গমযুগ, বরদানের যুগ। বরদানের যুগে যারা পাট প্লে করবে তারা তো সদা বরদানী হবে, তাই না ! বরদান থাকলে মেহনত করার প্রয়োজন নেই। যেখানে মেহনত আছে, সেখানে বরদান নেই। সবাই তোমরা রাজ্যভাগ্য বরদানরূপে লাভ করেছে, নাকি মেহনতের দ্বারা ? তোমরা বরদাতার বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে বরদান লাভ করেছে। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বরদান, অবিনাশী ভব ! তোমরা যখন অবিনাশী হয়েছে তখন অবিনাশী বরসা স্বতঃই লাভ করবে। তোমরা অবিনাশী যুগের অবিনাশী আত্মা। বরদাতা তোমাদের বাবা হয়েছেন, শিক্ষক হয়েছেন এবং সদগুরু হয়েছেন, তাহলে আর বাকি কি থাকলো। সদা এইরকম স্মৃতি থাকতে হবে। অবিনাশী হওয়া অর্থাৎ সদা একরস স্থিতিতে স্থিত। কখনো উপরে কখনো নীচে নয়, কেননা তোমরা বাবার উত্তরাধিকার লাভ করেছে, বরদানপ্রাপ্ত হয়েছে তো নিচে কেন আসবে ? সুতরাং সদা উঁচু স্থিতিতে থাকা তোমরা মহান আত্মা, সবসময় এটা স্মরণে রাখবে। বাবার বাচ্চা হয়েছে আর তাই তোমরা বিশেষ আত্মা হয়ে গেছ। বিশেষ আত্মার প্রত্যেক সঙ্কল্প, প্রত্যেক বোল এবং কর্ম বিশেষ হবে। এইরকম বিশেষ বোল, কর্ম বা সঙ্কল্প এতই বিশেষ হতে হবে যাতে অন্যান্য আত্মারাও বিশেষ হয়ে ওঠার প্রেরণা পায়। তোমরা এমনই বিশেষ আত্মা ! যতই সাধারণ দুনিয়ায় সাধারণ রূপে তোমরা পড়ে থাকো না কেন, তবুও তোমরা পৃথক অথচ বাবার প্রিয়। তোমরা কমল ফুলসম। তোমরা নোংরা হীন কোনকিছুর জালে আটকা পড়ে যাওনা, বরং অন্যদের ধূলাময়লা থেকে সরিয়ে আনো। আত্মা।

২) নিজেকে সদা নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন মনে করো ? সদা নিশ্চয় বুদ্ধি অর্থাৎ সদা বিজয়ী হওয়া। যেখানে নিশ্চয় সেখানে স্বতঃই বিজয়। যদি জিত না হয় তবে কোথাও নিশ্চয়ের অভাব আছে। সেটা নিজের প্রতি নিশ্চয়ে হোক বা বাবার প্রতি নিশ্চয়ে, অথবা নলেজের নিশ্চয়ে, যে কোনও নিশ্চয়ের অভাব মানেই বিজয় হবে না। নিশ্চয়ের লক্ষণ জয়। তোমরা তো এটা অনুভব করেছে, তাই না ! যারা নিশ্চয় বুদ্ধি মায়া তাদের টলাতে পারে না। তারা মায়াকে টলাতে পারে, কিন্তু নিজেরা অনড় থাকবে। নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন অটল থাকলে নিজেও অটল হবে। ফাউন্ডেশন যেমন মজবুত হবে, বিল্ডিংও তেমনই তৈরি হবে। নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন অনড় হলে তখন কর্মরূপী বিল্ডিংও অনড় হবে। মায়াকে তোমরা খুব ভালোভাবে জেনে গেছ, তাই না ! কেন এবং কখন মায়া আসে এই বোধোদয় তো তোমাদের হয়েছে, তাই না ! যাদের জানা আছে যে মায়া এই পথে আসে, তারা তো সেফই থাকবে, তাই না ! যদি জানা থাকে যে শত্রু কোথা দিয়ে কিভাবে আসবে, তবে সেই অনুযায়ী সেফটির ব্যবস্থা করবে, তাই তো ! তোমরাও যদি সমঝদার (বিচক্ষণ) হও, তবে মায়া কেন তোমাদের আক্রমণ করবে, মায়ার তো পরাজয় হওয়া উচিত। সদা বিজয়ী রত্ন তোমরা, কল্প-কল্পের

বিজয়ী - এই স্মৃতি দ্বারা সমর্থ হয়ে সামনে এগিয়ে চলো । কাঁচা পাতা পাখি খেয়ে নেয় । সুতরাং পাকা হও অর্থাৎ শক্তিশালী হও । পাকা হয়ে গেলে তো মায়ারূপী বিহঙ্গ খেতে পারবে না, সেফ থাকবে ।

৩) শান্তির সাগরের বাম্বা তোমরা অনুষ্ণ শান্তির প্রতিমূর্তি হয়েছে ? বিশ্বে তোমরাই শান্তি স্থাপনাকারী আত্মা, এই নেশা আছে তোমাদের ? তোমাদের স্বধর্মই হলো শান্ত আর কর্তব্যও বিশ্ব শান্তি স্থাপন করার । যারা নিজেই শান্তস্বরূপ তারাই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে পারে । তোমরা শান্তির সাগর বাবার বিশেষ সহযোগী আত্মা । বাবারও এই কাজ সুতরাং বাম্বাদেরও এই কাজ । অতএব, সদা শান্তির প্রতিমূর্তি হয়ে থাকো ; অশান্তির নাম মাত্রও হতে দিওনা । অশান্তির দুনিয়া তোমরা পরিত্যাগ করেছে । তোমরা এখন শান্তির দেব-দেবী হয়ে গেছ । তারা বলে শান্তিদেবা , তাই না ! শান্তি প্রদানকারী শান্তিদেব আর শান্তিদেবী হয়ে গেছ । এই কার্যে সদা বিজি থাকলে স্বতঃই মায়াজিৎ হয়ে যাবে । যেখানে শান্তি আছে মায়া সেখানে কিভাবে আসবে ! শান্তি অর্থাৎ আলোর সামনে অন্ধকারের অনুপস্থিতি । অশান্তি চলে গেছে । অর্ধকল্পের জন্য তোমরা আশান্তিকে বিদায় দিয়েছো । এইভাবেই তোমরা একে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছো, তাই না ! আচ্ছা ।

বরদানঃ - অমৃতবেলার মহত্বকে জেনে মহান হয়ে বিশেষ সেবান্বিতী ভব

সেবান্বিতী অর্থাৎ তোমাদের চোখ খোলার সাথে তোমরা বাবার সাথে বাবা সমান হওয়ার স্থিতি অনুভব করো । যারা বিশেষ বরদানের সময়কে জানে এবং বরদানের অনুভব করে, তারাই বিশেষ সেবান্বিতী । যদি এই অনুভব না হয় তবে তুমি সাধারণ সেবান্বিতী হলে, বিশেষ নয় । যাদের অমৃতবেলার, সঙ্কল্পের, সময়ের, সেবার মহত্বের জ্ঞান আছে, তারা এইরকম সর্ব মহত্বকে জেনে মহান হয় আর অন্যদেরও এই মহত্ব জানিয়ে মহান বানায় ।

স্লোগানঃ - জীবনের মহত্ব হল সত্যতার শক্তি, যাতে সকল আত্মারা নিজে থেকেই আনত হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সঙ্গম যুগ হলো ব্রাহ্মণদের পুরী, এখানে তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা হয়েছো, তোমাদের বেহদের বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে এবং অন্যদেরও দেওয়াতে হবে"

প্রশ্ন : - এই জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে বোঝার জন্য কি প্রকারের বুদ্ধির প্রয়োজন ?

উত্তর : - ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই এই জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে । এ হলো বেহদের ব্যবসা । বাবা বাচ্চাদের রোজগারের বিভিন্ন যুক্তি বলতে থাকেন । বাচ্চাদের কাজ হলো পরিশ্রম করা । এমন যুক্তি বের করা উচিত যে, নিজেরও কামাই জমা হতে থাকে আর সকলেরও কল্যাণ হয় । বাবার স্মরণ এবং সেবাই হলো কামাইয়ের সাধন ।

গীত : - রাতের পথিক, শ্রান্ত হয়ে না...

ওম শান্তি । পারলৌকিক বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, তিনি বলছেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের পারলৌকিক পিতা, আমাকে তোমরা ভুলো না । গায়নও আছে যে, গীতার ভগবান । বাইবেলের ভগবান বা কোরানের ভগবান কখনোই কেউ বলবে না । কোনো ধর্মস্থাপকরা এমন বলবে না যে, হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের পারলৌকিক বাবা, আমাকে স্মরণ করো । এমন কেউই কাউকে বলতে পারে না । বাচ্চা জন্ম হলে বাবাকে জানতে পারে । সে বাবাকেই স্মরণ করতে থাকবে কারণ সে উত্তরাধিকারী । এখন পারলৌকিক বাবা বলছেন - হে আমার হারানিধি (সিকিলিধে) বাচ্চারা, এখন তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে । বাচ্চারা, আমি তোমাদের পরমধাম, নির্বাণধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি । তোমরা ভক্তরা, আমাকে (ভগবানকে) স্মরণ করতে । আমি এখন বলছি, তোমরা আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো । আমি তোমাদের সুখধামে নিয়ে যাবো । নিজের মনে দেখো - তোমরা অর্ধেক কল্প কতো দুঃখ পেয়েছিলে । প্রথমেই কেউ এত দুঃখ পায় না । পরে দুঃখ বৃদ্ধি পায় । পারলৌকিক বাবা এখন বলছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । তিনি সমস্ত ধর্মের মানুষকে বলেন - -হে আমার বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের ভাই - ভাই মনে করে এসেছো । এখন তোমাদের আত্মাদের যে পারলৌকিক বাবা, যাঁকে সমস্ত জীব আত্মারা দুঃখের সময় স্মরণ করে এসেছে - তিনি এখন ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা তোমাদের বোঝাচ্ছেন । এ কথা বোঝানো হয় ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের । প্রজাপিতা ব্রহ্মার কেবল কুমারীরাই ছিলো না, কুমার - কুমারী উভয়েই ছিলো । ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারীরা ভাই - বোন ছিলো । তারা একই বাবার সন্তান এবং একই দাদুর পৌত্র - পৌত্রী ছিলো । বাচ্চারা, তোমাদের সামনে বসে বোঝানো হয় । তোমরা সামনে বসেই সব শোনো এবং বোঝো যে, আমরা সবাই নিরাকারী শিববাবার সন্তান । বরাবর আমরাই ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার থেকে স্বর্গের বাদশাহী নেওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছি । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা তোমাদের যা বোঝান, তোমাদের তা অন্যদেরও বোঝাতে হবে । যে লৌকিক ভাই - বোনেরা আছে, তাদেরও বোঝাতে হবে । তোমরা হয়ে গেলে পারলৌকিক । পারলৌকিক বাবার থেকে তোমরা অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নাও । তোমাদের পারলৌকিক ভাই - বোন বলা হবে । ওরা হলো লৌকিক ভাই - বোন ।

তাই বাবা বলেন - বাম্বারা, পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো তোমরা বুদ্ধির যোগ লাগাও, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। পাপও ভস্ম হয়ে যাবে। বাবার স্মরণকেই যোগ অগ্নি বলা হয়। এই সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থাকলে তোমরা শক্তি পাবে। সেই এক নিরাকার বাবা এই ব্রহ্মা মুখের দ্বারা শোনান। অবশ্যই তো রথের প্রয়োজন, যেই রথের উপর উনি অধিষ্ঠান করবেন। ইনি হলেন রথ, এনার মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা অধিষ্ঠান করে বাম্বাদের শিক্ষা দেন। তিনি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন, যাতে তোমরা ভবিষ্যতে চক্রবর্তী রাজা - রাণী হতে পারবে, আর নিরন্তর স্মরণ করার কারণে বিকর্মজিত হতে পারবে, পবিত্র পুণ্য আত্মাও হয়ে যাবে। বাবা যে স্বর্গ স্থাপন করেন, তোমরা সেই স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা - মহারানী হয়ে যাবে, তাও ২১ জন্মের জন্য, আর ভারতে যে সব উৎসব হয় - শিব জয়ন্তী, হোলী, রাখী, জন্মাষ্টমী, দিওয়ালি আদি, এইসব উৎসবের গুরুত্ব আর প্রত্যেকটি উৎসবের বায়োগ্রাফি আমরা তোমাদের শোনাচ্ছি। এসো বোন - ভাইয়েরা, আমরা তোমাদের পারলৌকিক বাবার পরিচয় দেবো। এই পরিচয় পেয়ে সহজ রাজযোগ শিখে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হবে। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি, পবিত্রতা - সুখ - শান্তিময় - অটল - অখণ্ড রাজ্য করবে। এ কথা কাউকে বোঝানো খুবই সহজ। এই রীতিতে লিখতেও হবে। বাবার বোঝানো এই রহস্য আমরা তোমাদের বোঝাবো। বাবার বাম্বা হলে তবেই তো অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা মিলবে, তাই না। তোমরাও বেহদের বাবার কাছে এসে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা নাও। জন্মে জন্মে তো হদের (লৌকিক) বর্ষা নিয়ে এসেছো। সে হলো দুঃখের বর্ষা কারণ এ হলো রাবণ রাজ্য। রামরাজ্যে সদা সুখ ছিলো। তারপর মায়া রাবণের রাজ্যে তোমরা দুঃখী হয়ে গেছো। এ কথা তো তোমরা যে কোনো কাউকেই বুঝিয়ে বলতে পারো। জনসাধারণের ভাষণেও তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারো। উঁচুর থেকে উঁচু হলো ভগবান। এরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, তারপর তাঁদের মহিমা। গায়নও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। তাহলে অবশ্যই তিনি স্থূল বতনে থাকবেন। ব্রাহ্মণরা হলো ব্রহ্মার সন্তান। তাঁকেই প্রজাপিতা বলা হয়। প্রথমদিকে ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রয়োজন। উঁচুর থেকে উঁচু হলো ব্রাহ্মণ বর্ণ। এই বর্ণ কে স্থাপন করেন? পরমপিতা পরমাত্মা। সকলেই এই পিতার সন্তান। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের বসে পড়ান। এই সঙ্গম যুগ হলো ব্রাহ্মণদের পুরী। এরপর রুদ্রপুরীতে গিয়ে বিষ্ণুপুরীতে আসে। যারা নিরন্তর স্মরণ করবে তারাই প্রথমে রুদ্র মালাতে আসবে। সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী রাজা তো হয়, তাই না। তাই এই সময় পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা রাজযোগ শিখলে রাজপদ পায়। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের বাবা, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো, বুদ্ধির যোগ আমার সাথে যুক্ত করো। এ হলো রুহানী যাত্রা। জন্ম - জন্মে তোমরা তো শরীরের যাত্রা করে এসেছো, এখন বাবা এসে তোমাদের রুহানী যাত্রা শেখান। তিনি বলেন - আমাকে স্মরণ করো, আর তোমাদের সুইট হোমকে স্মরণ করো, যেখান থেকে তোমরা অভিনয় করতে এসেছো। তোমরা গোরা ছিলে, এই বিশ্বে রাজত্ব করতে, এরপর তোমরা কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছো, সুন্দর থেকে শ্যাম হয়ে গেছো। ভারত খুব সুন্দর ছিলো। নামই ছিলো স্বর্গ, এখন তো নরক হয়ে গেছে, তাই না। তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হও, তখন উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান শিব আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এঁদের দ্বারা বাবার কার্য করান। এনাদের তিনি নিমিত্ত করেছেন। তিনি তো করাওনহার, তাই না। ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য তিনি ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন যে - আমি এই রাজযোগ শিখিয়ে তোমাদের সম্পূর্ণ করবো, তারপর বিনাশ হবে। তারপর যার যার পুরুষার্থ অনুসারে, বাবা যে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন সেখানে গিয়ে রাজত্ব করবে। সমস্ত কিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। মানুষ বলে যে গঙ্গা পতিত - পাবনী, তাহলে পরমাত্মাকে ডাকে কেন যে, --হে পতিত পাবন এসো? তাই পূজারী ভক্তদের তো ভক্তির ফল পাওয়া চাই, তাই না। স্বর্গে তোমরা

জীবনমুক্তির ফল পাও, আর সবাই পায় শান্তির ফল । স্বর্গে সুখ - শান্তি দুইই ছিলো, সবাই সুখী ছিলো যারা রাজযোগ শিখেছিলো । বিকর্ম তো বিনাশ করতেই হবে, হিসেব - নিকেশও শোধ করতে হবে । তারপর আবার নতুনভাবে অভিনয় করতে হবে । সকলের হিসেব - নিকেশ শোধ করিয়ে, পবিত্র বানিয়ে বাবা সাথে করে নিয়ে যান । এইসব রহস্যই বোঝার ।

মানুষ যখন ভগবানকে স্মরণ করে, তখন ভগবানকে অবশ্যই এই সৃষ্টিতে আসতে হয় । তিনি বলেন, আমি এই সৃষ্টিতে এসে ভক্তদের ভক্তির ফল দিই । আমি মুক্তি বা জীবনমুক্তি, শান্তি বা সুখ দিই । মানুষ দুনিয়াতে সুখ, শান্তি আর সম্পত্তিই চায় । মানুষ তো সম্পত্তির জন্যই পুরুষার্থ করে যাতে ধনবান হতে পারে । তারা মনে করে যে সম্পত্তিতেই সুখ কিন্তু যার যতই সম্পত্তি থাকুক না কেন, এ তো মায়ার রাজ্য । যেহেতু পতিত দুনিয়া তাই পাপ অবশ্যই হয়ে যাবে । মানুষ সম্পত্তির জন্য অনেক পাপ করে । এ হলোই পাপাত্মাদের দুনিয়া । এখানে কোনো পুণ্য আত্মাই নেই । পুণ্য আত্মাদের দুনিয়ায় কোনো পাপাত্মা থাকে না । যথা রাজা রানী তথা প্রজা সকলেই পুণ্য আত্মা হয় সেখানে । এই পতিত দুনিয়াতে পবিত্র দেবী দেবতাদের রাজারাও পূজো করে, কেননা তারা মনে করে - ঐরা সর্বগুণ সম্পন্ন । আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই ----আমাদের দয়া করুন ---- আবার তারা বলে --আমরাই ভগবান । পতিতদের পবিত্র তো একমাত্র বাবাই করেন । পতিত - পাবন বলাতে বুদ্ধি এক নিরাকার ভগবানের দিকেই চলে যাওয়া উচিত । নিরাকারেরও তো ভক্ত হয় । তাই এই নিরাকার বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, যতক্ষণ না তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাবে, কিভাবে উপাসনা করবে ? যদিও বলে পরমপিতা পরমাত্মা শিব । নিরাকারের ভক্তও তো হয় । যারা নিরাকারকে স্মরণ করে কিন্তু তিনি কে ? সম্পূর্ণ পরিচয় তো চাই । নিরাকারকে কেন স্মরণ করবে ? এতে কি পাবে ? তাহলে কি নিরাকারী দুনিয়ায় যাবে ? আত্মাদের তো নিরাকারী দুনিয়াতে যাওয়ার পথ জানা নেই । যদিও সবাই স্মরণ করে কিন্তু পরিচয় ছাড়া । এইভাবে স্মরণ করলে তো কেউই পবিত্র হবে না । এখানে তো নিরাকার নিজেই সাকারে আসেন । মানুষ তো নিরাকারী দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য কতো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কিন্তু কেউই যেতে পারে না । পথ তো কেউই জানে না । শরীরের যাত্রা করায় যে পান্ডারা, তারা রাস্তা জানে, তাই তারা নিয়ে যায় । এখানে এই রাস্তা কেউই জানে না, যে বোঝাবে । তাই বলে থাকে - ঈশ্বর অন্তহীন, তাহলে কিভাবে স্মরণ করবে ? কিছুই বুঝতে পারে না । কেউ বলে অন্তহীন, কেউ বলে নিরাকার, তাই নিরাকারের ভক্ত হয় । আজকাল তো আবার বলে দেয়, আমিই সেই । দিন - প্রতিদিন তমোপ্রধান মত হয়ে যাচ্ছে । যেই আসে, সেই বলতে থাকে । বাবা বোঝান যে - উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা, এমন গায়ন আছে । সর্বব্যাপী বললে তো সবাই উঁচুর থেকে উঁচু হয়ে যায় । এত পতিত - দুঃখী, তারা উঁচুর থেকে উঁচু কিভাবে হবে । একদিকে বলে, নাম রূপ থেকে পৃথক, আবার বলে দেয় তিনি নুড়ি - পাথরেও আছেন, একেই বলা হয় ধর্মের গ্লানি । এখন আবার বলে আমিই পরমাত্মা । এখন যা কিছুই অতীত হয়ে গেছে, সবই ড্রামা । তা আবারও হবে । ভুলের পরে ভুল, গ্লানির পরে গ্লানি করতে করতে ভারত এমন পতিত হয়ে গেছে । বাবার পরিচয় তো সবাইকে পেতে হবে । এত ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের দ্বারা জ্ঞান পাওয়া যাবে যে তোমাদের প্রভাব আসতে থাকবে । এ তো বরাবর পরমপিতা পরমাত্মারই কথা । সবার থেকে উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তাঁর মহিমা অনেক, যার কোনো পারাবার নেই । বাবা এখন বসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন --আমি কি করি ? আমি এসে সমস্ত পাপ আত্মাদের পুণ্য আত্মা বানাই, রাজযোগ শেখাই । এমন গায়নও আছে যে, ঈশ্বরের গতি - মতি কেউ বুঝতে পারে না । তাহলে তো তিনি অবশ্যই যখন এখানে আসবেন, তখনই তো মত দেবেন, তাই না । ক্রাইস্টের আত্মা এসেছিলো খৃষ্টান ধর্ম

স্থাপন করতে । বাবার মত তো সবার থেকে আলাদা । এই বাবা তো হলেন সবার থেকে উঁচু । ভারতে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ দেবী - দেবতারা ডবল মুকুটধারী হয়েছিলেন । বাবারই হলো শ্রীমত । ভগবান উবাচঃ ---আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, যা আর কেউই শেখাতে পারে না । লেখা আছে ভগবান উবাচঃ । তিনি হলেন হেভেনলী গড ফাদার, যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন, স্বর্গের জন্য তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রাজযোগ শেখান । ব্রাহ্মণ বর্ণ সবথেকে উঁচু । বাবা সেবার অনেক যুক্তি বলে দেন । কেউ যদি গালিও দেয়, তোমরা চিত্র রেখে দিও, তাতে লেখা থাকবে যে, এই বর্ণে ভারতই আসে । এখন হলো কলিযুগ, শূদ্র বর্ণ । এরপর তোমরা বাবার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছো । তোমাদের নাম হলো ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । তোমাদের চিত্র এমন হওয়া উচিত যে মানুষ যেন আশ্চর্য হয়ে যায় যে, এমন চিত্র তো কোথাও দেখি নি । এই জ্ঞান ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে । এই ব্যবসাও খুব ভালো । তাই এই শ্রীমত দানকারীও সর্বোত্তম কিন্তু অনেক বাচ্চারাই পরিশ্রম করে না । ঘরে শুয়ে থাকলে বাবা আবার খাড়া করে দেন । তোমরা এক চিত্র বানাও, এতে হাজার মানুষের কল্যাণ হবে, সবাই তোমাদের বাহ - বাহ করবে । "বন্দে মাতরম্" বলবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রুদ্র মালাতে এক নম্বরে আসার জন্য নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকতে হবে । বাবা এবং সুইট হোমের স্মরণে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে ।

২) রুহানী পান্ডা হয়ে সবাইকে প্রকৃত যাত্রা করাতে হবে । এক বাবার শ্রীমতে নিজেকে ডবল মুকুটধারী বানাতে হবে ।

বরদান : - অমৃতবেলা থেকে নিয়ে রাত পর্যন্ত মর্যাদাপূর্বক চলে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব

সঙ্গমযুগের মর্যাদাই পুরুষোত্তম বানায় তাই বলা হয় মর্যাদা পুরুষোত্তম । তমোগুণী বায়ুমণ্ডল, ভাইব্রেশনের থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজ সাধন হলো এই মর্যাদা । মর্যাদার ভিতরে যারা থাকে, তারা পরিশ্রম থেকে বেঁচে যায় । প্রতি পদেই বাপদাদার দ্বারা মর্যাদা পাওয়া গেছে, সেই অনুযায়ী কদম ওঠালেই স্বতঃই মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে যায় । তাই অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত মর্যাদাপূর্বক জীবন হলেই বলা হবে পুরুষোত্তম অর্থাৎ সাধারণ পুরুষ থেকে উত্তম আস্ত্রা ।

স্লোগান : - যে মানুষ যে কোনো বিষয়ে নিজেকে মোল্ড করে নিতে পারে, সেই সকলের আশীর্বাদের পাত্র হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে স্বয়ং বাবা এসে আমাদের ভাগ্য উদয় করেছেন, এখন আমরা ভারতের সুপ্ত ভাগ্য উদয়ের নিমিত্ত হয়েছি"

প্রশ্ন:- নিরন্তর খুশীতে থেকে কারা খুশীর লাফ দিতে পারে ?

উত্তর :- ১. যারা দিন-রাত নিজেকে সেবায় ব্যস্ত রাখে। ২. যারা কখনও মাতা-পিতার সঙ্গে রাগ অভিমান করেনা। যদি কোনো কথায় নিজেদের মধ্যে বা মাতা পিতার সঙ্গে অভিমান করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তাহলে খুশীতে লাফাতে পারেনা। মায়া তাদের চড় মেরে দেয়। যারা সবাইকে হাসায় তারা কখনও অভিমান করতে পারেনা।

গীত :- আগামী কালের ভাগ্য তোমরা ।

ওমশান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। পতিত-পাবন হলেন সদগুরু। সদগুরুর সম্মুখে মিথ্যে গুরুও অনেকেই আছে। যেমন গায়ন আছে মিথ্যা মায়া মিথ্যা কায়া সত্য যুগে এমন বলা হবেনা। তার নামই হল সত্যখন্ড। ভারত হল সত্যখন্ড। সত্যখন্ড নাম কেন পড়েছে ? কারণ এই হল বেহদের বাবার জন্মভূমি। এই কথা আর কারো বুদ্ধিতে নেই যে পরম পিতা পরমাত্মাকে টুখ অর্থাৎ সত্য বলা হয় এবং ভারত হল ওঁনার জন্ম ভূমি। বাবা আসেন এই কথা বোঝাতে। এই ভারত বাস্তবে স্বর্গ ছিল , এখন হয়েছে নরক। আমি ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে আসি।

এখন তোমরা জানো যে একসময় ভারতে বিদেশিদের রাজত্ব ছিল, তখনও নরক ছিল, এখন তো আরও ঘোর নরকে পরিণত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে কত রেষারেষি তাই এই লড়াই। ভাষার ক্ষেত্রে কত ক্র্যাকশন পড়েছে অর্থাৎ ভাঙ্গন রয়েছে। বলে দেয় আমরা সবাই এক। বাস্তবে এত মানুষ সবাই হল ব্রাদারহুড। কোনোরকম মত ভেদাভেদ হওয়া উচিত নয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও মতের ভিন্নতা থাকা উচিত নয়। কিন্তু কতখানি মত বিরোধ আছে এখন ! এখন তো ভাষা নিয়েও মতভেদ হয়েছে। সবই হল ড্রামার ভবিতব্য। ভারত ঘোর নরকে পরিণত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে কত শত্রুতা ! কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ তো লাগেনি। পাণ্ডব তো তোমরা , এখানে বসে আছে। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ ভারতের ভাগ্য তোমরা। তোমাদের নাম কত সুন্দর - স্ব দর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী। ত্রিমূর্তি শিববাবা তোমাদের ব্রহ্মা দ্বারা ত্রিকালদর্শী করেন। তৃতীয় নেত্র খোলেন। তিজরি-র ব্রত কথা অথবা সত্য নারায়ণের ব্রত কথা বা অমর নাথের কথা সব একই। তোমরা সবাই ভারতবাসী অমর কথা শুনছ। যেমন বাবা বোঝাচ্ছেন সেরকম ভাবে তোমাদেরও বোঝানো উচিত। জিজ্ঞাসা করে - বাবা, সার্ভিস কিভাবে করব ? বাবা বোঝাচ্ছেন যে ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ মানুষকে হীরের মত করে তৈরি করে, তারা নিজের কাছে বোর্ড লাগাতে পারে। শিববাবার চিত্র যেন লাগানো থাকে। শিববাবার চিত্রের নীচে লেখা থাকবে - " বেহদের বাবার কাছে জন্ম সিদ্ধ অধিকার স্বর্গের বাদশাহী কিভাবে প্রাপ্ত হয় - সেসব এসে বোঝো।" তখন মানুষ এসে বুঝবে। বোঝানোর বিষয় তো খুব সহজ। বাবা এসেছেন, এসে স্বর্গ তৈরি করছেন। ভারত হল শিববাবার অবতরণ ভূমি। পরমধাম থেকে বাবা ভারতেই আসেন। ভারত-ই হল সবচেয়ে বড় তীর্থ স্থান। সবাইকে বিশ্বাস করা উচিত। গুরু নানক , বুদ্ধ ইত্যাদি যাঁরা আছেন সবার পতিত-পাবন পিতা

হলেন যিনি , তাঁরই এই হল জন্ম ভূমি। এখন তো হয়েছে অসুরী রাজ্য । যথা রাজা রানী তথা প্রজাও হবে, শ্যাম তারপরে গৌর বর্ণে পরিণত হবে। একে বলা হয় লৌহ যুগ, ওটা হল স্বর্ণ যুগ। পবিত্র দুনিয়া হল শিবালয়। ইংরেজ বৃত্ততে পারতো গড়-গড়েজ দেব রাজ্য ছিল ভারতে। কিন্তু কবে ছিল, সেসব জানত না। ভারত অতীত ধনী ছিল, এখন তো কাঙাল হয়েছে তাই ভারতকে অর্থ দান করা হয়। গরীবদের দান করা হয়, সুতরাং এখন দান করা হয়। ভারত থেকে অনেক অর্থ ধন সম্পদ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন আবার ভারতকে দান করেছে। বাবা বলেন আমার পার্ট রয়েছে ভারতকে হীরে তুল্য করা। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তোমাদেরই দেবী দেবতায় পরিণত করা হয়। গায়ন আছে পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। কিন্তু ভারতবাসী জানেনা। অজানা থাকাটাই ড্রামাতে নির্দিষ্ট। তাই এই রূপ বোর্ড লাগিয়ে দাও যে লৌকিক পিতার কাছে জন্ম জন্মান্তর হদের বর্ষা প্রাপ্ত করা হয়েছে , এখন পারলৌকিক পিতার কাছে স্বর্গের বর্ষা প্রাপ্ত করো। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান সঙ্গমেই হয়। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমারী তো অবশ্যই শিববাবার নাতি নাতনি । এইসব সবাইকে বোঝাও যে তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান এবং সত্যযুগী দৈবী স্ব রাজ্যের অধিকারী। কত সহজ কথা। এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা হল শিববাবার নাতি-নাতনি । কল্প পূর্বেও ছিলে, এখন আবার হচ্ছে, সেইসব দেবী-দেবতা হওয়ার জন্যে। শিববাবার চিত্রও সর্বদা সঙ্গে রাখবে। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে যে সহযোগ করে, তারা পুরস্কার প্রাপ্ত করে। যে ব্রাহ্মণ যেমন ভাবে সেবা করে, তেমন পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে। বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্ষা নিতে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে খুশী হওয়া উচিত যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে স্বর্গের রাজত্ব বর্ষা স্বরূপ প্রাপ্ত করছি। নেশা তো নিশ্চয়ই থাকা উচিত। স্বর্গের মালিক তো সবাই হবে কিন্তু পুরুষার্থ করে উঁচু মর্যাদা প্রাপ্ত করো। বাবার নাম বিখ্যাত করো। গায়ন আছে - গুরুর নিন্দুক স্থান বা ঠাঠর পায়না। কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করো - কোন্ স্থান বা ঠাঠর ? এখন সদগুরু তো গ্যারান্টি দেন - আমি এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এই কথাটি কেবলমাত্র বাবা-ই বলতে পারেন। গায়নও আছে মশার ঝাঁকের মতো গমন। বিনাশের সময়ে দুনিয়ায় আগুন লাগবে। এইসবও গায়ন আছে যে পাণ্ডবদের লক্ষ ভবনে আগুন দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ ভবন ছিল তাইনা। এনার নাম ছিল লখিরাজ। যথাযথভাবে কেরোসিন তেল এনেছিল তারা আগুন দিতে। প্রাক্তিক্যালে হয়েছে। আগুন লাগেনি, সেসব তো শুধুমাত্র লিখে দিয়েছে। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের কতখানি নিশ্চিন্তে থাকা উচিত কারণ তোমরা ভারতের ভাগ্য উদয় করবে। তারা তো ভাগ্য উদয়ের ক্ষেত্রে রেখা টেনে দিয়েছে। বর্তমানে ধন ইত্যাদি বাইরে থেকে আসছে। এইটিও রিটার্ন সার্ভিস চলছে। বিনাশ সামনে দাঁড়ানো। তারা তোমাদের কাছে অনেক নিয়েছে , ভারত কে লুট করেছে। কতখানি গুপ্ত রহস্য ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। বিদেশ এখন ভারতের প্রতি দাতা ভাব রাখে। ড্রামা অনুযায়ী এইসব নির্দিষ্ট আছে। কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল। বাবা বোঝান কল্প কল্প আমরা মিলিত হয়েছি। কল্প কল্প শ্রীমৎ দ্বারা বাবার কাছে তোমরা নিজেদের স্ব রাজ্য প্রাপ্ত করো আর কিছু করতে হয়না। অহিংসা পরমোধর্ম দ্বারা তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী বিশ্বের মালিক হও। 'শ্রী শ্রী' গুরুদের বলা যাবেনা। শিববাবাকেই একমাত্র 'শ্রী শ্রী' বলা যাবে। ভগবানুবাচ - এই হল ৫০০০ হাজার বছর পূর্বের সেই সময়, যখন আমি সকলের উদ্ধার করতে এসেছি। তোমরাও হলে শিববাবার নাতি নাতনি ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। উঁচু পদের ব্যক্তিদেরও বোঝাতে পারো। কেউ সমাজ সেবক থাকলে তাদেরও ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। সার্ভিস দিয়েই বৃদ্ধি হয়। সাহস রাখতে হবে। এই কথা তো জানো যে মায়া কম নয়। চড় মেয়ে এমন মুখ ঘুরিয়ে দেয় যে বুদ্ধি রামের বিপরীতে চলে যায়। একটি খেলনা আছে না - এখন

রামের, তখনই রাবণের (ব্রহ্মাবাবা বানিয়েছিলেন বোঝানোর জন্য)। বাবা বলেছিলেন বিরাট রূপও তৈরি করো। তাতে বর্ণ দেখাতে হবে - দেবতা বর্ণ, তারপরে ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণে আসে আত্মারা। শূদ্র থেকে এখন আবার ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছে। চুরাশি-র চক্র ভারতে এইভাবেই চলে। তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। একেই বলে সহজ রাজ যোগ। তোমরা হলে রাজ যোগী রাজ ঋষি, তারা হল হঠ যোগ ঋষি।

তোমরা এখন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে পবিত্র হও। সত্যযুগ ত্রেতা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে মায়া নেই। সন্তান জন্ম যেমন হওয়ার তেমনভাবে হবে। তোমরা এই প্রশ্ন কেন করো যে সন্তান জন্ম হবে কিভাবে? প্রথমে বর্ষা তো নাও। প্রথা প্রচলন যা হওয়ার তা হবে। এইসব প্রশ্ন কেন করো? তোমাদের তো নির্বিকারী হতে হবে, তারপরে যা নিয়ম হবে তা প্রচলনে থাকবে। শ্রীকৃষ্ণও গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়। তিনি তো গর্ভ মহলে খুব আরাম করে বসে ছিলেন। এখানে তো গর্ভ জেলে অনেক দন্ড ভোগ করে গ্রাহি গ্রাহি করে। এইসব কথা বোঝাতে হবে। সার্ভিস করতে হবে। মিত্র, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ইত্যাদি সবাইকে স্তান দিতে হবে। বাবার পরিচয় দিতে থাকো। বেহদের পিতা স্বর্গ স্থাপনা করেন। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। প্রতিজ্ঞা করো যে - বাবা, আমি আপনার সহযোগী হয়ে পবিত্রতার বর্ষা অবশ্যই নেব। পুরুষার্থের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। ফলো মাদার-ফাদার। কি জিজ্ঞাসা করতে হবে? মুখ্য উদ্দেশ্য হল রাজ যোগ, রাজস্বের জন্যে যোগ। প্রজা যোগ নয়। রাজা হলে প্রজা তো নিশ্চয়ই চাই। ভারতে সর্বদা রাজা-রানীর রাজ্য চলেছে। এখন তো কোনো রাজা-রানী নেই। বাবা আবার রাজা-রানীর রাজ্য স্থাপন করছেন। একেই বলা হয় প্রবৃত্তি মার্গ। পতিত-পাবন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। পতিত-পাবন অবশ্যই বলতে হবে। পতিত-পাবন বাবা আমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। সুতরাং সত্য পিতা হলেন তাইনা। সত্য শিক্ষক এবং সদগুরুও হলেন। পতিত-পাবন হলেন ফার্স্ট। গুরুর মহিমা হল খুব বেশি।

যাদের সংসারে কলহ হয় তখন বলা হয় কলহ-ক্লেশ হলে মাটির কলসের জলও শুকিয়ে যায়। তখন বিঘ্ন বাধা সৃষ্টিকারীকে দোষারোপ করা হয়। ড্রামা অনুযায়ী তাদের বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়। কিছুই বলতে পারেনা। যদি নিন্দে করবে তাহলে গলা রুদ্ধ হয়ে যাবে। সদগুরুর নিন্দুক কোথাও স্থান বা ঠাঠর পায়না। ইনি হলেন সত্য পিতা, সত্য শিক্ষক, সত্য গুরু। বাবা বলেন যদি আমার নিন্দা করাবে তো উঁচু পদের প্রাপ্তি হবেনা। বিনাশের রিহার্সাল হতে থাকবে। তখন মানুষ জাগবে। তোমরা যদিও জাগাও, তবুও তারা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। শাস্ত্রে কতরকম গ্লানির কথা লেখা আছে। সত্যযুগের নাম লুপ্ত করে দিয়েছে। খুশীতে অন্তরে লাফানো উচিত। মাতা পিতার সঙ্গে কখনও রাগ অভিমান করবেনা। ঝড় আসবে কিন্তু কখনও বাবাকে ত্যাগ করবেনা। মাতা-পিতার কাছে থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেনা। মায়া কিন্তু খুব কঠিন। বাচ্চারা তোমরা কখনও রাগ করবেনা। তোমরা সবাইকে হাসাতে থাকো। বাবার দেওয়া বিরাট লটারি প্রাপ্তির আনন্দে আনন্দিত থাকা উচিত। কাউকে দুঃখ দেবেনা। দুঃখ দিলে দুঃখে মৃত্যু হবে। মুখ দিয়ে সর্বদা রক্ত বের করবে, পাথর নয়। পাথর বেরোলে পাথরবুদ্ধি হয়ে যাবে। এখনও তো কেউ সম্পূর্ণ হয়নি। সম্পূর্ণ হওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার সহযোগী হয়ে তাঁর কাছে পুরস্কার নিতে হবে। সদগুরুর নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্লানি করাবে না।

২) নিজেদের মধ্যে কলহ করবেনা। মুখে সর্বদা রক্ত থাকবে, পাথর নয়। সবাইকে হাসাতে হবে, অভিমান করবে না।

বরদান : - সমর্থ স্থিতির আসনে বসে ব্যর্থ এবং সমর্থের নির্ণয়কারী স্মৃতি স্বরূপ ভব

ব্যাখা: এই জ্ঞানের সুগন্ধ হল স্মৃতি স্বরূপ হওয়া। প্রতিটি কাজ করার আগে এই বরদান দ্বারা সমর্থ স্থিতির আসনে বসে নির্ণয় করো যে এই কাজটি ব্যর্থ বা সমর্থ তারপরে কাজটি করো, কাজ করে চেক করো যে কর্মের আদি, মধ্য, অন্ত তিনটি কাল সমর্থ কিনা ? এই সমর্থ স্থিতির আসন-ই হল হংস আসন, যার বিশেষত্ব হল নির্ণয় শক্তি। নির্ণয় শক্তি দ্বারা সর্বদা মর্যাদা পুরুষোত্তম স্থিতিতে এগিয়ে যেতে পারবে।

স্লোগান - অনেক প্রকারের মানসিক রোগ দূর করার সাধন হল - সাইলেন্সের শক্তি ।

১৫-০৮-১৮ : প্রাতঃমুরলী

ওঁম শান্তি!

"বাপদাদা"

মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যখন থেকে এই বাবার কোলে স্থান পেয়েছো, তখন থেকে এই দুনিয়াদারীও মূল্যহীন হয়ে গেছে তোমাদের কাছে। তোমাদের পরবর্তী জন্ম হবে সেই নতুন দুনিয়ায়। তাই তো প্রবাদ আছে-লৌকিকে তুমি যেমন মৃত, তেমনি এই পার্থিব দুনিয়াও তোমার কাছে মৃতবৎ"

প্রশ্ন :- কোন বিশেষ কারণের ভিত্তিতে প্রমাণ-সিদ্ধ করতে পারো যে, বাবা স্বয়ং অবতারিত হয়েছেন ?

উত্তর :- প্রতি বছরই মৃতদের আত্মাকে শ্রাদ্ধের খাবার (পিণ্ডী) দেওয়ার রীতি ভারতে প্রচলিত। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কোনও ব্রাহ্মণের মাধ্যমে আত্মাকে আহ্বান করে তার সাথে কথাও বলা হয় এবং তার আকাঙ্ক্ষা জানতে চাওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে মৃতের শরীর তো আর আসে না, আসে কেবল তার আত্মা। যদিও এ সবই ঘটে অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। আত্মা যেভাবে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করতে পারে, পরমাত্মাও তেমনি অন্যের শরীরে অবতরণ করতে পারেন। বাচ্চারা, এই যুক্তি বুঝিয়ে তোমরা তা প্রমাণ করতে পারো।

গীত :- বাঁচতে হলে বাঁচবো মোরা তোমার দিশাতে - মরতে হলে মরবো মোরা তোমার দিশাতেই !

ওঁম শান্তি! এই গীত তো বর্তমান সময় কালেরই। ভক্তি-মার্গের শুরু থেকে যা চলে আসছে। এখানে যখন তোমরা বাবার কাছে এসে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকতে পারো, বাস্তবে তখন সমগ্র দুনিয়াই তোমাদের কাছে মৃতবৎ অবস্থায়। অস্ত্রানী লোকেরা যখন মারা যায়, তারা আবার এই দুনিয়াতেই জন্মগ্রহণ করে। এইভাবেই দুনিয়াদারী চলতে থাকে। প্রবাদ আছে, লৌকিকে তুমি যখন জীবন্মৃত, এই পার্থিব দুনিয়া তোমার কাছে মৃতবৎ তখন। কেউ মারা গেলে, দুনিয়া কিন্তু বিনাশ হয় না। এই পার্থিব দুনিয়ায় আবার তাকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের যখন মৃত্যু হবে, তখন পুরো দুনিয়ারই বিনাশ হয়ে যাবে। আর তোমরা তা জানো, তোমাদের পরবর্তী জন্ম হবে সেই নতুন দুনিয়ায়। যা কেবল তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরাই জানো। ঈশ্বরীয় সন্তান হবার ফল স্বরূপ, সত্যযুগের জন্ম-অধিকারের সৌভাগ্য লাভ হয় তোমাদের। সাথে সাথে স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারও প্রাপ্ত হয়। বর্তমানের এই নরক রাজ্যের অবসানও ঘটে। আর এর জন্য তেমন কোনও পরিশ্রমও করতে হয় না তোমাদের, কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হয়। কেউ মারা যাবার পূর্ব মুহূর্তে লোকেরা তাকে বলে- রাম নামের জপ করতে, এরপর শবকে কাঁধে তোলার সময় বলে- একমাত্র রাম নামই সত্য নাম। আর এসব কিছুই বলা হয় ভগবানের উদ্দেশ্যেই। রাম নাম সত্য অর্থাৎ একমাত্র পরমপিতা-পরমাত্মাই সত্য। অতএব তার নাম তো অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। রাম, রাম করতে করতে রামের উদ্দেশ্যে মালা-ও জপ করা হয়। এই রাম নামের ধ্বনি এমন সুন্দর ভাবে স্মরণ করা হয়, মনে হয় যেন নানান বাদ্য সহযোগে তা কোনও বিশেষ সঙ্গীতের ধুনে তা গাওয়া হচ্ছে।

বাচ্চাদেরকে বাবা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, স্মরণের যোগে কোনও প্রকারের আওয়াজ বা শব্দ করবে না তেমনরা, কেবলমাত্র মন-বুদ্ধির সহযোগে স্মরণ করতে হয়। তোমরা তো জেনেছো,

জীবন্মুততেই তোমরা ঈশ্বরের কোলে আসাতে, বর্তমানের এই দুঃখের দুনিয়া তোমাদের জন্য শেষ হয়ে গেছে। বাচ্চারাও তেমনি বাবাকে বলছেন- বাবা, আমরা আপনার গলার হার হবে। যেই রুদ্র-মালাকে সবাই স্মরণ করে। তাকে কিন্তু রাম-মালা বলা হয় না। বাচ্চারা, সেই রুদ্র-মালার গুটিকা হবার জন্যই তো এই রুদ্র-জ্ঞানযজ্ঞে বসেছো তোমরা, ঠিক পূর্ব কল্পের মতনই। এমনটি দ্বিতীয় আর অন্য কোনও সংসঙ্গ নেই যেখানে তারা ভাবতে পারে, তাদের শিষ্য বা অনুগামীরা স্বয়ং ভগবানের গলার হার হতে পারে তারা, এবং বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা অবশ্যই পাবে তারা। আচ্ছা, এইভাবে ভগবানকে বাবা বলে ডাকে কারা ? -অবশ্যই আত্মারা। এই আত্মাতেই সেই বুদ্ধি থাকে। বুদ্ধি প্রথমে যা ভাবে, পরে তা বলে। তারও পূর্বে, সর্বাগ্রে সংকল্প আসে, পরে তা কর্ম-ইন্দ্রিয় দ্বারা বলা হয়। চিরদিনের জন্য আমি বাবার অধিকারী হয়েছি, আর চিরদিনই বাবার অধিকারী বাচ্চা হয়েই থাকবো। বি.কে.আত্মারা তাদের অন্তিম জন্মে ভগবানকে 'গড-ফাদার' বলেই ডাকে। অন্যদের কাছে জানতে চাও, ভগবান 'গড-ফাদার'-এর বিষয়ে তোমাদের কি কোনও জ্ঞান আছে ? দেখবে তারা তার উত্তর দেবে- ঈশ্বর বা ভগবান তো সর্বব্যাপী-ই। তখন তাদের বলবে, তোমরা যেখানে ঔঁনাকে বলছো 'পরমপিতা', কিন্তু পিতা সর্বব্যাপী হয় কিভাবে ? তবে কি সন্তানের মধ্যেই পিতার প্রবেশ ঘটে ? অতএব বাবাকে সর্বব্যাপী বলাটা একেবারেই ভুল। এই বিষয়টা খুব ভালভাবে বুঝে নিয়ে অন্যদেরকেও তা বোঝাতে হবে।

এই রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ হলো সবচাইতে বিখ্যাত। রুদ্র অর্থাৎ নিরাকার। কৃষ্ণ কিন্তু সাকার। তবে এবার তোমরাই বলো, ভগবান বলা হবে কাকে ? সেক্ষেত্রে কৃষ্ণকে বলা যাবে না মোটেই। সাধারণ লোকেরা তো একটু সাদাসিধা-ভোলাভালা হয়। তাই তারা বলে থাকে-ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তোমাদের এই বাবা সে তার নিজের ধাম (পরমধাম) -এই অবস্থান করেন। তাছাড়া আর থাকবেনই বা কোথায় ? অসীম-বেহদের সেখান থেকে বাবা এসেছেন এই হৃদের দুনিয়ায়। বর্তমানে এখানেই বিরাজ করছেন তিনি। সেই বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, উনি এনার (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করে সেই শরীরকেই আধার করেন তিনি। যেমনটা ঘটে শ্রাদ্ধের বেলায়! শ্রাদ্ধের পুরোহিতের শরীরে মৃতের আত্মাকে আহ্বান করে আনা হয়। যেমন কেউ যদি তার নিজের বাবার আত্মাকে শ্রাদ্ধের ভোজ বা পিণ্ড খাওয়াবার জন্য আহ্বান করে, তখন তো তার আত্মা বলবে যে আমি এর শরীরে অবস্থান করছি। কিছু জানতে চাইলে প্রশ্ন করতে পারো। পূর্বে মৃতের আত্মাকে আহ্বান করার রেওয়াজ ছিল। মৃতের আত্মাও তো আত্মা। মৃতের আত্মাকেই পিণ্ড খাওয়ানো হয়। আমন্ত্রিতদের বলে, আজ আমার দাদুর পিণ্ডদান কার্য। আজ অমূকের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। অতএব আত্মাকে আহ্বান করেই এসব খাওয়ানো হয়। মনে কর, কোনও ব্যক্তির নিজের স্ত্রীর সাথে খুব প্রেম-ভাব আছে, সেই স্ত্রীর বিয়োগ হয়েছে, তার পতি তখন স্ত্রীর আত্মাকেই আহ্বান করে। হয়ত সে বিলাপ করবে, "আমি তো স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলাম, তাকে হীরের নাকছাবি পড়াবো বলে"- তাই সে (অগ্রদানী) ব্রাহ্মণকে ডেকে স্ত্রীর বন্দনা করে, ব্রাহ্মণকেই সেই হীরের নাকছাবি দান করে। অতএব আহ্বান করা হয় কিন্তু আত্মাকেই, মৃতের শরীর তো আর আসে না। এই প্রথা একমাত্র ভারতেই প্রচলিত। যেমন তোমরা সূক্ষ্মবতনে গিয়ে একমাত্র তাদেরকেই ভোগ নিবেদন করো, যারা এখানে শরীর ত্যাগ করেছে। অতএব আত্মা সূক্ষ্মবতনেও যায়। এটা তোমাদের কাছে একেবারে নতুন তথ্য। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ খুব ভালভাবে তা বুঝতে পারবে, ততক্ষণ তার মনে সংশয় তো থাকবেই, আর ভাববে, এই বি.কে. ব্রাহ্মণেরা এখানে কি করে ? এই ব্রাহ্মণদের রীতি-নীতি ও প্রথা দেখো কি আশ্চর্য রকমের! লোকেরা ভোগ লাগায় মন্দিরে, তারা মৃতের আত্মাকেই ভোগ নিবেদন করে। যেমন গুরুদ্বারে গুরু নানাকের আত্মার উদ্দেশ্যে ভোগ

উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু সেই নানক এখন কোথায় ? এসবের কিছুই জানে না তারা। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তা জানো।

ধর্ম স্থাপনার কার্যে যারাই এসেছে, তারা সবাই (কোনও না কোনও রূপে) এই দুনিয়াতেই আছে। যেমন বাবা বলে থাকেন- উনি ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করেন। যদিও ইনি স্বয়ং পতিত-পাবন। যেহেতু কেবলমাত্র সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা এসে এই ব্রাহ্মণ-ধর্ম স্থাপন করতে পারে। কিন্তু সেই সত্যপ্রধান আত্মাদেরকেই তারপর সত্য, রজা, তমো-তে আসতেই হয়। বর্তমান সময়কালে তো সকল আত্মারই যেন কবর হয়েছে। একমাত্র এই বাবাই যা পতিত-পাবন। কবরে যাবার মতন অবস্থা ওনার কখনই হয় না। কোনও মনুষ্যকেই পতিত-পাবন বলা যায় না। পতিত-পাবনের প্রকৃত অর্থ সমগ্র দুনিয়ারই পতিত-পাবন। বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় এমনটি আর কেউই নেই যে সমগ্র দুনিয়াকেই পবিত্র বানাতে পারে-এক ও একমাত্র এই পতিত-পাবন বাবা ছাড়া। বাকীরা তো সবাই আসে যে যার নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করতে। কল্প-বৃক্ষের মধ্যেই আছে খ্রীষ্টান ধর্মের সেই বংশানুক্রমিক। সর্বাগ্রে যীশু স্বয়ং আসেন, এরপরে ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে তার অনুগামীরা, যা ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যীশু কিন্তু কোনও পতিত-কে পবিত্র বানাতে পারেন না। ক্রমিক অনুসারে তার অনুগামীরা আসতে থাকে এখানে। যেখানে বর্তমানের এই দুনিয়া এখন কবর-স্থানের মতন নোংরা অপবিত্র হয়ে আছে। আর এমন সময়েই তো দরকার এমন কোনও পতিত-পাবনকে, যিনি সবাইকেই পবিত্র বানিয়ে দেবেন, আর তা করার আছে কেবল একজনই - তিনি এই বাবা।

বাচ্চারা, তোমরা একথা বুঝতে পারছো যে, বর্তমানের এই দুনিয়ার এখন খুবই জরাজীর্ণ অবস্থা। ঠিক যেন এক অতি পুরোনো বট গাছের মতন অবস্থা। যার বিস্তার অনেক কিন্তু তার মূল ও শিকর পচন ধরে ক্ষয়ে গেছে। অথচ অন্যান্য ডাল-পালাগুলি তার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কল্প-বৃক্ষের ব্যাপারটাও তেমনি। দেবী-দেবতা ধর্ম যার মূল-শিকড়। যেটার কোনও চিহ্নই নেই আজ, অর্থাৎ মূল-ছিন্ন হয়ে গেছে, অথচ অন্যান্য (ডাল-পালা, ফল-ফুল) সব কিছুই বর্তমান। কিন্তু বীজ থাকলে তা আবার নতুন করে স্থাপন করা যায় - তাই না ? তাই বাবা জানাচ্ছেন, পূর্ব-কল্পের মতন আবার উনি এসে তারই স্থাপন করান- ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শংকরের দ্বারা বিনাশের মাধ্যমে। তখন অন্য সকল ধর্মেরই বিনাশ হয়ে যায়। যেমন দেখানো হয়, মহাভারতের মহা-যুদ্ধের সময় যে বা যারা রাজযোগের পাঠ পড়ে, তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের জন্য রাজধানী স্থাপনা করে। তোমরা বি.কে.-রাই সঠিক বুঝতে পেরেছো, এখন যদি তোমরা বাবার সহযোগী হতে পারো, তবে আগামী নতুন দুনিয়ায় তোমাদের যাওয়া নিশ্চিত। বৃক্ষের মতন তারপর ধীরে-ধীরে তার ডাল-পালাও বিস্তার লাভ করতে থাকবে। পূর্বের সেই দেবী-দেবতা ধর্ম,-এখন যা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। বাবা এসে তারই আবার পুনঃস্থাপন করে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করান। একদা এই ভারত ভূ-খণ্ডই যে ছিল মহান থেকেও অতি মহান, কিন্তু গ্রহণের প্রকোপে আজ তার এমন করুণ দশা। কাম-বিকারের চিতায় বসতে-বসতে বর্তমানে তোমাদের আত্মায় আজ এত নোংরা কালিমার প্রলেপ পড়ে ভারী হয়ে আছে। অতএব বাচ্চারা, এখন আবার জ্ঞান-চিতায় বসে বসে আত্মাকে স্বচ্ছ ও পবিত্র বানাও। তোমরা যেমন শ্যামের মতন নোংরা হয়ে গিয়েছিলে, এখন আবার সেই শ্যাম থেকে পবিত্র সুন্দর হও। তোমরা, আর তা এমন বানাবার কারিগর এই পরমপিতা পরমাত্মা। যার শ্রীমং নিয়মিত পাচ্ছে তোমরা। এই পরমপিতা পরমাত্মার আত্মা চিরকালই পবিত্র ও স্বচ্ছ। কালিমালিপ্ত হয় আত্মাই। (যেমন সোনায় খাদ বা আবর্জনা পড়ে)।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জেনেছো-বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হতে চলেছে, সবারই মৃত্যু অনিবার্য। রাম-রাম বলা এমন বলারও কেউই আর থাকবে না তখন। যেমন দেখো, নেহেরু মারা যাবার পর তার চিতাভস্ম সর্বত্রই ছড়ানো হয়েছিল। ভেবেছিল, তা বুঝি খুব ভাল সারের কাজ করবে। বৃক্ষে পোঁকা-মাকড় লাগলে তার উপর ছাই ছড়ানো হয়। তেমনি এই পৃথিবী-রূপী বৃক্ষের জন্য কত অনেক ছাইয়ের প্রয়োজন ? মহান সন্ধ্যাসী-মহাত্মারা মারা গেলে তাদের ভস্ম এভাবে ছড়ায় না। সবচেয়ে উন্নত হলো সন্ধ্যাসীরা। তারাও সকলে মারা পড়বে। ফলে তখন পৃথিবীতে কত সার ছড়িয়ে পরবে চতুর্দিকে। তখন এই নতুন সৃষ্টিতে কত সুন্দর স্বাদের শাক-সব্জির চাষ হবে। সবকিছুই কত টাটকা-তাজা শাক-সব্জি হয় সত্যযুগের। এই পুরোনো সৃষ্টিকে নতুন বানাতে সময় তো লাগবেই। যখন তোমরা সুস্বাদু-বতনে যাও, সেখানে তোমরা কত বড়-বড় ফল-মূল দেখতে পাও। সেখানে কত সুন্দর 'সুবীরস' (সুগন্ধযুক্ত মিষ্টি রস) পান করানো হয় তোমাদেরকে। এবার ভেবে দেখো-সেই গাছগুলি কত অধিক সার পেয়েছে ! যা কেবল এই ভারত ভূ-খণ্ডই পাওয়া যায়। সেই নতুন দুনিয়ায় কত সুন্দর-সুন্দর নতুন-নতুন জিনিসের সমারোহ থাকবে। সেই সারে সমগ্র দুনিয়াই নতুন ভাবে সেজে উঠবে। যেমন সুস্বাদু-বতনে বৈকুণ্ঠের সুবীরস পান করানো হয়। কত সুন্দর-সুন্দর ফল ও ফুলের বাগানও দেখা যায় সেখানে। অনেক বাচ্চাই তা দর্শন করেছে এবং 'সুবীরসও পান করেছে। রাজকুমার-রাজকুমারীরা সেই সব বাগানগুলি থেকে ফল-ফুল নিয়ে আসে। সুস্বাদু-বতনে এখানকার মতন বাস্তব বাগান তো আর থাকে না। হয়ত তারা তখন স্বর্গ-রাজ্যের বৈকুণ্ঠে গিয়ে থাকবে। এই সাক্ষ্যাতকার কিন্তু প্রত্যেরই হয় না। যে বাবার নিমিত্ত বাচ্চা হতে পারে, বাবা কেবল তাদেরকেই সেই সাক্ষ্যাতকার করান। এমনও হতে পারে, যদি তুমি বাবার স্মরণে মগ্ন থাকো, বাবার প্রকৃত বাচ্চা হয়ে থাকতে পারো, পরে অস্তিম সময়ে হয়ত তোমারও সেই সাক্ষ্যাতকার হতে পারে। প্রথমদিকে এই পাঠশালা যেন গরুর গোশালা ছিল। তারপরে যখন (যোগ) ভাট্টীতে বসে বাচ্চারা (যোগ) 'সিদ্ধ' হতে শুরু করলো, অনেকেই তখন আসতে শুরু করলো।

বাচ্চারা, তোমাদের বুঝতে হবে যে, কেবলমাত্র প্রচার-পত্র দিলেই কেও সম্পূর্ণটাই বুঝে যাবে, এমনটা কিন্তু নয়। তাদেরকে বোঝাবার মতন টিচারেরও প্রয়োজন অবশ্যই। টিচারই মুহূর্তে তাদেরকে বোঝাতে পারবে - কাকে বাবা বলা হয়, কাকে দাদা (দাদু) বলা হয়, ইনি অসীম-বেহদের বাবা স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবলমাত্র প্রচার-পত্র দিলে, দেখে নিয়েই তা ফেলেও দেবে। যার আদি-অন্ত কিছুই বুঝবে না তারা। লোকেদের একথা অবশ্যই বোঝাতে হবে, এখন বাবা স্বয়ং ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। একথা ঢাক পিটিয়ে লোকেদেরকে জানানোটা তোমাদের কর্তব্য। যাদব আর কৌরবদের এ লড়াই তো চিরকালেরই। মহাভারতের মতন মহাভারী লড়াই তো তোমার সন্মুখেই উপস্থিত হতে চলেছে। সূতরাং এমত অবস্থায় নিশ্চয় কেউ না কেউ অবতীর্ণ হবেন, রাজযোগ শিক্ষাদানের জন্য। আবার নতুন করে অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনাও হবে। যেখানকার জন্য কেবল একটি মাত্র ধর্মের স্থাপনা হবে, বহু ধর্মের বিনাশের পর। তোমরা পুরুষেরা হবে নর থেকে নারায়ণ আর নারীরা হবে লক্ষ্মী। এটাই তোমাদের উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য। মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে ওনার সময় লাগে না। যারা সূর্য-বংশীতে যাবে, কেবলমাত্র তাদেরকেই দেবতা বলা হয়। আর চন্দ্র-বংশীদের বলা হয় ঋত্বিয়। কিন্তু সর্বাগ্রে দরকার দেবতাদের। তাতে উত্তীর্ণ হতে না পারলে ঋত্বিয়তে যেতে হয় তাদের। তাই বাবা বার বার এই ভাবে বলেন - ওহে মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা আমার। এমন কত অনেক হারানিধি বাচ্চাই তো আছে।

যেমন দেখবে, কারও বাচ্চা হয়ত হারিয়ে গেল, ৬ বা ৮ মাস বাদে সে ফিরে এসে যখন সবার সাথে মিলিত হয়, তখন সে সবার কত ভালবাসা পায়। তেমনি তোমাদের এই বাবা-ও কত খুশী তোমাদের পেয়ে। তাই এই বাবা এমন স্নেহের সুরে বলেন-ও আমার নয়নের মণি আদরের হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা আবার আমার সাথে মিলিত হয়েছো ৫-হাজার বর্ষ পরে। আদরের বাচ্চারা, তোমরা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলে, এখন আবার মিলিত হয়েছো, অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা নেবার আগ্রহে। স্বর্গ-রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী এই বাবার, জন্মসূত্রে ওয়ারিশন সন্তান যে তোমরাই। এই বাবা তোমাদেরকে সেই বেহদের বাদশাহী দিতেই এসেছেন। ইনিই সেই স্বর্গ-রাজ্যের 'গড ফাদার'! সত্যি, তোমাদের জন্য তা কত বড় উপহার নিয়ে এসেছেন উনি। কিন্তু তা পাবার জন্য কমপক্ষে কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে অবশ্যই। শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। মাম্মা-বাবাকে স্বীকার করে নিয়ে তারপর যদি তাদের ভুলে যাও, তাদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটাও, তবে আর পুঁতি হয়ে তাদের গলার হারে জায়গা পাবে না।

এখানে বাচ্চাদেরকে কত ভালবাসা হয়। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের মাথায় হাত রাখেন। যেহেতু ইনি অসীম বেহদের বাবা, তাই এনার সন্তানের সংখ্যাও অনেক। তবুও বাবা তোমাদের মাথায় হাত রেখে, তোমাদেরকে কত উঁচুতে স্থান দেন। এমনকি যাদের পদস্থলন ঘটে তাদেরকেও মাথায় তুলে রাখেন। অতএব তোমাদের কত খুশীতে থাকা উচিত আর শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। এক ও একমাত্র এই বাবার শ্রীমৎ অনুসারেই চলা উচিত। নিজের মত অনুসারে চলতে গেলেই মৃত্যু অবধারিত। আর বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চললে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতর মনুষ্য অর্থাৎ দেবতা হতে পারবে। যেমন বাবা জানতে চায়, তুমি কত নম্বর পেয়ে পাশ করবে ? বাবার ইচ্ছা তোমরা যাতে সূর্য-বংশী হও। আর তা হতে গেলে মাম্মা-বাবাকে অনুসরণ তো করতেই হবে। অন্যদেরকেও নিজের মতন স্ব-দর্শন চক্রধারী তৈরী করতে হবে। তোমরা যখন অন্যদেরকে শিববাবার সামনে এনে হাজির করো, বাবা তখন জানতে চান, কত জনকে তোমরা নিজের মতন করে তৈরী করেছো ? সত্যি, খুব মজার ব্যপার এটা। যা কেবল তোমরা বি.কে.-রাই বুঝতে পারবে। নতুন কেউ একেবারেই তা বুঝবে না যে, এই কলেজেই মানুষ থেকে দেবতা বানানো হয়। আবার কারও কারও মাত্র ৭-দিনেই খুব সুন্দর রঙিন ধারণা হয়ে যায়। কারও আবার একদমই সেই রং ধরে না। ফলে যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হয় তোমাদের। শুরুতেই বাচ্চাদেরকে বোঝাবার পর প্রশ্ন করে জানতে হবে, অসীম-বেহদের বাবাকে কি জানতে পারলে তোমরা ? হয়ত তারা উত্তর দেবে-"হ্যাঁ, তিনি যেমন আমার মধ্যেও আছে, তেমনি তোমার মধ্যেও আছেন। সর্বব্যাপীই তিনি।" এরপর তার কাছে আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই। যেখানে তুমি নিজেই তাকে বাবা বলে জানাচ্ছো, সেখানে বাবা আবার তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে হয় কি করে ? বাবার থেকেই তো অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে শুরুতেই 'অল্ফ'-এর উপরেই ব্যাখ্যা করে বোঝাও।

বাবা বলেন - "আমার হারানিধি বাচ্চারা"! এমন ভাবে কোনও সাধু-সন্ন্যাসীও বলতে পারে না। তোমরা বি.কে.-রা তো জানো, তোমরাই চিরকাল শিববাবার সেই হারানিধি বাচ্চা। যাদের সাথে ৫-হাজার বর্ষ পরে আবার বাবা এসে মিলিত হয়েছেন যাতে তোমরা এসে বাবার থেকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা নিতে পারো। একথাও কেবল তোমরা বি.কে.-রাই জানো যে, গত কল্পে এই তোমরাই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিলে, আবারও তোমরাই তা হতে চলেছো। অতএব

স্বর্গ-রাজ্যে যে তোমাদের যেতেই হবে। কিন্তু উচ্চ পদ পাবে তোমাদের নিজের নিজের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণে ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মাতা-পিতাকে অনুসরণ করে অন্যদেরকেও তোমার মতো বানানোর সেবা করতে হবে (যেমনটি তুমি নিজে) । নিজে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে অন্যদেরকেও তেমন তৈরী করতে হবে।

২) বাবার গলার হারে স্থান পাওয়ার জন্য বুদ্ধি সহযোগে, নিঃশব্দে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনও প্রকারের আওয়াজ করবে না। লাগাতার স্মরণের যোগে থাকতে হবে।

বরদান :- নিজের ভাগ্য আর ভাগ্য-বিধাতা বাবার স্মৃতিতে থেকে অন্যের সৌভাগ্যকেও বানিয়ে দিয়ে উদার মহাদানী হও

বিস্তার :- ভাগ্য-বিধাতা বাবাকে আর নিজের ভাগ্য উভয়কেই স্মরণে রাখলে, তবেই অন্যকে ভাগ্যবান বানাবার উদ্যম-উৎসাহ থাকবে। ভাগ্য-বিধাতা বাবা যেমন ব্রহ্মার দ্বারা ভাগ্য বিলান, তেমনি তুমিও দাতার বাচ্চা হয়ে ভাগ্য বিলাতে থাকো। জগতের লোকেরা কাপড় বিলি করে, খাদ্য-সামগ্রী বা কোনও উপহার দেয়....কিন্তু তার দ্বারা কেউ তৃপ্ত হতে পারে না। তুমি ভাগ্যের বিলি করলে, তাতে সবকিছুই প্রাপ্তি হবে। যেখানে ভাগ্য সেখানেই সব। এমন ভাগ্য বিলানো উদার মনস্ক, শ্রেষ্ঠ মহাদানী হও। সর্বদা বিলাতেই থাকো।

স্লোগান : - যে একনামী থাকে (কেবলমাত্র এক-এর সাথেই থাকে) আর ইকনমি (মিতব্যয়ী হয়ে) ভাবে চলে, সে প্রভুর প্রিয় হয়।

.

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ধারণা তখনই হবে যখন দেহী - অভিমানী হতে পারবে, দেহী - অভিমানী হওয়া বাচ্চাদেরই কেবল বাবার স্মরণ থাকবে"

প্রশ্ন :- কোন্ একটি ভুল করার কারণে মানুষ আত্মাকে নির্লিপ্ত বলে দিয়েছে ?

উত্তর :- মানুষ আত্মাকেই পরমাত্মা বলে দিয়েছে, এই ভুল করার কারণে আত্মাকে নির্লিপ্ত মেনে নিয়েছে, কিন্তু নির্লিপ্ত তো হলেন একমাত্র শিববাবা, যাঁর সুখ - দুঃখ, মিষ্টি বা তেতোর অনুভব নেই । আত্মা তো বলে দেয়, অমুক জিনিস টক । বাবা বলেন যে, আমার উপর কোনো জিনিসেরই প্রভাব পড়ে না, আমি এই সমস্ত জিনিস থেকে নির্লিপ্ত, আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, আমি সেই জ্ঞানই তোমাদের শোনাই ।

গীত :- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি.....

ওম শান্তি । এ কথা কে বলছেন ? আত্মারা এই শরীরের দ্বারা বলছে । আত্মা হলো শান্ত স্বরূপ । আমি আত্মা যখন এই শরীর পাই, তখনই আওয়াজের দুনিয়ায় আসি । এই শরীরের দ্বারা আমি আত্মা অনেক প্রকারের কর্ম করি । প্রথমে এই কথা নিশ্চিত করতে হবে । অন্য সংসঙ্গে মানুষ মানুষকে শোনায়, দেহধারীরা কথা বলে । মানুষ বলে, অমুক মহাত্মা বলছেন । এখানে এমন কথা নেই । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা হলাম আত্মা, আর এ হলো আমাদের শরীর রূপী অরগ্যান্স । আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারাই শুনছে, যাঁর একই নাম শিব । এই সময় বাচ্চারা বসেছে শোনার জন্য । তাদের কে শোনান ? বেহদের বাবা । যখন পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তখন বুদ্ধিযোগ উপরের দিকে চলে যায় । শিবের অর্থ বিন্দু । আত্মাও বিন্দু এবং পরমাত্মাও বিন্দু কিন্তু তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । তিনি হলেন বাবা আর আত্মারা তাঁর সন্তান । এ কথা বুঝতে হবে যে, আমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারা আমাদের পারলৌকিক বাবার সন্তান হয়েছি । বাচ্চারা তোমাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে । আর সব জায়গায় মানুষ মানুষকে বোঝায় । কোনো গীতা পাঠক গীতাকে মনে করে বলবে যে, গীতায় ভগবান এমন এমন বলেছেন । তারা মনে করে, ভগবান সাকারে এই গীতা শুনিয়েছিলেন । কেউ আবার বসে বেদ - শাস্ত্র শোনায় । বেদ তো মানুষ রচনা করেছিলেন । নিরাকার ভগবান বেদ তৈরী করেন নি । ব্যাসদেব তো মানুষই ছিলেন । ব্যাসকে পরমাত্মা বলা হবে না । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বিন্দু । বাচ্চারা সাকারে, তাদের সাকারী রূপ । বাবা তো হলেন নিরাকার ।

বাবা বলেন যে, আমাকে কখনোই ছোটো বা বড় হতে হয় না । তোমরা ছোটো - বড় হও । আমাকে তো পরমপিতাই বলা হয় । মানুষ প্রথমে বালক হয়ে তারপর বড় হয়ে বাবা হয়, তারপর আবার বালক হয় । আমি সবসময় পিতাই থাকি, আমি বালক হই না । আমার একই নাম, শিব । তোমাদের ৮৪ টি নাম হয় কারণ তোমরা ৮৪ জন্ম নাও । আমি পরমপিতা তো বিন্দু রূপ । কেবলমাত্র পূজার জন্য ভক্তিমার্গের লোকেরা বড় রূপ বানিয়ে রেখেছে যেমন কারোর বড় চিত্র বানানো হয় । বুদ্ধের অনেক বড় চিত্র বানানো হয় । এত লম্বা মানুষ তো হয় না । এ হলো সম্মান দেওয়া । মানুষ মনে করে ইনি অনেক বড় ছিলেন । বাবা তো উঁচুর থেকেও উঁচু, বড়র থেকেও বড়

পরমপিতা পরমাত্মা । বাবা বসে নিজের পরিচয় দেন - আমাকে শিব বলা হয় । বাচ্চাদের বোঝানো হয় - তোমাদের বোঝাতে হবে যে আমরা নিরাকার শিববাবার সন্মুখে যাই । আমাকে তো সবসময়ই পরমপিতা পরমাত্মাই বলা হবে । আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । পরমাত্মা বসে এই কথা বুঝিয়ে বলেন । আত্মারই এই জ্ঞান থাকে । গাওয়াও হয় যে, পরমপিতা পরম আত্মা (পরমাত্মা), তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনি আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । প্রথমে আত্মা - অভিমানী হতে হবে । দেহ - অভিমানী হলে হবে না । ড্রামা অনুসারে কিন্তু তোমাদের দেহ - অভিমানী হতেই হয় । এখন আবার বাবা দেহী - অভিমানী বানাচ্ছেন ।

তোমরা সকলেই আমার সন্তান । ইনিও আমার সন্তান । আত্মা পরমপিতা পরমাত্মা দাদুর থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নেয় । লৌকিক সম্বন্ধে কেবল পুত্রই সম্পত্তি পায়, কন্যা পায় না । বেহদের বাবা বলেন, তোমরা সকলেই আত্মা, তোমাদের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে । তোমরা সকলেই আমি পরমপিতা পরমাত্মার ছিলে এবং আছো । মানুষ তো বলে, ও গড ফাদার, ও পরমপিতা পরমাত্মা । তারা মহিমা করে । কারা করে ? আত্মারা । ওই লৌকিক বাবা তো শরীরের, ইনি হলেন আত্মাদের বাবা । আত্মা ডাকতে থাকে, ও পরমপিতা পরমাত্মা । বাচ্চারা অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করেই এসেছে কেননা রাবণ রাজ্যে কেবল দুঃখই দুঃখ । যবে থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তবে থেকে স্মরণ করাও শুরু হয় । স্মরণ তো বাবাকেই করতে হবে কারণ আশীর্বাদী বর্ষা বাবার থেকেই পাওয়া যায় । এখানে তো মানুষ অনেককেই স্মরণ করে । গুরুরা এই একের স্মরণই ভুলিয়ে দেয় । যদি তিনি সর্বব্যাপী হন তাহলে গড বা ফাদার কাকে বলা হবে ? বাবা প্রতি মুহূর্তে বলেন - বাচ্চারা, দেহী - অভিমানী হও, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করো । মনে করো, আমরা শ্রীমতে চলছি । আমি আত্মা বাবার স্মরণে ভোজন গ্রহণ করছি । স্মরণের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ হবে । লক্ষ্য হলো অনেক বড় । এই যোগ কোনো মাসির ঘর নয় । মানুষ তো বাবার নামই প্রায় লোপ করে দিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ তো বাচ্চা । এত বড় প্রালঙ্ক অবশ্যই বাবা দিয়েছেন ।

বাবা বোঝান যে - দেহ সহিত দেহের সব ধর্ম ভুলে যাও । এই নাম তো সব পরে রাখা হয়েছে । তাই এই কথা বুঝতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা আমরা এই জ্ঞান পড়ছি । আর এমন কোনো স্কুল নেই যে, যেখানে তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমরা হলাম আত্মা । তোমরা জানো যে, প্রথমে আমরা সতোপ্রধান ছিলাম তারপর সতো, রজো এবং তমোতে আসি । আত্মাতেই খাদ পড়ে । আমার মধ্যে তো কখনোই খাদ পড়ে না । আমি চিরকালীন প্রকৃত সোনা । তোমাদের আত্মা এই সময় সব আয়রণ এজের হয়ে গেছে । মাশ্বাও বলবেন -- আমি শিববাবার থেকে যা শুনেছি, তাই শোনাই । শিববাবা তো নিজেই জ্ঞানের সাগর । এ খুবই বোঝার কথা । বরাবর আমরাই বাবার হয়েছি, তিনিই আমাদের পড়ান । বাবার কাছে পড়েই আমরা জীবনমুক্ত হই । জীবনমুক্তের অর্থ হলো, এই শরীরে তো আসতেই হবে কিন্তু সুখ ভোগ করবে । মুক্তি তো সবাই পায় কিন্তু জীবনমুক্তিতে নম্বর অনুযায়ী আসে । সব আত্মারাই তো মুক্ত হয় । বাবা দুঃখের থেকে অর্ধেক কল্পের জন্য মুক্ত করে দেন । তিনি বলেন, তোমাদের উদ্ধার করে জীবনমুক্ত বানাই । এরপর কেউ কতো, কেউ বা আরো কতো জন্ম নেয় । জীবনমুক্ত তো সবাই হয় । সন্নতিদাতা হলো একজন । যত ধর্মস্থাপক আছে, তাঁরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । আমি এসেই সবাইকে এই দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করি, তাই আমাকে লিবারেটর বলা হয়, মুক্তি - জীবনমুক্তি দাতাও বলা হয় । মুক্তির অর্থ নিজের ঘর সাইলেন্স হোমে যাওয়া । বাবাও পরমধাম থেকে আসেন, যাকে পরলোক বলা হয় ।

তোমরা নির্বাণধাম এবং স্বর্গধাম, দুইই স্মরণ করো। স্বর্গ এবং নরক এখানেই হয়। এই সময় সবাই বুঝতে পারে যে - এ হলো নরক। এখানে মানুষ কতো দুঃখ পেতে থাকে। গরুড় পুরাণে তো অনেক মুখরোচক কথা লিখে দিয়েছে যাতে মানুষ ভয় পায় এবং পাপ করার হাত থেকেও বেঁচে যায়, তাই এমন এমন কথা বসে বানানো হয়েছে। দ্বাপর থেকে এই শাস্ত্র বানানো শুরু হয়। বাবা বলেন যে, আমি এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করি। তারপর তারা সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী হয়। এই দুই যুগে কোনো ধর্ম স্থাপক আসেন না, এরপর একে অপরের পিছনে নম্বর অনুসারে আসে আর নিজের নিজের ধর্মকে জানতে পারে। এই দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যাবে তারপর নিজেদের দেবতা বলতে পারবে না। পতিতকে কিভাবে শ্রী - শ্রী বা শ্রেষ্ঠ বলা হবে? বাবাই শ্রেষ্ঠ বানান। দেবী - দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তাঁদের চিত্রও আছে কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না যে, দেবী - দেবতা ধর্ম কবে ছিলো বা কে স্থাপন করেছিলেন? সত্যযুগের আয়ুই তারা লম্বা করে দিয়েছে।

বাবা এখন বলছেন - বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। এখন এই খেলা সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছে না যে, এখন মুক্তি আর জীবনমুক্তির গেট খুলে যাচ্ছে? মুক্তি আর জীবনমুক্তি দাতা তো একজনই। এখানে তো দেখা, কাউকে আবার জগত মাতার টাইটেল দেওয়া হয়। বাস্তবে জগদম্বা তো ইনি। এমন কেউই হবে না যে, যিনি জগত পিতা, শিক্ষক এবং জগত গুরু একই সঙ্গে। যদিও মানুষ নিজেদের অনেক নামও রেখে দেয় কিন্তু তারা তেমন নয়। কোথায় সেই লক্ষ্মী - নারায়ণ আর কোথায় এই বিকারী নিজেদের এই টাইটেল রেখে দেয়। মানুষ কতো বুদ্ধি হয়ে গেছে। আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ভুলে তাদের টাইটেল নিজের উপর দিয়ে দেয়। বাস্তবে উঁচুর থেকে উঁচু পদ তো একজনেরই, সদগতিদাতা তো একজনই। রাম বললেও একই নিরাকারকে মনে হবে।

বাবা বলেন যে, ভারতবাসীরা নিজের ধর্মকেই জানে না - কবে এবং কে স্থাপন করেছিলো? কেউ কেউ কোনো না কোনো দেবীকে স্মরণ করে - কেউ কৃষ্ণকে, কেউ গুরুকে স্মরণ করে। গুরুর ফটোও কেউ লাগিয়ে রাখে। তোমাদের ছবি দিয়ে কোনো কাজ নেই। যাঁর কোনো চিত্র নেই, তিনি হলেন বিচিত্র। আত্মা হলো বিচিত্র। বাবা যেমন বিচিত্র তেমনি বাচ্চারাও বিচিত্র। আত্মাই শুনতে পায়। বাবা এই শরীর ধার নিয়েছেন। তিনি বলেন - প্রকৃতির আধার ছাড়া আমি জ্ঞান কিভাবে দেবো? রাজযোগ কিভাবে শেখাবো? নিরাকারকেই ভগবান বলা হয়। তাঁকে এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়। কৃষ্ণকে দেখানো হয় অশ্বখ পাতায় সাগরের জলে ভেসে এসেছিলো, কিন্তু এমন কোনো কিছুর হয় নি। কৃষ্ণ তো এই বিশ্বের প্রথম প্রিন্স। সেখানে অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। প্রথমে অদ্বৈত রাজ্য থাকে, তারপর দ্বৈত হয়ে যায়, তারপর অনেক প্রকারের ধর্ম স্থাপন হয়ে যায়। তাই বাচ্চাদের এই কথা বুঝতে হবে যে, বাবা এনার শরীরে এসে আমাদের পড়ান। বাবা বলেন যে, আমি হলাম অশরীরী, এই শরীরের দ্বারা তোমাদের জ্ঞান দিই। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। কেবল ঈশ্বর বা পরমাত্মা বললে বাবার সম্বন্ধ ভুলে যায়। পরমাত্মা হলেন বাবা, তাঁর থেকেই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় -- এই কথা ভুলে যায়। তিনি হলেন আমাদের বাবা, সৃষ্টিকর্তা, আমরা তাঁর রচনা। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কেউ তো রচনা করবেন, তাই না। বাবা বুঝিয়েছেন যে - পুরুষ হলো হৃদের ব্রহ্মা। তিনিই বাচ্চাদের সৃষ্টি করেন। প্রথমে স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করেন তারপর তার দ্বারা সন্তানের সৃষ্টি করেন। বাবাও বলেন যে আমি এনার দ্বারা সৃষ্টি

করি। স্ত্রী তো অবশ্যই চাই। বাবাকে বলাই হলো যে, তুমি মাতা - পিতা, তাই এই ব্রহ্মা মা হয়ে গেলো, এনার দ্বারাই দত্তক নেন। তাই তোমাদের ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী বলা হবে। তোমরা এনার দ্বারা বাবার হয়েছো। এ খুবই আশ্চর্যের কথা। শাস্ত্রে এই কথা নেই। আমাকে বলা হয় পূর্ণ জ্ঞানী, জানিজানানহার। মানুষ মনে করে, পরমাত্মা সকলের মনের কথা জানেন, খট রিডার কিন্তু এত সকলের খট রিডার কিভাবে হবেন? বাবা বলেন যে, আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। আমি চৈতন্য এবং সং। আত্মাও চৈতন্য। শরীর হলো অসত্য, ধীরে - ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। আত্মার তো কখনো মৃত্যু হয় না। আত্মাই এই জ্ঞান গ্রহণ করে।

বাবা বোঝান যে, আমি পরমপিতা পরমাত্মা হলাম নির্লিপ্ত, অর্থাৎ দুঃখ - সুখ, তেতো বা মিষ্টি কোনোকিছুরই আমার উপর প্রভাব পড়ে না। আমি এই সমস্ত কিছুর থেকে নির্লিপ্ত। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। মানুষ আবার বলে দেয়, আত্মা নির্লিপ্ত, কারণ তারা আত্মাই পরমাত্মা মনে করে। একজন বলে দিলো, ব্যস, তার পিছনে সবাই অনুসরণ করতে লাগলো। বাবা বলেন যে, আমি নির্লিপ্ত। আমার টক বা নুনের প্রভাব হয় না। এ কথা এর আত্মা বলে যে - অমুক জিনিস টক। আমার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আছে, যা আমি আত্মাদের পড়াই। তোমাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে - আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার কাছে শূনছি। এ তো বরাবর ভগবান উবাচঃ। নিশ্চিত করতে হবে যে - গড বা ক্রিয়েটর একজনই।

প্রথমদিকে মুখ্য বিষয় হলো ভারতের। ভারতকেই অবিনাশী খণ্ড বলা হয়। এই ভারত হলো পতিত - পাবন বাবার জন্মভূমি। এ হলো অনেক উঁচু খণ্ড। এখানেই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী থাকবে। এ কথা তোমরাই জানো যে, বাবা আবার দেবী - দেবতা ধর্মের চারাগাছ লাগাচ্ছেন। যারা এই ধর্মের হবে তারাই এসে এই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নেবে। একেই চারাগাছ বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা এই কানের দ্বারা শুনি, পড়ি এবং পড়াই। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) চিত্রকে ভুলে বিচিত্র হয়ে বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দেহ - সহিত দেহের সর্ব সস্বন্ধকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে, দেহী - অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

২) দেবী - দেবতা ধর্মের চারাগাছ লাগছে, এইজন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে।

বরদান :- জ্ঞানকে রমণীয় ভাবে মন্বন করে এগিয়ে গিয়ে সদা হর্ষিত মুখ ভব

এ কেবল আত্মা - পরমাত্মার শুনকো জ্ঞান নয়। এ অনেক রমণীয় জ্ঞান, কেবল রোজ নিজের নতুন নতুন টাইটেল স্মরণে রাখো - আমি তো আত্মা কিন্তু কোন্ ধরনের আত্মা, কখনো আর্টিস্টের

আত্মা, কখনো বিজনেসম্যানের আত্মা ----এমন রমণীয়তায় এগোতে থাকো । বাবাও যেমন কতো রমণীয় দেখো - কখনো ধোপা হয়ে যায়, কখনো বিশ্বের রচয়িতা, কখনো অনুগত সেবক -----
তাই যেমন বাবা, তেমন বাচ্চা ----এমনই এই রমণীয় জ্ঞানের মন্ডন করে আনন্দে থাকো, তখনই বলা হবে খুশীর ভাগ্যের অধিকারী ।

স্লোগান : - প্রকৃত সেবাধারী সেই, যার প্রতি সঙ্কল্পে সেবার উৎসাহ - উদ্দীপনার নেশা ভরপুর আছে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা : - মায়ার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য বাবার স্মরণ নাও, ঈশ্বরের স্মরণে এলে ২১ জন্মের জন্য মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে"

প্রশ্ন : - তোমরা বাচ্চারা কোন্ পুরুষার্থে মন্দিরে পূজার যোগ্য হও ?

উত্তর : - মন্দিরে পূজার যোগ্য হতে হলে ভূত থেকে বাঁচার পুরুষার্থ করো। কখনোই কোনো ভূতের প্রবেশ হওয়া উচিত নয়। যদি কারোর মধ্যে ভূত দেখা, কেউ যদি ক্রোধ করে বা মোহের বশীভূত হয়ে যায়, তার থেকে পৃথক হয়ে যাও। নিজের কাছে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো। সত্যিকারের রাখী বাঁধো।

গীত : - তোমাকে ডাকতে মন চাইছে...

ওম শান্তি। ভক্ত সর্বদা ভগবানকে ডাকে। ভগবানকে পরমপিতা বলা হয়। বলা হয় -- হে পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মা, তুমি এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো। তাহলে অবশ্যই সব পতিত, কেননা এ হলো রাবণ রাজ্য, পাঁচ বিকার এখানে সর্বব্যাপী। এমন নয় যে সত্যযুগেও পাঁচ বিকার সর্বব্যাপক হবে। তাকে তো বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এ হলো সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া। ভারত সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো -- এ আমরা ভুলে গেছি। মন্দিরে গিয়ে আমরা দেবতাদের মহিমা করি যে, আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এ হলো বিকারী দুনিয়া, তাই বাবাকে ডাকতে থাকে। বাবা এসে সম্পূর্ণ বিকারীদের স্মরণে নেন। শরণাগত তো হয়, তাই না। এখন সকলেই রিফিউজি, তাই তারা ডাকতে থাকে। আত্মা বাবাকে ডাকতে থাকে -- বাবা, আমরা আত্মারা সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছি, তুমি এসে আমাদের নির্বিকারী বানাও। একজন অন্যজনকে মারতে থাকে তাই তাদের ডেভিল বলা হয়। ভারত ছিলো দৈবী রাজত্ব -- মানুষ এ কথা জানে না। বরাবর ভারত দেবী দেবতাদের ভূমি ছিলো, তারা এখানে রাজত্ব করতেন কিন্তু অর্ধেক কল্প ধরে মায়া ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পতিত বানিয়ে দিয়েছে, তাই মানুষ বলে, এখন তুমি এসে আমাদের এই পতিতদের শরণ নাও। এখন তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা দণ্ডক নিয়েছেন - ভবিষ্যতের দেবী - দেবতা হওয়ার জন্য। এ হলো ঈশ্বরীয় গড ফাদারলী মিশন, পতিতকে পবিত্র আর কাঁটাকে ফুল বানানোর মিশন। বাচ্চাদের কাজই হলো, পরমপিতা পরমাত্মার মতে চলে কাঁটাকে ফুলে পরিণত করা, নরকবাসীকে স্বর্গবাসি করা। তোমরা বলো, ও গড ফাদার, তাহলে তোমরা তো তাঁকে জানো, তাই না। তাহলে এমন আর বলবে না যে, পরমাত্মা কোথায়! আরে, আত্মা তো বলে, ও গড ফাদার। আত্মা পরমাত্মাকে ডাকতে থাকে, তাঁকে এই চোখে দেখাও যায় না। আত্মাকেও দেখা যায় না। এ তো বোঝার মতো কথা। আত্মা হলো জ্যোতি স্বরূপ। পরমপিতা পরমাত্মারও একই রূপ। বাবা বলেন যে, তোমরা আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করো। তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী আর এই শরীর বিনাশী। আত্মাই শরীর ত্যাগ করে। তারা বলে, আমাদের বাবার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আত্মা তো মরে না। আত্মাকে ডাকা হয়। এ কথা তোমরা এখন বুঝতে পারো। বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ মাত্র বাবাকে একদম জানে না তাই নিজেদের মধ্যে কতো লড়াই ঝগড়া করে। এখনো জানা নেই যে মুশল দিয়ে কি করবে! এদেরই ডেভিলস বলা হয়। বাবা বলেন আমি এমন খারাপ সৃষ্টি খোড়াই রচনা করি। বাবা তো স্বর্গ রচনা করেন। স্বর্গের মালিক বানান। তাহলে অবশ্যই

বাবাকে আসতে হবে । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি এসেছি, যারা পতিত - দুঃখী হয়ে গেছে তাদের সদা সুখী বানাতে । সেখানে কেউই এই কথা বলবে না যে, পতিত - পাবন এসো, অথবা, ও গড ফাদার দয়া করো । ওখানে এইভাবে কেউই বলবে না -- পতিত - পাবন এসো বা গড ফাদার দয়া করো । এমনভাবে কেউই ওখানে ডাকে না, কারণ সবাই সেখানে সুখী । দুঃখের সময় সবাই স্মরণ করে । আত্মাই স্মরণ করে । শরীরের সাথে সুখ - দুঃখ হয় । শরীর না থাকলে আত্মা সুখ - দুঃখ থেকে পৃথক । বাবা বলেন যে আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনার নাম ব্রহ্মা রাখি । কেউ ভালোভাবে বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না, তখন মনে করা হয় - এ পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার যোগ্য নয় তাই শ্রীমতে চলে না । এ হলোই আসুরী রাবণ সম্প্রদায় । রাবণকে তো প্রতি বছরই জ্বালানো হয় । এ হলো নমুনা । প্রতি বছরই রাখী বাঁধে কিন্তু পবিত্র থাকে না । রাখী বাঁধায় আবার অপবিত্র হয়ে যায়, তাই বছর বছর রাখী বাঁধায় । রাখী হলো পবিত্রতার নিদর্শন । বিকারীদের রাখী পাঠিয়ে বলা হয় যে, প্রতিজ্ঞা করো আমরা পবিত্র থাকবো । পবিত্র হলে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য - ভাগ্য পাবে ।

বাবা বলেন -- আমি এসেই তোমাদের সকলকে পূজ্য বানাই । এখন তোমরা পূজারী । কোণে কোণে তোমরা দেবতার পূজা করে ধাক্কা খেতে থাকো । আমি তোমাদের এই ধাক্কার থেকে মুক্ত করে লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো পূজ্য বানাই । তোমরা এখানে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য । অর্ধেক কল্প তোমরা মায়ার থেকে পীড়িত হয়ে এখন পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণ নিয়েছো । মায়াও তাঁর স্মরণ নিয়েছে । এই বাবাও শিববাবার স্মরণ নিয়েছে । তাঁর তো নিজের শরীর নেই । তাঁর নামই হলো শিব । শিববাবার নাম কখনো পরিবর্তন হয় না । মনুষ্য আত্মার নাম পরিবর্তন হতে থাকে । তারা ৮৪ নাম পায় । এই কথা মানুষ জানে না । ৮৪ জন্ম বলে কিন্তু ৮৪ জন্ম কারা নেয় তা কেউ জানে না । ভারতবাসী যাঁরা দেবী - দেবতা ছিলেন, তাঁরাই ৮৪ জন্ম নেন । এ হলো বেহদের ড্রামা । এ তো মানুষকেই জানতে হবে । তোমরা জানো যে, গড ফাদারই হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে অবশ্যই তাঁর থেকে স্বর্গের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া উচিত । ভারত ছিলো স্বর্গ । সেই আশীর্বাদী বর্সা মায়া রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছে । এখন আবারও সেই মায়াকে জয় করতে হবে । মায়াজিতের অর্থ হলো জগতজিত । রাবণের কাছে হেরে গিয়ে ডেভিল হয়েছো, এখন আবার দেবতা হতে হবে । কাঁটাকে কলি, কলিকে আবার ফুল বানাতে হবে । মায়ার তুফান এলে এই কলি বা ফুল ঝরে যায় । মাতা - পিতার হয়ে আবার তালুক দিয়ে দেয় । এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না । তিথি - তারিখ সমেত প্রমাণ দিয়ে বোঝানো হয় - এ হলো মনুষ্য সৃষ্টির উল্টো ঝাড়, উপরে আছে বীজ, তাই তো সবাই ও গড ফাদার বলে স্মরণ করে । বোঝার জন্য এই স্ত্তান খুবই গভীর । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, সব আত্মাদের যিনি বাবা, আমরা তাঁকেই স্মরণ করি । আমরা সবাই ভাই - ভাই । সকলেরই বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া উচিত । একে ব্রাদারহুড বলা হয় । তোমরা হলে ভাই - ভাই, তাই বাবার থেকেই আশীর্বাদী বর্সা পেতে হবে । বাবা সবাইকেই সুখ - শান্তির অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা দেন । বাবা এসে আমাদের টিচার রূপে পড়ান তারপর সঙ্গুরু হয়ে সাথে নিয়ে যান । সত্য একমাত্র গড ফাদারকেই বলা হয় । এ হলো তাঁর সৎসঙ্গ । সৎ সঙ্গই উদ্ধার করে । এখন বিনাশ হতেই হবে । সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামে যেতে হবে । মানুষ বলে - আমার তরী পার করো, আমরা বিষয় সাগরে ডুবে আছি । তাই বাবাকে আসতে হয় শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাবার জন্য । অর্ধেক কল্প হয় সুখধাম আর অর্ধেক কল্প হলো দুঃখধাম । এই ভারত সম্পূর্ণ পতিত আর ভোগী হয়ে গেছে । একে যোগী বলা হবে না । সত্যযুগ আর

ত্রেতাকে বলা হয় যোগেশ্বরের রাজ্য । কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয় । ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে পদ পেতে হবে, যা তোমরা এখন পাচ্ছো । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । যিনি বোঝান তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । মানুষ জ্ঞানের সাগর হয় না । এই ব্রহ্মা বাবা নিজেকে জ্ঞানের সাগর বলেন না । তোমরা এখন মাস্টার জ্ঞানের সাগর তৈরী হচ্ছে । তোমরা জ্ঞানের সাগরের থেকে সমস্ত জ্ঞান শোষণ করে নাও । সমস্ত জ্ঞান যখন ধারণ হবে তখন তোমরা প্রালঙ্ক পাবে । বাবা তখন নির্বাণধামে চলে যাবেন । তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এই আশীর্বাদী বর্ষা নাও । এই জ্ঞানেই তোমরা সেই দেবী - দেবতার মতো সদা সুখী হয়ে যাও । এখন তোমরা ঈশ্বরের স্মরণে আসছো । বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন । বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন । যারা পরশ পাথরের তুল্য বুদ্ধির হবে, তারাই এমন হতে পারবে ।

তোমরা জানো যে, আমরা বাবার থেকে কল্প - কল্পের জন্য অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিই । মায়া তা হরণ করে নেয়, তখন আমি আবার এসে তোমাদের সুখ - শান্তির আশীর্বাদী বর্ষা দিই । রাবণ তোমাদের দুঃখের বর্ষা দেয় আর রাম দেয় সুখের বর্ষা । কতো জন্ম, কতো সময় তোমরা দুঃখ আর সুখের বর্ষা পাও - সেও আমি তোমাদের বলে দিই । বাবা বলেন যে - তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো । আমি আত্মা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । ব্যস, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা বিকর্মজিত রাজা হয়ে যাবে । বিকর্মজিত রাজার সংবত এক থেকে শুরু হয় আর বিক্রম সংবত ২৫০০ বছর পরে শুরু হয় । বিকর্মজিত আর বিক্রম, ভারতবাসীদের দুই সংবত । বিক্রমের সংবত সবাই জানে । বিকর্মজিতের সংবত ভুলে গেছে । এই হলো পড়া ।

তোমরা দেখো, মুরলীও কতো যাত্রা করে । না হলে গোপ - গোপীনিদের কাছে মুরলী কিভাবে পৌঁছাবে ? টেপও যায় । সব সেন্টারেই টেপ শুনবে । এই মুরলী হলো আশ্চর্যের । এর জন্যই গায়ন আছে যে গোপীরা ছটফট করতো । বাবা বলেন যে - আমি পতিত দুনিয়াতেই আসি । সত্যযুগে দেবতাদের অপার সুখ থাকে । এমন সুখ কেউই পাবে না । তাঁরা হীরে - জহরতের মহলে থাকে । এখানে তো সোনা কতো দামী । ওখানে তো তোমরা সোনার ইটের মহল বানাতে । সেখানে হীরে লাগানো থাকে । বাবা বাচ্চাদের কি থেকে কি বানিয়ে দেয় । কেবল পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে । ক্রোধের ভূত থাকা উচিত নয় । মনে করা হয়, এর মধ্যে ভূতের প্রবেশ ঘটেছে, একে পৃথক করে দাও । অনেকেই আছে, যাদের এখনো মোহ নষ্ট হয় নি । বাঁদরদের যেমন মোহ থাকে, তেমন বাচ্চারাও মোহে আটকে যায় । বাঁদরদের মধ্যে সবথেকে বেশী বিকার থাকে । তোমাদের এখন আমি বাঁদর থেকে মন্দিরের যোগ্য বানাচ্ছি ।

রাখী বন্ধনের রহস্যও বোঝানো হয়েছে । রাখী বাঁধার কোনো কথা নয় । এ হলো বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করা । মিষ্টি বাবা, বেহদের বাবা, অর্ধেক কল্প আমরা ভক্তরা আপনাকে স্মরণ করেছি । এখন আপনি এসেছেন আমাদের বৈকুণ্ঠের মালিক বানাতে, তাই আমরা আপনার সাহায্যকারী হই । আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা কখনো অপবিত্র হবো না । আমরা পবিত্র হয়ে এই ভারতকে পবিত্র করবো । এ কতো সহজ কথা । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) শ্রীমতে চলে পতিত দেবতাদের পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে । বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে ।

২) জ্ঞানের সাগরের সম্পূর্ণ জ্ঞান শোষণ করতে হবে । বাবার স্মরণে বিকর্মকে দন্ধ করে বিকর্মজিত হতে হবে ।

বরদান :-- শ্রেষ্ঠ জীবনের স্মৃতির দ্বারা বিশাল স্টেজে বিশেষ অভিনয় করে হিরো পার্টধারী ভব

বাচ্চারা, ব্রহ্মা বাবা তোমাদের দিব্য জন্ম দেন -- তিনি পবিত্র ভব , যোগীভব - এই বরদান দিয়েছেন । জন্ম মাত্রই বড় মায়ের রূপে পবিত্রতার প্রেমে পালনা করেছেন । সদা খুশীর দোলায় দুলিয়েছেন, সর্বগুণ মূর্ত, জ্ঞান মূর্ত, সুখ - শান্তি স্বরূপ হওয়ার গান রোজ শুনিয়েছেন, এমন মাতা - পিতার শ্রেষ্ঠ সন্তান হলো ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, এই জীবনের গুরুত্বকে স্মৃতিতে রেখে বিশ্বের বিশাল স্টেজে বিশেষ অভিনয় আর হিরোর অভিনয় করো ।

স্লোগান :-- বিন্দু শব্দের গুরুত্ব বুঝে বিন্দু হয়ে, বিন্দু বাবাকে স্মরণ করাই হলো যোগী হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অমৃত বেলায় উঠে মেডিটেশনে বসে, বিচার(চিন্তন) কর -- আমি আত্মা । আমার বাবা হলেন বাগবান (যিনি কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করেন) । তিনিই আবার কান্ডারী, আমি তাঁরই সন্তান । মালিক হয়ে জ্ঞান রত্নের সিমরণ (স্মরণ) কর ।

প্রশ্ন :-- কোন এক মহত্ব যা দুনিয়াতে আছে, আবার বাবার কাছেও আছে ?

উত্তর :-- দানের মহত্ব । বাচ্চারা, তোমাদের দয়াশীল হয়ে সবাইকে করুণা করতে হবে । সবাইকে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করতে হবে । দাতাদের অনেক মহিমা করা হয়, সংবাদপত্রেও তাদের নাম প্রকাশিত হয়, সুতরাং তোমাদেরও সবাইকে দান করতে হবে অর্থাৎ মেডিটেশন শেখাতে হবে ।

গীত :-- আমাকে সাহারা দিয়েছে যে, আমার তাকে জানাতে চায় কেবলই ধন্যবাদ.....

ওম্ শান্তি । সাহারা তাকেই দেওয়া হয় যে ডুবে যাচ্ছে, তাকে পার করার জন্য সাহারা দেওয়া হয়, কান্ডারী নামটা তো ভারতবাসীর জানে । কান্ডারীর কাজই হলো ডুবে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করা । বাচ্চারা জানে --- ভারতবাসীদের নৌকা ডুবে গেছে । প্রতিটি কথা ভারতবাসীদের জন্যই বলা হয় । আর কোনও খন্ডের জন্য বলা হয়না । এটাও তোমরা বুঝে গেছ , সত্য নারায়ণ কথা বা অমরনাথের কথা এখানেই গায়ন হয় । তোমরা যখন অমৃতবেলায় মেডিটেশনে বস, তখন কাকে স্মরণ কর ? ভক্তি মার্গে তো এ ওকে, সে তাকে স্মরণ করে । ওদের সাধনা হলো অযথার্থ (যুক্তিহীন) । শেখাবার মতো কান্ডারী বা বাগবান তো ওদের নেই । গুরুরা মেডিটেশন শেখাতে গিয়ে বলেন এটা কর, ওটা কর । অনেক চেষ্টা করে স্মরণ করার জন্য। একে যোগ সাধনা বলা হয়, সেই সাধনা তো মানুষ মানুষকে দিয়ে করাচ্ছে । এখন তোমরা জান এই বাগিচার মালী অথবা মালিক হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । কাঁটার জঙ্গলের মালিক হলো রাবণ । মায়া রূপী রাবণ কাঁটার জঙ্গল তৈরি করে । এখানে তোমাদের কথা কেউ -কেউ জানে । ভুলেও যায়, মায়া এসে ভুলিয়ে দেয় । মেডিটেশনে বসলেও মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে । মেডিটেশন কিভাবে করবে - এটাও বাবা এসে শেখান । তোমরা হলে কর্মযোগী । দিনের বেলায় কর্মতো করতেই হবে । তার জন্য কোনও বাধা নেই । দিনের বেলায় মেডিটেশন হয়না । দিনের বেলা খাওয়া -দাওয়া, খেলাধুলা, জীবিকা নির্বাহ করতে কর্ম করতেই হয় । এত কিছু মধ্য অল্প সময়ের জন্য স্মরণ থাকে । অনেকেই বলে থাকে 'আমি সারাদিন স্মরণে থাকি', কিন্তু থাকা তো খুব মুশকিল, বাবা নিজের অনুভব দ্বারা বলছেন । অমৃত বেলায়, দিনের প্রারম্ভিক মুহূর্তে বিশুদ্ধ বাতাবরণ থাকে । ঐ সময় স্মরণ করা সহজ হয় । হ্যাঁ, কর্ম করতে করতে স্মরণ স্থায়ী হলে তো খুব ভালো । কিন্তু বাবা নিজের অনুভব দ্বারা বলছেন -- আমি চেষ্টা করি বাবার স্মরণে থেকে তোমাদের সাথে কথা বলার । অন্তরে এই নেশা থাকে - - আমি স্বয়ং পিতা (প্রজাপিতা ব্রহ্মা) বাচ্চাদের সাথে কথা বলছি । আমি স্বয়ং মনুষ্য সৃষ্টির পিতা । এভাবে বুঝতে পারলে নেশার মাত্রা বৃদ্ধি পায় । তারপর সোল কনসারনেশন হয়ে যে, আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করে কথা বলছি । ঐ স্মরণে থাকা খুব মুশকিল । বাবা নিজের অনুভব দ্বারা বলছেন না ! বাবা শেখাচ্ছেন ও । এখানে তোমরা তো জান আমি বাগবান (মালী) । মালী যখন নিশ্চয়ই বাগান তৈরি করবেন । কাঁটা খোড়াই বানাবেন! মালী কাঁটার বীজ খোড়াই রোপন করবে । মালী সবসময় ফুলই তৈরি করে, সুতরাং বাবাও ফুল তৈরি করেন ।

ফরেস্ট (জঙ্গল) তৈরি করে মায়া । মায়ার মতে চললে মানুষ কাঁটায় পরিনত হয় । এই জ্ঞান তো প্রাপ্তি হয়েছে যে , বাবা বাগবান, কান্ডারী, দয়াশীল এবং বীজ রূপ। যখন রাতে তোমরা মেডিটেশনে বস, তখন বিচার আসে যে, কত বিশাল এই বাগিচা । প্রথমে কত ছোট ছিল । সুতরাং যোগের সাথে -সাথে জ্ঞান ও প্রয়োজন । মানুষের কাছে জ্ঞান তো কিছুই নেই । ওরা অনেক রকম যোগ করে। কারও না কারও স্মরণে বসে যায় । জ্ঞানের কোনও কথাই নেই । মা কালীর স্মরণে বসে গেলে, মা কালীর চেহারাই প্রত্যক্ষ হবে । জগদম্বাকে ও স্মরণ করে । ও হলো ভক্তি মার্গ । না বাবার স্মরণ থাকে না বর্সার স্মৃতি থাকে । ওরা বিভিন্ন রীতি অনুযায়ী ভক্তি করে । মালা জপ করে, কেউ কেউ গুপ্ত ভাবে জপ করে । এই সব আচার নিয়ম ভক্তি মার্গে কত রকমভাবে চালাতে থাকে । আমাদের ও গুপ্ত মালা। বাবারও (ব্রহ্মা) শৈশবে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে । বাবা বলছেন : বাবা জপ করছেন, আমরাও ওনাকে দেখে একটা ছোট ঘরে বসে মালা জপ করতাম । রাম - রাম জপ করতাম। ব্যাস ! জ্ঞান কিছুই নেই । এখন তোমরা বাচ্চাদেরতো জ্ঞান আছে । অমৃত বেলায় মেডিটেশনে বসবে ,অভ্যাস হয়ে গেলে খুব আনন্দ উপলব্ধি হবে । বাবা নিজের অনুভব শোনাচ্ছেন । জ্ঞান রমণ করতে থাকেন । কত বড়ো বাগিচা । প্রথমে ছোট ছিল । বীজ স্মৃতিতে এসেছে, বাগিচাও স্মৃতিতে এসেছে । কিভাবে বাগিচা তৈরি হয় - এই জ্ঞান বাবার মধ্যে আছে, আমাদের মধ্যেও এই জ্ঞান আছে । সম্পূর্ণ সৃষ্টি কল্পের ঝাড় বুদ্ধিতে এসে যায় । অন্তর্মনেও চলতে থাকে, একেই মেডিটেশন বলে। তোমাদের বাবাকে পাওয়ার সুখ আছে আবার জ্ঞানেরও খুশি থাকে । অবিনাশী বর্সা আর জ্ঞান দুটোই স্মরণে থাকে । ওরা হলো তত্ত্ব জ্ঞানী এভাবে মেডিটেশনে বসবে না । ওদের মেডিটেশনে বসে নিশ্চয়ই তত্ত্ব স্মরণে আসবে । ব্যাস ! তত্ত্বতে লীন হয়ে যেতে হবে । রচয়িতা আর রচনাকে তো ওরা জানেই না, সুতরাং ওদের সাথে তোমরা বাচ্চাদের অনেক পার্থক্য ।

বাবা হলেন বীজরূপ -- এই জ্ঞান আমাদের আছে । রাতে মেডিটেশনে বসলে সুন্দর বিচার আসবে । বুঝতে পারবে ভক্তি মার্গে কি কি করতে, কত রকমের হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয় । এখন তো বুদ্ধিতে ধারণা হয়েছে যে, বাবাকে স্মরণ করলেই ওনার রচনা, সৃষ্টির ঝাড় স্মৃতিতে এসে যায় । আমরা ৪৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছি । এখন ফিরে যাবার সময়। এই অনাদি ড্রামার চক্র ঘুরতেই থাকে । জ্ঞান রূপী সম্পদ স্মরণে থাকে, এই সম্পদ যিনি প্রদান করেন তাঁর কথাও স্মরণে থাকে । যত স্মরণে থাকবে ততই পরিপক্ব হয়ে উঠতে পারবে । তোমরা কাউকে বোঝাতে পার -- মেডিটেশনে আমরা কিভাবে বসি । মানুষতো অনেক রকমের মতামত দেয় -- অমুককে স্মরণ কর । এখানে আমরা সবাই এক মতের উপর স্থির । একজনের স্মরণেই থাকি । ছোট, বড়ো, বৃদ্ধ সবারই এক মত । মেডিটেশনে তো বসতে হবে না ! আমরাই আত্মা আমরাই পরমাত্মা এ তো হতে পারে না । আত্মা বলে -- আমি ৪৪ জন্ম সম্পূর্ণ করছি , এবার ফিরে যেতে হবে । পরমাত্মা কি এমন বলবে ? তিনি তো পুনর্জন্মেই আসেন না । তোমাদের কাছে যখন কেউ আসে, তাকে হলে নিয়ে এসো । যখন বড়ো বড়ো বিশিষ্ট ব্যক্তির এখানে বুঝতে আসে তখন তাদের এখানে নিয়ে আসো এবং তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাও কিভাবে আমরা ধ্যানে বসি, কিভাবে রাতে মেডিটেশনে বসে শুধুমাত্র একজন বাবাকেই স্মরণ করি । বাবার নির্দেশ -- আমাকে স্মরণ কর আর রচনাকে স্মৃতিতে রাখ । ৮৪ জন্ম গায়ন আছে, নিশ্চয়ই প্রথমে দেবী - দেবতার ছিল, ওদেরই ৪৪ জন্ম গাওয়া হয় । এই চক্রের রহস্যকে ভালো করে বুঝতে হবে । আমাদের বাবা আর ওনার রচিত এই সৃষ্টি চক্র স্মরণে থাকে । বাবার স্মৃতি আর রচনার আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে । আমাদের সবারই এক মত আর সেটা হলো শ্রী মত । পতিত পাবন বাবা এসেই বেহদ স্বর্গের

অবিনাশী বর্ষা প্রদান করেন, সুতরাং বাবাকে স্মরণতো করতেই হবে তাইনা ! বাবার দ্বারাই আমরা অবিনাশী বর্ষা গ্রহণ করি, তারপর নীচে নামতে থাকি ; নীচে নেমে অধোগতি প্রাপ্তি হয় । তারপর শেষে পতিত হয়ে যাই । বাবা হলেন রচয়িতা সুতরাং রচনার নলেজই দেবেন। গডফাদার হলেন নলেজফুল, তিনি পতিত পাবন । নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়াতে এসেই পাবন বানাবেন তাইনা ! এভাবে তোমরা কাউকে বসে বোঝালে প্রভাবিত হবে । তাদের বল, শুধু আচ্ছা আচ্ছা করেই চলে যেও না । একে প্র্যাকটিক্যালি গ্রহণ করতে হবে । জন্ম - জন্মান্তরের বোঝা মাথার উপর জমা হয়ে আছে । এতে সময় লাগবে ।

তোমাদের বোঝাতে হবে -- বাবা এসেছেন, মৃত্যু সামনেই অপেক্ষা করছে। অবহেলা করলে বর্ষা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে । শুভ কার্যে দেরি করা উচিত নয় । এসেছ যখন, তবে শিথৈ যাও । এই মেডিটেশনে বসলে নেশার (খুশি) মাত্রা বৃদ্ধি পাবে । এখন বাবাকে স্মরণ কর । তোমাদের বাবা আছে না ! ভক্তি মার্গে জন্ম -জন্মান্তর ধরে স্মরণ করে এসেছ । লৌকিক বাবাতো প্রতি জন্মেই বদল হচ্ছে, তবুও তোমরা নিরাকার বাবাকে নিশ্চয়ই স্মরণ কর কেননা তিনি হলেন অবিনাশী । বিনাশী (লৌকিক) বাবার কাছ থেকে বিনাশী বর্ষা প্রাপ্তি হয় । অবিনাশী বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্তি হয় । আমরা শ্রী শ্রীমতে চলেই শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠি । আদি সনাতন তো দেবী -দেবতা ধর্মই ছিল । ওদের থেকেই আরও বংশধর তৈরি হয়েছে ।

সন্ন্যাসীদের হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস । তোমাদের হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস । এ হলো রাজযোগ । ভারতের মুখ্য শাস্ত্র হলো গীতা, সুতরাং মেডিটেশনের জন্য এটা বোঝাতে হবে -- বাবা আমাদের এইভাবে মেডিটেশন শেখান । মানুষকে কখনও ভগবান বলা যায় না । ভগবানতো সবার একই হওয়া উচিত তাইনা ! উনিই পতিত পাবন, হেভিনলী গডফাদার আর আসেন ও এই ভারত ভূমিতে । ভক্তি মার্গে ওনার কত বড়ো মন্দির তৈরি হয়েছিল । ওনার শ্রী শ্রীমতে চলেই আমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠি । এসব কথা বসে বোঝ । বাবা আর রচনার আদি - মধ্য -অন্তকে জানো । এসব আর কেউ জানেনা । সত্যযুগের আয়ুই এতো বলে দেয় । প্রথমে ঝাড় যখন নতুন সৃষ্টি হয়, তখন তাকে স্বর্গ বলা হয় । তারপর সেটা জড়জড়ীভূত হয়ে যায় । এখনতো সারা দুনিয়া নরকে পরিনত হয়েছে । ঘরে -ঘরে তো কি ! সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন নরক । এ হলো কাঁটার জঙ্গল । একে অপরকে কাঁটাই (দুঃখ) দিতে থাকে । বাবা এসে আবার গার্ডেন অফ আল্লাহ তৈরি করেন, স্বর্গ স্থাপনা করেন । তোমরা জান ফুলের বাগিচা কাকে আর কাঁটার জঙ্গল কাকে বলে । তোমরা দৈবী ফুল হয়ে উঠছ সুতরাং মনন চিন্তন চলতেই থাকা উচিত । বাবার মধ্যে এই নলেজ আছে, বাচ্চাদের মধ্যে ও আছে ।

এইভাবে বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকলে রাতে মেডিটেশনে বসে খুব খুশি অনুভব হবে । এইভাবে বোঝাও । ওরা বিচার কিছুই জানেনা তাই নিজের প্রতি ওদের করুণা হয় । ও গডফাদার বলে ডেকে ওঠে, কিন্তু বাবাকে আর ওনার রচনাকে জানেনা । আমরাও এখন আল্লাহ -র বাচ্চা হয়েছি । বোঝাবার জন্য বড়ো নেশা থাকা উচিত। অবিনাশী জ্ঞান দান করা উচিত । দানীর (দাতা) অনেক অনেক মহিমা করা হয় । যারা ধর্মীয় মানসিকতার তারাই দান করে । তোমরা তো হলে রিলিজিয়াস মাইন্ডের, দান করবে না তো প্রাপ্তি কি হবে ? দান তো অবশ্যই করতে হবে । জ্ঞান দান করা তো অতি সহজ । বাবা বলেন - আমি এভাবে মেডিটেশনে বসি, এই দুনিয়ার চক্র এইভাবে ঘোরে । প্রথমে এক ধর্ম ছিল পরে অনেক ধর্ম এসেছে । এরা সবাই বংশোদ্ভূত পরিবার ।

এ সব তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করা উচিত । মানুষের যোগ করার অনেক শখ থাকে। ওদের বলা, আমাদের মেডিটেশন এসে দেখে যাও । রিলিজিয়ান মাইন্ডের যারা হয়, তারা মেডিটেশন হল দেখে খুশি হয় । রিলিজিয়াস মাইন্ডেড মানুষ কখনও পাপ করে না । তোমাদের কাছে বোঝাবার জন্য তো অনেক পয়েন্টস আছে, কিন্তু বাচ্চারা নম্বর অনুসারে আছে । কেউ কেউ আছে যাদের বুদ্ধির তালাই খোলেনা । বাবাকে স্মরণ করেনা, বুদ্ধির তালা খুলবে কি করে ? খুব সহজ কথা । বোঝাতে হবে আমরা স্মরণে কিভাবে বসি । মানুষ তো জানেই না আমরা কাকে স্মরণ করি । আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন স্বয়ং নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি সবার পিতা । উনিই পতিত পাবন গডফাদার যিনি আমাদের রাজযোগ শেখান । এখন তোমরা শেখো বা না শেখো । আমাদের সবারই এক মত । শ্রী শ্রী থেকে আমরা মত গ্রহণ করি । এই হলো এইম -অবজেক্ট । যেমন বাবা নলেজফুল তেমনই বাচ্চারা । মানুষ থেকে দেবতা এক বাবাই বানান । এইভাবে বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকলে রাতে মেডিটেশনে বসে খুব খুশি অনুভব হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) অমৃত বেলায় উঠে বাবার স্মরণে বসে জ্ঞানের রমণ করতে হবে । জ্ঞান ধন স্মরণের সাথে সাথে, জ্ঞান দাতাকেও স্মরণ করতে হবে ।

২) ঈশ্বরীয় নেশায় থেকে সেবা করতে হবে। সবাইকে মেডিটেশন করার সহজ বিধি বুঝিয়ে দিতে হবে । সকলকে একমত হয়ে থাকতে হবে ।

বরদান :-- পিওরিটির (পবিত্রতা) পার্সোনালিটি আর রয়্যালটি (সত্যতা) দ্বারা বাবার সমীপে (নিকটে) আসতে সমর্থ দেহী - অভিমানী ভব ।

যেমন শরীরের পার্সোনালিটি আত্মাদের দেহ - ভানে নিয়ে আসে, তেমনই পিওরিটির পার্সোনালিটি দেহী - অভিমানী করে বাবার সমীপে নিয়ে আসে । পিওরিটির পার্সোনালিটি আত্মাদের পিওরিটির প্রতি আকৃষ্ট করে । পিওরিটির রয়্যালটি ধর্মরাজের হাত থেকেও মুক্ত করে দেয় । এমনই রয়্যালটির আধারে ভবিষ্যতে কোনও রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসতে পারবে । দেহী - অভিমানী বাচ্চা এই পার্সোনালিটি দ্বারা বাবাকে সাক্ষাত্কার করাতে সমর্থ রুহানী দর্পণ হয়ে ওঠে ।

স্লোগান :-- সবসময় প্রত্যেকের মধ্যে থাকা বিশেষত্বকে দেখার চশমা পরে থাকলে বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে।

সঙ্গমযুগ - সহজ প্রাপ্তির যুগ

আজ, দিলদরিয়া, করুণাময় বাবা তাঁর প্রফুল্লহৃদয় এবং দিল-খোলা বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। বাপদাদা যেমন সদা উদারহৃদয় আর বেহদের দিলদরিয়া এবং যেজন্যে সকলের হৃদয় জয় করে দিলারাম হয়েছেন, একইভাবে বাচ্চারাও বেহদ হৃদয়, সঙ্কীর্ণমুক্ত মন, দাতাভাবের হৃদয় দিয়ে তাদের আনন্দচিত্তে জগৎকে অবিরত খুশি করছে। তোমরা এমনই সৌভাগ্যবান আত্মা ! তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারাই জগতের আধার। যখন সবাই তোমরা জেগে ওঠা প্রজ্জ্বলিত জ্যোতি হয়ে ওঠে তখন বসুন্ধরাও জেগে ওঠে। তোমরা নিদ্রামগ্ন হলে পৃথিবীও নিদ্রামগ্ন হয়। তোমাদের সবার উত্তরণের স্থিতি হলে, সকল আত্মার কল্যাণ হয়। প্রত্যেক আত্মাই তাদের যথা শক্তি তথা সময় অনুযায়ী মুক্তি এবং জীবনমুক্তিপ্ৰাপ্ত হয়। যখন তোমরা বিশ্বের রাজত্ব করো, সেই সময় সকল আত্মা মুক্তির স্থিতিতে থাকে। তোমাদের শাসনকালীন ত্রিলোকে কোনরকম দুঃখ অশান্তির লেশমাত্র থাকেনা। তোমরা এইরকম সব আত্মাদের বাবা দ্বারা সুখ শান্তির দান গ্রহণে সমর্থ বানাও, যাতে অনেক কাল ধরে তাদের যে মুক্তির আশা ছিলো সেই দান থেকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এইভাবে সকল আত্মাদের এবং বিশ্বকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাপ্তি করাতে তোমরা তাহলে প্রাপ্তিস্বরূপ হয়েছো, তাই না ! কারণ যিনি সর্বপ্রাপ্তির দাতা, সর্বশক্তির বিধাতা, যিনি বরদাতা, সেকেন্দ্রে তোমাদের সর্বাধিকার প্রদান করেন, শ্রেষ্ঠ ভাগ্য-বিধাতা, অবিনাশী বাবার ডাইরেক্ট বাচ্চা হয়েছো। তোমরা অধিকারী আত্মারা, তোমাদের অধিকার অবিরত স্মরণ করতে করতে শ্রেষ্ঠ রহনী নেশা এবং নিরন্তর খুশির অনুভব করো ? তোমাদের বেহদ হৃদয়, সুতরাং হৃদের কোনরকম প্রাপ্তির প্রতি তোমাদের হৃদয় আকৃষ্ট হয় না তো ! হয় কি ? সদা সহজ প্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হয়েছো, নাকি অনেক মেহনতের পর সামান্য ফল প্রাপ্ত করো ? বর্তমান সময় প্রত্যক্ষ ফল খাওয়ার সীজন। শুধু একটা শক্তিশালী সঙ্কল্প অথবা শক্তিশালী কর্ম করলে আর এক বীজের দ্বারা তোমরা পদমগ্ন ফল প্রাপ্ত করো। তাহলে কি তোমরা সীজনের ফল অর্থাৎ সহজ ফলের প্রাপ্তি করো ? ফল অনুভব হয়, নাকি ফল বেরোনের আগেই মায়ারূপী বিহঙ্গ ফল নষ্ট করে দেয় ? তাহলে এতটা অ্যাটেনশন থাকে নাকি অনেক মেহনত করার পর, যোগে থাকার পরেও, সবকিছু পড়েও এবং তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সেবা করেও তোমাদের যেমন প্রাপ্ত হওয়া উচিত তেমন প্রাপ্তি হয়না ! তোমাদের সদা অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত কারণ তোমাদের প্রাপ্তি একের পদমগ্ন প্রাপ্তি, সুতরাং অগুনতি ফলের প্রাপ্তি, তাই না ! তবুও সদা খেয়াল থাকেনা। যতটা প্রয়োজন ততটা থাকেনা। এর কারণ কি ? সঙ্কল্প এবং কর্মরূপী বীজ শক্তিশালী নয়। বাতাবরণরূপী ধরণী শক্তিশালী নয়, অথবা ধরণী বা বীজ ঠিক আছে, ফলও বেরোয় কিন্তু "আমি করেছি", হৃদের এই সঙ্কল্প দ্বারা তোমরা কাঁচা ফল খেয়ে নাও, অথবা মায়ার বিভিন্ন সমস্যা, বাতাবরণ, সঙ্গদোষ, পরমত বা মনোমত, ব্যর্থ সঙ্কল্প রূপী বিহঙ্গ ফলকে ভ্রষ্ট করে দেয়, এই কারণে ফল-অনুভবের খাজানা থেকে অর্থাৎ সকল প্রাপ্তি থেকে তোমরা বঞ্চিত থেকে যাও। এমন বঞ্চিত আত্মাদের বোল এইরকম হয়, "আমি জানিনা, কেন"। না জানার এইরকম ব্যর্থ মেহনত তোমরা করোনা, তাই না ? তোমরা সহজ যোগী, তাই তো ! সহজ প্রাপ্তির সীজনে কেন তোমরা মেহনত করো ? তোমরা বরসা, বরদান লাভ করো; এটাই সীজন এবং তোমাদের দিলদরিয়া বরদাতাও আছেন। প্রফুল্লহৃদয় ভাগ্যবিধাতা আছেন, তাও কেন তোমরা মেহনত করো ? যে বাচ্চারা অনুক্ষণ হৃদয় সিংহাসনে বসে আছে তাদের মেহনত করার প্রয়োজনই হয়না। সঙ্কল্প করলে আর সফলতা অর্জন করলে। সঠিক বিধির সুইচ অনও করলে

আর সাফল্য প্রাপ্ত হলে । তোমরা এইরকমই সিদ্ধিস্বরূপ, তাই না ! নাকি মেহনত করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে যাও? মেহনত করার কারণ - অমনোযোগ এবং আলস্য । স্মৃতি স্বরূপের সুরক্ষিত দুর্গে তোমরা থাকোনা অথবা কেল্লার মধ্যে থেকেও কোনো-না-কোনো শক্তির দুর্বল দরজা বা জানালা খুলে দাও, আর এইভাবেই মায়াকে চাপ দাও । চেক করো, কোন শক্তির অভাব আছে ! অর্থাৎ কোন রাস্তা খোলা থেকে গেছে ! তোমাদের সঙ্কল্পেও যদি দৃঢ়তা না থাকে তাহলে জেনো, রাস্তা সামান্য খোলা আছে, এইজন্যই তোমরা বলা ঠিকভাবেই তো চলছি, সবরকম নিয়ম পালন করছি, শ্রীমৎ মেনে চলছি, কিন্তু সেসব নাস্তার ওয়ান খুশি আর দৃঢ়তার সাথে নয় । কোনরকম বাধ্যবাধকতায় বা ভয় থেকে বা ব্রাহ্মণ পরিবার কি বলবে, কি ভাবে এই লোকলজ্জার বশে তোমরা নিয়ম পালন করো না তো ? দৃঢ়তার লক্ষণ হলো সাফল্য । যেখানে দৃঢ়তা আছে অথচ সেখানে সফলতা থাকবেনা, এইরকম হতেই পারে না । যা তোমরা কল্পনাও করতে পারোনি সেইরকম প্রাপ্তি হবে অর্থাৎ সঙ্কল্প থেকেও প্রাপ্তি বেশি হবে । সুতরাং বর্তমান সময় হলো সহজভাবে সর্বপ্রাপ্তির যুগ, এইজন্য সদা সহজ যোগী ভব -র অধিকারী এবং বরদানী হও । বুঝেছো তোমরা ? মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়েও মেহনত করতে হলে তবে মাস্টার হয়ে তোমরা কি লাভ করলে ? তোমরা বাবাকে খুঁজে পেয়েছো, যিনি তোমাদের মেহনত থেকে মুক্ত করে দেন এবং কঠিন জিনিসকে সহজ করে দেন, তবু এখনো মেহনত করতে হচ্ছে ! তোমরা বোঝা বয়ে বেড়াও, এইজন্য তোমাদের মেহনত করতে হয় । বোঝা ছেড়ে হালকা হয়ে যাও, তবেই ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকবে । আচ্ছা !

এইরকম সদা দিলখুশ, সদা সহজ ফলের প্রাপ্তিস্বরূপ, সদা বরদাতার থেকে যারা সফলতা অর্জন করে এমন সৌভাগ্যবান উত্তরাধিকারী বাচ্চাদের দিলারাম বাবার স্মরণ স্নেহ এবং নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে বাপদাদা: পাক্সাব জোন

সবাই তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো ? তোমাদের স্বদর্শন চক্র অনবরত চলতে থাকে ? যেখানে স্বদর্শন চক্র সেখানে তোমরা সর্ববিঘ্ন থেকে মুক্ত কারণ স্বদর্শন চক্র মায়ার বিঘ্ন সমাপ্ত করার জন্য । যেখানে স্বদর্শন চক্র আছে সেখানে মায়া নেই । তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছো এবং স্ব-এর দর্শন হয়েছো । বাবার বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া । এইরকম স্বদর্শন চক্রধারীই বিশ্ব কল্যাণকারী কারণ তোমরা বিঘ্ন বিনাশক । গণেশকে বলা হয় বিঘ্ন বিনাশক । গণেশের কতো পূজা হয় ! কতো ভালোবাসায় তারা তাঁর পূজা করে, কতো আনন্দের সাথে তাঁর মূর্তির সাজসজ্জা করে, কতো খরচ করে, এইরকম বিঘ্ন বিনাশক, এই সঙ্কল্পই বিঘ্নের বিনাশ ঘটায়, কারণ, সঙ্কল্পই স্বরূপ বানায় । যদি তোমরা বিঘ্ন, বিঘ্ন বলতে থাকো, তবে বিঘ্ন স্বরূপ হয়ে যাও । তখন একটা কমজোর সঙ্কল্প থেকে একটা কমজোর সৃষ্টির রচনা হয়ে যায়, কারণ, যদি তোমার একটা সঙ্কল্প দুর্বল হয়, তখন সেই একটা সঙ্কল্পের পিছনে আরও অনেক কমজোর সঙ্কল্প তৈরি হয়ে যায় । 'কেন' বা 'কি' -এর একটা সঙ্কল্প অনেক 'কেন' 'কি' -এর প্রশ্ন নিয়ে আসে । যদি তোমাদের সমর্থ সঙ্কল্পের উদ্ভব হয়, "আমি মহাবীর" , "আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা" , তখন সৃষ্টিও শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় । অতএব, যেমন সঙ্কল্প, তেমন সৃষ্টি । এই সবই সঙ্কল্পের খেলা । যদি তুমি খুশির সঙ্কল্প উৎপন্ন করো, সেই সময় তোমার খুশির বাতাবরণ অনুভব হবে । দুঃখের সঙ্কল্প উৎপন্ন হলে তখন খুশির বাতাবরণও তুমি দুঃখের বাতাবরণ অনুভব করবে, খুশির অনুভব হবেনা । সুতরাং, বাতাবরণ তৈরি করা, সৃষ্টি রচনা তোমাদের নিজেদের হাতে । দৃঢ় সঙ্কল্পের উৎপত্তিতে বিঘ্ন "ছুঃ মন্তর" হয়ে যাবে অর্থাৎ ভোজবাজির মতো উবে যাবে । যদি

তোমরা ভাবো, "জানিনা এটা হবে কি হবেনা" , তবে মন্ত্র কাজ করবে না । উদাহরণস্বরূপ, তোমরা যখন ডাক্তারের কাছে যাও, তখন ডাক্তারও জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর ওপর তোমার ফেইথ (আস্থা) আছে কিনা ! যতো ভালো ওষুধই হোক, যদি ডাক্তারের ওপর ফেইথ না থাকে তবে সেই ওষুধের প্রভাব কোনো কাজেই আসবে না । সেটা বিনাশী ব্যাপার, কিন্তু এখানের ব্যাপার অবিনাশী । সুতরাং, সদাসর্বদা মনে রেখো, তোমরা সদা বিদ্ব বিনাশক আত্মা, পূজ্য আত্মা । কোন রূপে এখনও তোমাদের পূজা হচ্ছে ? লাস্টের এটা বিকারী জন্ম হওয়ার কারণে এই রূপের স্মৃতিচিহ্ন রাখা হয় না, কিন্তু কোনো না কোনো রূপে তোমাদের স্মরণিকা বিদ্যমান । সেইজন্য সবসময় নিজেকে মাস্টার সর্বশক্তিমান, শিবের বাচ্চা বিদ্ব বিনাশক গণেশ মনে করে চলো । তোমরা নিজেরাই সঙ্কল্প তৈরি করো, "জানিনা", "জানিনা", সুতরাং এই দুর্বল সঙ্কল্পের কারণেই তোমরা জালে আটকা পড়ে যাও । অতএব, নিরন্তর খুশির দোলায় দুলে সকলের বিদ্বহর্তা হও । সকলের মুশকিল সহজ করে মুশকিল আসান হও । এইজন্য শুধু স্থিরসঙ্কল্প আর ডবল লাইট থাকো, আমার কিছুই না, সবকিছু বাবার । যখন তোমরা নিজের সাথে বোঝা রাখো, তখনই বিদ্ব আসে । যদি কিছুই তোমার না হয় তাহলেই তুমি নির্বিদ্ব । যদি বলো, "এটা আমার" তো বিদ্বের জাল তৈরি হয় । সুতরাং, জাল নাশকারী বিদ্ব বিনাশক হও । বাবারও এই কাজ । যে কাজ বাবার, তা' বাচ্চাদেরও । যে কোনো কাজ, যদি খুশির সাথে করো তো সেই সময় সেই কাজ করতে কোনরকম বিদ্ব তোমরা অনুভব করোনা । সুতরাং, খুশি মনে কাজে বিজি থাকো । তোমরা বিজি থাকলে তবে মায়া আসবে না । আচ্ছা -

২) তোমরা যে সফলতার ঝলমলে নক্ষত্র, এই স্মৃতি থাকে তোমাদের ? আজও, সবাই আকাশে তারাদের কতো ভালোবাসার সাথে দেখে, কারণ তারারা আলো দেয় । ঝলমল করে বলে তারাগন এতো প্রিয় লাগে । সুতরাং তোমরাও সফলতার ঝলমলে নক্ষত্র । সাফল্য সকলেই ভালোবাসে ; কেউ কেউ প্রার্থনাও করে, তাদের কাজ যেন সফল হয় । প্রত্যেকে সফলতা চায়, সেখানে তোমরা নিজেরাই সফলতার নক্ষত্র হয়ে গেছ । এমনকি তোমাদের জড় চিত্র এখনও সফলতার বরদান দিচ্ছে । সুতরাং, তোমরা কতো মহান এবং শ্রেষ্ঠ ! এই নেশা আর নিশ্চয় বজায় রাখো । তোমরা সফলতার পিছনে ছুটে বেড়াও না, বরং তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান অর্থাৎ সফলতার প্রতিমূর্তি । সফলতা তোমাদের পিছু পিছু স্বতঃই চলে আসবে ।

৩) সদা বাবার সাথে থেকে, নিরন্তর বাবার থেকে সহযোগ প্রাপ্তকারী আত্মা হিসেবে নিজেদের মনে করো তোমরা ? সদা তাঁর সঙ্গে অনুভব করো ? যেখানে সদাসর্বদা বাবার সাহচর্য থাকে, সেখানে সহজে সর্বপ্রাপ্তি হয় । যদি না থাকে তবে তোমাদের সর্বপ্রাপ্তিও হবে না, কারণ বাবা সর্বপ্রাপ্তির দাতা । যেখানে দাতা সঙ্গে থাকবেন, সেখানে সর্বপ্রাপ্তিও সাথে থাকবে । সদা বাবার সাহচর্য অর্থাৎ সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী । সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ আত্মারা অর্থাৎ সম্পন্ন আত্মারা সদা অনড় থাকবে । সম্পন্ন না হলে অস্থিত হবে । সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ অনড় থাকা । স্বয়ং বাবা যখন সাথে দিচ্ছেন, তখন যাদের নেওয়ার আছে তাদের তো নেওয়াই উচিত, তাই না ! দাতা দিচ্ছেন যখন, পুরোপুরিই তো নেওয়া উচিত, অল্প নয় । ভক্তরা অল্প নিয়েই খুশি হয় কিন্তু গ্তানী অর্থাৎ পুরোপুরি নেয় ।

জার্মান গ্রুপের সাথে :- সদা নিজেদের বাবার কাছাকাছি হওয়া রত্ন মনে করো ? দেশ থেকে যতো দূরেই থাকো, কিন্তু অন্তর থেকে তো কাছাকাছি থাকো, এইরকমই অনুভব হয়, তাই না ? যারা অবিরত স্মরণে থাকে, সেই স্মরণ তাদের নিকট হওয়ার অনুভব করায় । তোমরা সহজ যোগী, তাই

না ! যখন তোমরা 'বাবা' বোলো, তখন 'বাবা' শব্দই সহজ যোগী বানিয়ে দেয় । 'বাবা' শব্দ জাদু শব্দ । কিছু জাদুকরী জিনিস বিনা মেহনতে প্রাপ্তি করায় । তোমরা যা চাও প্রাপ্ত করতে পারো, সুখ শান্তি শক্তি যা চাই, 'বাবা' শব্দ বললে সবকিছু তোমরা লাভ করবে । এইরকম অনুভব করো তোমরা ? যে বাচ্চারা বিচ্ছিন্ন ছিলো এবং তারপরে এসে আবার তাঁর সাথে মিলিত হয়েছে, সেই সকল বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা পুলকিত হন । অধিক খুশি কার ? তোমাদের নাকি বাবার ? বাপদাদা সদা সব বাচ্চার বিশেষত্ব স্মরণ করেন । কতো লাকি তোমরা ! অনুভব করো তোমরা, বাবা তোমাদের স্মরণ করছেন ? সবাই তোমরা নিজ নিজ বিশেষত্বে বিশেষ আত্মা । এই বিশেষত্ব তো তোমাদের সকলের আছে, এমনকি দূর দেশে থেকে, অন্য ধর্মে গিয়েও তোমরা তবুও বাবাকে চিনে নিয়েছো । সুতরাং এই বিশেষ সংস্কারবশতঃ তোমরা বিশেষ আত্মা হয়ে গেছ । আত্মা - ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ - সেবার ক্ষেত্রে স্ব-সেবা এবং সবার সেবার ব্যালেন্স রেখে মায়াজিৎ ভব

সবার সেবার সাথে সাথে স্ব-সেবা আবশ্যিক । এই ব্যালেন্স সদা স্ব-সেবা এবং অন্যদের সেবাতে স্ব-উন্নতির প্রাপ্তি করায় । এইজন্য সেবার ক্ষেত্রে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে এই দুই বিষয়েই ব্যালেন্স রাখলে তোমরা মায়াজিৎ হয়ে যাবে । ব্যালেন্স রাখলে বিস্ময়কর হয় । তা'নাহলে বহির্মুখিতার কারণে বিস্ময়ের পরিবর্তে তোমার নিজের এবং অন্যের স্বভাবের মানসিক চাঞ্চল্যে আটকা পড়ে যাও । সেবাতে ব্যস্ততার ছোটোছুটিতে, মায়া তোমাদের বুদ্ধিকে ঘোড়দৌড় করিয়ে দেয় ।

স্লোগানঃ - নিজের বিশেষত্বের বীজকে সর্বশক্তির জল দ্বারা সিঞ্জন করে বীজকে ফলদায়ক বানাও ।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল ভাইবোন সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত নিজের পূর্বজন্মের বিশেষ স্বপ্নে স্থিত হয়ে পুরো কল্পবৃক্ষকে শক্তির সকাশ দেওয়ার সেবা করুন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার স্মরণের যাত্রায় সময় দিতে থাকো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, সবার থেকে মমত্ব দূর হয়ে যাবে, বাবার গলার হার হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :-- গড ফাদারের কাছে তোমরা বাচ্চারা কোন দুটি শব্দের পড়া পড়ো ?

উত্তর :-- গড ফাদার তোমাদের এই পড়া পড়ান যে -- হে আত্মারা, এই 'দেহের ভাব' ত্যাগ করো আর 'আমাকে স্মরণ করো' - এই দুটি শব্দ এই কারণে পড়ানো হয় কেননা, এখন তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ায় পুরানো শরীর আর নিতে হবে না । তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে । আমি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যেতে এসেছি তাই এই দেহ সহ সবকিছু ভুলতে থাকো ।

গীত :-- তুমিই মাতা, পিতাও তুমি.....

ওম শান্তি । শালগ্রাম বাচ্চারা জানে যে, আমরা কোনো মানুষের কাছে শাস্ত্র শুনছি না । একে সৎসঙ্গ বলা হয় না, পড়া বলা হয় । মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে তারা বলবে যে, আমরা সৎসঙ্গে যাই অথবা বলবে, আমরা কলেজে যাই । এ তো তোমরা জানো যে, সৎসঙ্গে সাধু, সন্ত, বিদ্বান আদিরা শোনান । স্কুলেও মানুষই টিচার, প্রফেসর ইত্যাদি হয়, এখানে কোনো মানুষ নেই । ইনি হলেন বেহদের রুহানী বাবা, যাঁকে বলা হয় -- স্বমেব মাতাশ্চ পিতা -- এই মহিমা দেবতাদেরও থাকে না, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরেরও থাকে না । এই মহিমা হলো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার । এখন বাচ্চারা জানে যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীর ধারণ করে অভিনয় করছেন । এই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া কেউই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের কেউই পড়াতে পারবেন না । ব্রহ্মাকেও জ্ঞানের সাগর বলা হবে না । এঁকে প্রজাপিতা বলা হবে আর একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় । তিনিই পতিতদের পবিত্র করেন কেননা জ্ঞানের সাগরের থেকেই সদগতি হয় । এ হলো নতুন কথা । গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে তাকে খন্ডন করে দিয়েছে । এখন মানুষ কিভাবে জানবে যে, নলেজফুল পরমপিতা পরমাত্মা এসে নলেজ দেন । এ কথা মানুষ ভুলে যায় । এমনও নয় যে, শাস্ত্র ইত্যাদি দ্বাপরের আদিতে লেখা হয় । তা নয়, বোঝানো হয় যে, বাবার চিত্র, মন্দির ইত্যাদি প্রথমে নির্মান হয়, যা দিয়ে ভক্তি শুরু হয় । পূজার যোগ্য হলেন একমাত্র শিব । এমন নয় যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর , জগদম্বা বা জগৎ পিতা পূজার যোগ্য । এঁদের সবাইকে পূজার যোগ্য করেন একমাত্র বাবা । তাহলে তাঁর ভক্তি অবশ্যই বেশী হবে । এই ব্রহ্মা তো কিছুই নয় । এঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা যদি না আসে, তাহলে এনার কি পূজা হবে ? সবার সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা । এই বিচার সাগর মন্থন করতে হয় । ভক্তি কিভাবে শুরু হবে ? শিববাবা তো বিচার সাগর মন্থন করেন না । বাচ্চাদের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । সরস্বতী, যিনি ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, তাঁকেও বিচার সাগর মন্থন করতে হয় । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন একজনই, যদি তিনি না আসেন তাহলে এই দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র কে করবেন ? সমস্ত মনুষ্য মাত্রই এখন পতিত । এখন শিববাবা যদি না আসেন তাহলে এই স্বর্গের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা কে দেবে ? নিশ্চয়বুদ্ধি না থাকলে বিজয় মালায় গ্রথিত হতে পারবে না । সুপুত্র সন্তানরা সবসময় গলার হার হয় । বাবাও খুশী হন যে - এই বাচ্চা বড় সুপুত্র এবং আশ্রয়কারী । অনেক মা - বাবা আছেন, যাদের ১২ - ১৪ টি সন্তান থাকে, তাদের মধ্যে কেউ

কুপুত্র কেউ আবার সুপুত্রও হয় । পতিত - পাবন বাবা ছাড়া পতিতদের উদ্ধার কেউই করতে পারে না । তোমরা জানো যে গঙ্গা নদীর উপর গঙ্গার মন্দির আছে । তাই বোঝা উচিত যে, এই গঙ্গা কে ? এ কি কোনো শক্তি, যার দ্বারা পতিত থেকে পবিত্র হয় বা এই জলে পবিত্র হওয়া যায় ? বাবা বলেন যে, গঙ্গা পতিত - পাবনী নয় । যোগ ছাড়া কেউই পবিত্র হতে পারবে না, তাই তোমাদের কোনো গঙ্গা স্নান করার দরকার নেই । যোগের অর্থ হলো স্মরণ । বুদ্ধির যোগ লাগাতে হবে । ওরা তো অনেক যোগ আসন ইত্যাদি করে । অনেক প্রকারের হঠযোগ করে, তাকে যোগ বলা যাবে না । মাতারা বা অবলারা হঠযোগ কি জানবে ?

মানুষ স্কুলে পড়ে কিন্তু সেখানে ধাক্কা খাওয়ার কোনো কথা থাকে না । কোনো না কোনো পরীক্ষায় তারা পাস করে । তারা জানে যে, এই পরীক্ষায় পাস করে আমরা এই হতে পারবো । এখানেও তোমরা জানো যে - এও এক পরীক্ষা, গড ফাদার এখানে পড়ান । তিনি হলেন পতিত - পাবন । তোমাদের হলো গড ফাদারলী স্টুডেন্ট লাইফ । বাবা তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র কিভাবে করেন ? তিনি বলেন - হে আত্মারা, এই দেহ ভাব ত্যাগ করো । এই পুরানো শরীরকে ছেড়ে দিতে হবে । প্রথম দিকে তোমাদের শরীর গোরা গৌরবর্ণ ছিল - এখন আয়রন এজের হয়ে গেছে । এখন তোমাদের তো এখানে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে না কেননা এখানে পাঁচ তত্ত্বই তমোপ্রধান । এখন বাচ্চারা, আমি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবো । আগের কল্লেও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম । আমি কালেরও কাল । সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো । তারপর তোমাদের অমরপুরীতে পাঠিয়ে দেবো । এ হলো মৃত্যুলোক, ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, তাই সঙ্গম যুগের একশো বছর প্রয়োজন । আর তো প্রত্যেক যুগ ১২৫০ বছরের হয় । সেই তুলনায় সঙ্গম যুগের আয়ু অনেক কম । ব্রাহ্মণদের যেমন টিকি ছোটো হয়, তেমনি সঙ্গম যুগের আয়ুও অনেক কম । এরপর এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে তখন বাড়ী ইত্যাদি বানানো শুরু হবে । ওখানে সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ আসেন । তিনি সুন্দর প্রাসাদ বানানোর জন্য আশ (ইচ্ছা) রেখে ছিলেন । যিনি সোমনাথ মন্দির বানিয়েছিলেন তিনি তো অবশ্যই আশ রেখেছিলেন । খুব কম লোকই এমন শখ রাখে, তারা কতো সুন্দর মন্দির বানিয়েছে । এক নম্বর পূজ্য হলেন শিববাবা, তারপর ভক্তিমার্গেও প্রথমে সোমনাথের মন্দির তৈরী হয় । তাও বেশ কিছুদিন পরে তৈরী হয় । তারপর পূজা শুরু হয় । এখন তো ঘোর অন্ধকার । রাত সম্পূর্ণ হয়ে তারপর দিন আসে ।

বাবা বলেন যে, আমি রাত আর দিনের মাঝে আসি । মহাভারী লড়াইও তো আছে । লেখা আছে যে, যাদবদের পেট থেকে সেই জিনিস বের হয়েছিলো, যাতে সম্পূর্ণ কুলের বিনাশ হয়েছিলো । তোমরা দেখছো যে, বরাবর বিনাশের জন্য তৈরী করছে । মানুষ মনে করে - এর প্রেরক কেউ আছেন । দুজনেই বিনাশের জন্য বোম্বস বানিয়ে রেখেছে । বিপর্যয়ও আসবে । তোমরা তো প্রত্যক্ষভাবে দেখছো যে - স্থাপনাও হচ্ছে, বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে । মনে করো, কেউ বিনাশ দেখে নি কিন্তু বৈকুণ্ঠ তো দেখেছে, তাই না । খুব ভালোভাবে পড়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে । তোমাদের সাকার পড়ান না । এখানে শাস্ত্র ইত্যাদির কোনো কথা নেই । এ তো স্তান সাগর স্বয়ং পড়ান । তোমরা নিজেদের দেহী মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । ভগবান উবাচঃ - তিনি বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের সামনে বসে আছি । যারা আমার সন্তান হয় তাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত সন্তান, কেউ আবার নামমাত্র সন্তান হয় । প্রকৃত সন্তানদেরই এই অবিনাশী বর্ষার অধিকার আছে । সংশয় বুদ্ধির বাচ্চাদের নামমাত্র সন্তান বলা হয় । তারা এই অবিনাশী বর্ষা পেতে পারে না । তারা তখন পুরুষার্থ অনুসারে প্রজাতে চলে যায় । প্রকৃত সন্তানরা রাজ পরিবারে এসে যায় । তারা

বাবাকে ভালোবাসে, বাবাও তাদের ভালোবাসেন । গাওয়াও তো হয়, তোমার কাছে বলিহারি যাবো, নিজেকে সমর্পণ করবো । বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদের সাহায্য করবো । সাহসী বাচ্চা, সাহায্যকারী ভগবান । আর সকলের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিল করে একের সঙ্গে জুডতে হবে । তোমরা বলো যে, আমরা বাবার । এ সবকিছুই বাবার । বাবাকে আমরা খরাপ খড়কুটো সবই দিয়ে দিই আর পরিবর্তে বাবার থেকে বেহদের বাদশাহীর অবিনাশী বর্সা নিই । এই পুরানো দেহের প্রতি আমাদের কোনো মমত্ব নেই । এ তো তমোপ্রধান রোগী শরীর । আমাদের কাছে আর কি আছে ? মানুষ যখন মারা যায়, সবকিছুই ছেড়ে যায় । তখন তার সবকিছুই করণীঘোরকে দিয়ে দেওয়া হয় । আমরা সবকিছুই তোমাকে দিয়ে দিই । এই মমত্ব দূর করার জন্য আমরা নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করি । মায়া তবুও বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাই ধীরে ধীরে যত আমার স্মরণে সময় দিতে থাকবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে । তারাই আমার গলার হার হবে । বাবা কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন । বাবা বোঝান যে ড্রামা অনুসারে এই রথ আমার জন্য নির্ধারিত । আর কারোর মধ্যেই আমি আসতে পারি না । তোমরাও বলো যে ---- বাবা, আগের কল্পেও আমরা আপনার সঙ্গে এই বাড়ীতে, এই ড্রেসে মিলিত হয়েছিলাম আর আপনার থেকে এই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছিলাম । তাহলে এ কতো সহজ ।

বাবা বলেন যে, তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো, আর কারোর দিকে যেন বুদ্ধি না যায় । তোমরা মনে রেখো ----অন্তকালে যে পুত্রের কথা মনে করে, যদি কাউকেও স্মরণ করেছো তাহলে সেখানে জন্ম নিতে হবে । কোথাও মমত্ব রাখা উচিত নয় । অন্তকালে যে স্ত্রীর কথা মনে করে --- --বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করতের তার কতো মহিমা করা হয় । এক ওঙ্কার ---- তাঁর একটাই নাম । তিনি কোনো দ্বিতীয় শরীর নেন না, যে নামের পরিবর্তন হবে । তোমরা তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো তাই তোমাদের ৮৪ নামও হয় । বাবার মহিমায় গাওয়া হয় -----নির্ভয় , নির্বৈর, অকালমূর্ত ---তিনিই হলেন কালের কাল, তাঁকে কোনো কাল খেতে পারে না । আমি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাবো । নির্বৈর অর্থাৎ আমার কারোর সাথে কোনো শত্রুতা নেই । অকালমূর্ত, অযোনি অর্থাৎ আমি জন্ম - মরণে আসি না । তাঁর কতো মহিমা করা হয় । গায়নও আছে যে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা ----তিনি কলিযুগের দুঃখ হরণ করেন । সত্যযুগের সুখ দেন । বাচ্চারা জানে যে, ভারতে সত্যযুগে জীবনমুক্তি ছিলো । বাকি সমস্ত আত্মারা শান্তিধামে ছিলো, স্মরণে তো আসে, তাই না । তাহলে অবশ্যই বাবা যখন সঙ্গম যুগে আসেন, তখন সবাইকে শান্তিধামে নিয়ে যাবেন, তোমাদেরকে সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন । এ কতো সহজ কথা কিন্তু মায়া এমনই যে, এখান থেকে বাইরে গেলেই সব ভুলে যাবে । গর্ভ জেলে যেমন ধর্মরাজের দ্বারা তোমাদের সাজা দিই, তোমরা গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকো যে আমরা ক্ষমা চাইছি যে এমন পাপ আর করবো না । বাইরে বের হলেই আবার পাপ করতে থাকো । এ হলোই মায়ার রাজ্য । সত্যযুগ, ত্রেতাযুগে মায়া থাকে না । সেখানে তো সুখই সুখ থাকে । এখন তোমরা পড়ছো । এখানে গৃহত্যাগের কোনো কথাই নেই । বাবা বলেন যে - দেহ সহিত সবকিছু ভুলে যাও । তোমাদের এ হলো বেহদের সন্ধ্যাস । ওই সন্ধ্যাসীদের হলো হদের সন্ধ্যাস । জঙ্গলে গিয়ে আবার শহরে ফিরে আসে । কতো বড় বড় নাম রাখে । বাবা বলেন যে, আমি কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলি । কতো বৃদ্ধারা বলে, আমাদের ধারণা হয় না । আচ্ছা, এই কথা তো জানো যে পরমাত্মা আমাদের পড়ান ? তিনি বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো । এতে তো কোনো অসুবিধা নেই । এখন আমরা ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ করেছি । এ হলো স্বদর্শন চক্র । আত্মার চক্রের দর্শন হয় । এখানেই নিরোগী কায়া হয় । চক্রকে জানলে তোমরা উঁচুর থেকে উঁচু পদ পাবে

তাই বাবা বলেন স্বদর্শন চক্রধারী হও । তিনি কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন । সহজ স্মরণ, সহজ সৃষ্টিচক্র, কোনো অসুবিধা নেই । এই হলো প্রকৃত কামাই । বাকি ধন - সম্পদ তো সব শেষ হয়ে যায়, সবকিছুই ছেড়ে যায় । সাগরের ঢেউ উঠলে উঠবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আসবে । ভারত ছিলো সত্য খণ্ড, সেইসময় অন্য কোনো খণ্ড ছিলো না । ভারত হলো শিববাবার জন্মভূমি । ভারত অনেক বড় তীর্থ । ভারতেই সোমনাথের মন্দির কতো সুন্দর তৈরী হয়েছে । এখন তো অনেক মন্দির বানানো হয় ।

বাবা বলেন যে, এই সময় বিয়ে করা হলো নিজের সর্বনাশ করা । শিববাবার সঙ্গে বিবাহ বন্ধন হলো লাভের । শিববাবা যেমন সাজনও তেমনি তিনি আমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেন । তোমরা এখানে এসেছো, তোমরা জানো যে, আমরা এখানে নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হবো । এমন নয় যে পুরুষ গিয়ে আবার পুরুষ জন্মই নেবে । পরিবর্তন হতে থাকে । কোনো জন্মে পুরুষ শরীর, কোনো জন্মে আবার স্ত্রী শরীর । এরপর সত্যযুগ থেকে ত্রেতা কিভাবে হয়, তাও বোঝানো হয়েছে । এখন বাচ্চারা, তোমাদের নলেজফুল গড ফাদার পড়াচ্ছেন । মানুষ তো একসাথে ফাদার, টিচার আর স্ট্রুর হতে পারে না । ফাদার আর টিচার যদিও বা হতে পারে কিন্তু গুরু হতে পারে না । সেও সেই শরীরের বিদ্যা । এই বাবা তো একদম স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন । কোনো কথা বুঝতে না পারলে হাজার বার জিজ্ঞাসা করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সুপুত্র, আঞ্জাকারী হয়ে বিজয় মালায় গ্রথিত হতে হবে । বাবাকে নিজের আবর্জনা রূপী খড়কুটো দিয়ে, সমর্পণ করতে হবে, সবার থেকে মমত্ব দূর করতে হবে ।

২) অন্তিম সময়ে যেন একমাত্র বাবা-ই স্মরণে থাকে, তারজন্য অন্য সকলের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :- নিজেকে বাবাকে সঁপে দিয়ে, বুদ্ধিও বাবাকে সমর্পিত করে ডবল লাইট ভব

নিজেকে বাবার দায়িত্বে দিয়ে, নিজেকে বাবাকে সঁপে দিয়ে, অর্থাৎ নিজের সব বোঝা যদি বাবাকে দিয়ে দিতে পারো, তাহলেই ডবল লাইট হতে পারবে । বুদ্ধি দিয়ে যদি সমর্পিত হয়ে যাও তাহলে অন্য কোনো বিষয় বুদ্ধিতে আসবে না, ব্যস সব কিছুই বাবার, আর সবকিছুই যখন বাবার, তখন আর কিছুই বাকি থাকলো না, যখন থাকলোই না, তাহলে বুদ্ধি আর কোথায় যাবে, ব্যস একমাত্র বাবা, স্মরণের একটাই রাস্তা, এই রাস্তাতেই সহজ লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে ।

স্লোগান :- অটল সিংহাসনে বিরাজমান থেকে, সাক্ষীদ্রষ্টার ভূমিকা পালনকারীই হলো শ্রেষ্ঠ পার্টধারী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন তোমাদের জন্যে স্বর্গের নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে, তাই এই নরকের দিকে মন দিও না, নরককে ভুলে যাও"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা তোমাদের উপরে দয়ার সাগর (রহমদিল) বাবা কি রূপে কোন্ দয়া করেন ?

উত্তর :- বাবা বলেন - আমি বাবা রূপে মিষ্টি স্যাকারিন হয়ে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের এত ভালোবাসা দিই যে দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেউ এমন স্নেহ দিতে পারে না। আমি তোমাদের পবিত্র স্নেহ ভালোবাসার দুনিয়ার মালিক করি। শিক্ষক রূপে তোমাদের এমন শিক্ষা প্রদান করি যে তোমরা স্বর্গের রানী হয়ে যাও। এই পড়াশোনা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার । এই জ্ঞান রত্ন তোমাদের বিশ্বের মালিক করে দেয় ।

গীত :- কে মাতা, কে পিতা, ছাড় রে বালক এই দুনিয়ার সব সূতা.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ওম্ শান্তি-র অর্থ বোঝান হয়। ওম্ শব্দের অর্থ হল - আই এম আত্মা, আমি আত্মা, আমি আত্মা নিরাকার পরমাত্মার সন্তান। শরীরের পিতা হলেন তিনি যিনি জন্ম দিয়েছেন। তাকে বলা হয় শরীরের জন্ম দাতা পিতা এবং শিববাবা হলেন আত্মাদের পিতা। তিনি তো সদা-ই আছেন। অনেক অনেক কোটি কোটি আত্মারা নিজের নিরাকারী দুনিয়ায় থাকে। সেখানে সর্বদা নির্বিকারী-ই থাকে, বিকারী তো পরম ধামে থাকতে পারেনা। প্রথমে এই কথাটি পাকা করতে হবে - আমি আত্মা, আমার পিতা পরমাত্মা। আত্মার সম্পর্কে সবাই হল ভাই-ভাই। এই শরীরের পিতাকে বলা হয় লৌকিক পিতা। আত্মার পিতাকে বলা হয় পারলৌকিক পিতা। একমাত্র তিনি সকলের পিতা। আহ্বান করে সবাই - " ও গড ফাদার, ও পতিত পাবন, দয়ালু ।" আত্মা এইরূপ নিজের পিতার আহ্বান করে। আত্মা এই শরীরে থেকে দুঃখী হয়েছে। অথচ সেই সত্যযুগে আত্মার এই শরীরে থেকেও সুখ, তাই তার নামই হল সুখধাম, স্বর্গ। এইটি হল নরক। গায়নও আছে দুঃখে সবাই স্মরণ করে স্মরণ করে পতিত পাবনকে। বুঝতে পারে - পতিত পাবন বাবা আছেন উপরে পরম ধামে। গঙ্গাকে পতিত পাবনী বলা যাবেনা। গঙ্গাকে তো এই চোখে দেখা যায়। নিরাকার পিতাকে অথবা আত্মাকে দেখা যায়না। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন প্রাণ দাতা, তিনি হলেন দিব্য চক্ষু বিধাতা, ওঁনাকে বলা হয়- ও গড ফাদার, ক্রিয়েটর। আত্মা, তাহলে মাদার আসবে কোথা থেকে ? মাদার ব্যতীত ফাদার সৃষ্টি রচনা করবেন কিভাবে ? মাদার তো অবশ্যই চাই তাইনা। গড ফাদার মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা, তিনি হলেন সকলের পিতা। ফাদার যখন আছেন তখন মাদার নিশ্চয়ই থাকবে। বাবা এসে বোঝান আমি হলাম নিরাকার। আমি আসব, তারপরে বিবাহ সম্পন্ন হলে সন্তান আসবে। কিন্তু বিবাহ তো হবেনা। সন্তান জন্ম হবে - বিবাহ ছাড়া। বাচ্চাদের আমি অ্যাডপ্ট করি। ধরো যদি কারো স্ত্রী না থাকে, কিন্তু সে চায় যে সম্পত্তি কাউকে দান করে যাই , তখন ধর্মের সন্তান দত্তক নেওয়া হয় , সুতরাং মাতা-পিতা দুই-ই হল তাইনা। বেহদের বাবা বলেন আমিও ফাদার। আমি কিভাবে রচনা করব ? বুঝবার কথা তাইনা। বাবা নিজে এসে বোঝান আমারও শরীর প্রয়োজন তাইনা। তাই এনার দেহের আধার নিতে হয়। তোমরা বল আমরা ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বরের সন্তান তো সবাই, কিন্তু এই সময় বাবা সম্মুখে এসেছেন। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কোলে স্থান দেন। তোমরা বুঝতে পারো আমরা বাবার সন্তান হয়েছি। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গের

মালিক করতে রাজ যোগের শিক্ষা দেন। নিজে বসে বলেন - আমি নিরাকার গড ফাদার। নিরাকারকে মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা কিভাবে বলা হবে ? তাই বাচ্চাদের এডপ্ট করে তাদেরই বসে বোঝাচ্ছেন আমি হলাম শিব নিরাকার। তোমরা হলে নিরাকার আত্মা। তোমরা গর্ভ জেলে আসো, আমি গর্ভ জেলে আসিনা। তোমাদের জন্যে অর্ধকল্প গর্ভ মহল হয়, অর্ধকল্প হয় গর্ভজেল কারণ অর্ধকল্প মায়া রাবণ পাপ কর্ম করায়। সত্যযুগে মায়া নেই যে পতিত দুঃখী করবে। আমি ২১ জন্মের জন্যে তোমাদের স্বর্গের বর্ষা প্রদান করি। নতুন দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয়। যখন বাড়ি পুরানো হয় তখন পুরানো ছেড়ে নতুন বাড়িতে আসে। এইটিও পুরানো দুনিয়া কিনা। ঐ হল নতুন দুনিয়া, গোল্ডেন এজ, পবিত্র দুনিয়া। তাই বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্যে স্বর্গ স্থাপন করছি, তাহলে তোমরা নরকের দিকে মন দাও কেন ? এখন নরককে ভুলে যাও। আমি পিতা আমাকে ও স্বর্গকে স্মরণ করো, পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। এই হল বেহদের সন্ধ্যাস। পুরানো দেহ সহ যা কিছু দেখতে পাও, সেসব থেকে মমত্ব ত্যাগ করো। ভাবো, আমরা সবকিছু ঈশ্বরকে সমর্পণ করি। এই শরীর, ধন, সম্পদ, সম্ভান ইত্যাদি সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। এই হল সেই মহাভারী মহাভারত লড়াই, যার দ্বারা মুক্তি - জীবনমুক্তির গেট খুলে যায়। হরির দ্বার বলা হয় কিনা। হরি বলা হয় কৃষ্ণকে, তাঁর দ্বার হল বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের গেট বাবা এসে খোলেন। সেখানে কোনও পতিত যেতে পারেনা তাই পতিত থেকে পবিত্র করেন, দুঃখ থেকে লিভ্রেট করেন। আর কেউ লিভ্রেট করতে পারেনা। দুঃখহতা সুখকর্তা হলেন একমাত্র বাবা। বাবা বলেন - আমি তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। সদাকালের জন্যে সুখ দান করতে এসেছি। আমি তোমাদের জন্যে হাতের মুঠোয় স্বর্গ এনেছি। তোমরা রাজ যোগ শিখে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও। বুদ্ধিও বুঝতে পারে এই হল যথার্থ সঠিক বোধগম্য কথা। বুঝে নাও, এই পুরানো দুনিয়া পুনরায় নতুন হবে। সর্বশক্তিমান একমাত্র বাবা যিনি নিজের শক্তি দ্বারা স্বর্গের মালিক করেন। সবাই চায় একটি রাজ্য হোক, অলমাইটি অথরিটি রাজ্য হোক। সে তো সত্যযুগ-ত্রৈতায় অটল, অখন্ড, সুখ-শান্তিময় দেবী-দেবতাদের রাজধানী ছিল, কোনোরকম বিঘ্ন ছিলনা। তাকে অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়। দ্বিতীয় ধর্ম-ই নেই, যে দুঃখ হবে। এখন দেখ যদিও খ্রিস্টান একটি ধর্ম কিন্তু তাতেও নিজেদের মধ্যে কত লড়াই হয় কারণ এই হল মায়ার রাজ্য। সত্যযুগে মায়া থাকেনা। এখন বলে - ও গড ফাদার দয়া করুন। বাবা বলেন - দয়া তো সবার উপরেই করা হয়। সব বাচ্চাদের পাপ মুক্ত করি অর্থাৎ পতিত দুনিয়া থেকে লিভ্রেট করি। আত্মারা, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাই নিরাকারী দুনিয়ায়। বাকি শরীর তো ভস্ম হয়ে যাবে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) গায়ন আছে। সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অকাল পড়বে অবশ্যই।

এখন বাবা বলেন এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে মনকে সরিয়ে আনো। বেহদের বাবা হলেন স্যাকারিন। উনি বলেন - আমি যে তোমাদের এত স্নেহ করি অন্য কেউ করতে পারেনা। এখন তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক করি। রাজত্বের জন্যে তোমরা পড়াশোনা করছ। মুখ্য উদ্দেশ্য বুদ্ধিতে আছে। নতুন কেউ কিছুই বুঝবেনা, যতক্ষণ না কেউ তাকে বসিয়ে বোঝাচ্ছে। এক সপ্তাহ বসে কেউ বুঝে নিক যে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে হবে, তাই বাবাকে জাদুকর বলা হয়। জ্ঞান রত্ন দিয়ে মানুষকে দেবতায় পরিণত করি। ওঁনাকে রত্নাকর, সওদাগর, পথিকও বলা হয়। এসে তোমাদের মহারাজা-মহারানী করেন। তিনি পথিক (মুসাফির), তিনি খুবই সুন্দর ! তোমরা সবাই ছিলে অ-কাজের, এখন তোমাদের পড়িয়ে স্বর্গের রানী করি। তোমরা জানো আমরা সূর্যবংশী- চন্দ্রবংশী হওয়ার জন্য পড়াশোনা করি। পরমাত্মা পড়ান। তোমরা এখানে কি পড়ো ? তোমরা বলবে মানুষ

থেকে দেবতায় পরিণত হতে পড়াশোনা করি কারণ এই অসুরী গুণের মানুষদের সৃষ্টি বিনাশ হবে। বলেও তারা - আমি নিগুণহারী , আমার কোনো গুণ নাহি। অতএব দয়ালু পিতা বসে সেসব তোমাদের পড়াচ্ছেন। সকল ধর্মের মানুষ একমাত্র নিরাকার বাবাকেই পরমাত্মা বলে বিশ্বাস করবে। মানুষ যদিও গড ফাদার বলে কিন্তু জানেনা, তিনি কে, কোথা থেকে আসেন ? এখন তোমরা জানো তিনি পুরানো পতিত দুনিয়ায় আসেন কারণ পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন। পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করেন। নতুন দুনিয়ায় সুখ-ই সুখ থাকে। বাবা বলেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে কল্প-কল্প আমায় আসতেই হবে। এই কথা তো বুদ্ধি বুঝতে পারে যে রাতের পরে হয় দিন। সেই চক্রে কলিযুগ আসে। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ অবশ্যই হবে তাইনা। বাচ্চারা তোমাদের-ই বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী। আত্মা জানে আমি কিভাবে ৮৪টি জন্ম গ্রহণ করি। কোনো মানুষ , মানুষকে সদগতি দিতে পারেনা। আমি-ই এসে বোঝাই। আমি তোমাদের পবিত্র করি, যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বকে জয় কর। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। বাবার কাছে তোমরা বেহদের বর্ষা প্রাপ্ত কর। আকাশ, পৃথিবী, সাগর ইত্যাদি সবই তোমাদের হয়ে যাবে। এখানেতো আকাশেও সীমারেখা, জলেও সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। বলে আমাদের এরিয়ায় জলের তলায় তোমরা আসবেনা। তোমরা তো সেখানে সম্পূর্ণ বিশ্বের উপরে রাজত্ব করো তাইনা। তার সামনে স্বর্গ কি ! স্বর্গকে ভুলতে পারবেনা। মানুষ যখন মরে তখন বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু স্বর্গ আছে কোথায় ? নিশ্চয়ই নরক তাইনা । এইটি হল হেল বা নরক। সব মানুষ দুঃখী, সবাই হল পতিত। এই রাজ্য হল রাবণের, যাকে দহন করা হয় কিন্তু সে আগুনে পোড়ে না। রাবণের এক শত ফুট লম্বা প্রতিমূর্তি তৈরি করা হয় এবং তার সাইজ আরও বাড়ানো হয়। দিন প্রতিদিন লম্বা সাইজ বানাতে থাকে কিন্তু কিছু বোঝেনা। এইসবই হল বুঝবার কথা।

এখানে দেখো মুরলি চলাকালীন টেপ রেকর্ডে রেকর্ড করা হয় কারণ গোপীকারা মুরলি ছাড়া থাকতে পারেনা। তাই এই ব্যবস্থা। মুরলি ছাড়া কষ্ট পায় কেননা এই মুরলি হল জীবনকে হীরে তুল্য করে দেয়। এখানে বাবা পড়ান, সেই মুরলি আবার লন্ডন, আমেরিকা পর্যন্ত যায়। বাচ্চারা শুনে খুশি হয়। গায়ন আছে গোপীকারা মুরলি ছাড়া থাকতে পারত না। কেবল গড ফাদার এই নলেজ দেন। মুখ্য একটি কথা বোঝাতে হবে ইনি হলেন আমাদের বেহদের বাবা, এনার কাছে স্বর্গের বর্ষা প্রাপ্ত হয়। আত্মা বলে আমার পিতা হলেন পরমাত্মা, তিনি আত্মাদের পড়াচ্ছেন। আর কেউ এমন বলতে পারেনা যে আমি পরমাত্মা, আমি আত্মাদের পড়াই। এমনও বলবেনা যে আমি হলাম পরম আত্মা নলেজফুল। বাচ্চারা তোমাদের খুব ভালো করে বোঝান হয়, কিন্তু সবার বুদ্ধি তো একরস হয়না। কারও বুদ্ধি সতোপ্রধান, কারও সতো, রজো, তমো.... এই ক্ষেত্রে টিচার কি করবে ? টিচার বলবে পড়াশোনায় পুরোপুরি অ্যাটেনশন দেয়নি। গড ফাদার হলেন নলেজফুল। যেমন টিচার হলেন নলেজফুল, স্টুডেন্টদের পড়ান, নিজের মতন গড়ে তোলেন, ঠিক তেমনই সৃষ্টি চক্রের নলেজ গড ফাদারের কাছেই আছে, আর অন্য কেউ জানেনা। বাবা-ই নলেজ দিয়ে নলেজফুল করেন। বাবা হলেন নলেজফুল, সবচেয়ে উঁচুতে। যাঁর নাম হল উচ্চ, স্থান হল উচ্চ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলেন সৃষ্টিবতনবাসী। মানুষ আছে এখন থার্ড গ্রেডে। মানুষদের মধ্যেও গ্রেড আছে। সত্যযুগে মানুষের গ্রেড খুব উচ্চ থাকে। তোমরা গোল্ডেন এজে যাও। আয়রন এজ শেষ হয়ে যাবে। গোল্ডেন এজ হলে সিলভার এজ থাকেনা, কপার এজ হলে আয়রন এজ থাকেনা। এইসব কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। তাই ছবি তৈরি হয়েছে। সত্যযুগে খুব কম মানুষ থাকে। কলিযুগে তো ঢের মানুষ আছে। প্রশ্ন করে - বাবা, বিনাশ কবে হবে ? বিনাশ তখন হবে যখন নাটক পুরো হবে, সবাই চলে যাবে। বাবা হলেন মুক্তি

জীবনমুক্তির গাইড। তিনি থাকেন পরমধামে। তোমরাও সেখানকার বাসিন্দা, নেমে এসেছ পাট প্লে করতে। বাবা বলেন - বাচ্চারা ,তোমাদের মাঝাকে হারাতে হবে। এতে হিংসার কোনো কথা নেই। সত্যযুগে হিংসা নেই। সেখানে আছেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবী দেবতারা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা, বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধি দ্বারা বেহদের সন্ধ্যাস করতে হবে। পুরানো দেহ সহ যা কিছু চোখে দেখা যায় সেসব থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় পাঠ ভালো ভাবে ধারণ করে বুদ্ধিকে সতাপ্রধান করতে হবে। মুরলী হল পড়া। মুরলীর প্রতি খুব খুব মনোযোগী হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে সদা আনন্দ ও মনোরঞ্জন অনুভবকারী সৌভাগ্যবান ভব

ব্যাখা: সৌভাগ্যবান বাচ্চারা সদা খুশীর দোলনায় দুলে দুলে ব্রাহ্মণ জীবনে আনন্দ বা মনোরঞ্জন অনুভব করে। এই খুশীর দোলনা সদা একরস তখনই থাকবে যখন স্মরণ ও সেবা - এই দুইটি দড়ি টাইট থাকবে। একটিও দড়ি টিলে থাকলে দোলনা নড়বে এবং যে দুলছে সে নীচে পড়ে যাবে তাই দুখানি দড়ি শক্ত হলে তবেই মনোরঞ্জন অনুভব করতে থাকবে। সর্বশক্তিমানের সঙ্গ এবং খুশীর দোলনা যদি সাথে থাকে তাহলে এর মতন সৌভাগ্য আর কি হতে পারে।

স্লোগান - সকলের প্রতি দয়া ভাব এবং কৃপা দৃষ্টি যে রাখে সে-ই হল মহান আত্মা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন দাঁড়িয়ে তে-মাথার মোড়ে। যার একদিকে রয়েছে দুঃখধাম, অপরদিকে শান্তিধাম এবং তৃতীয় দিশায় সুখধাম। এবার তোমাদেরকেই তা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোনদিকে এগোবে তোমরা"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, কোন্ নিশ্চয়তার আধারে তোমরা সদা হর্ষিত থাকতে পারো ?

উত্তর :- সর্বাগ্রে নিশ্চয়তা দরকার, এখন আমি কার সন্তান। বাবার বাচ্চা হবার পর কোনও বেদ-শাস্ত্র, ধর্মীয় পুঁথি-পুস্তক ইত্যাদি পাঠের প্রয়োজন পড়ে না। দ্বিতীয় নিশ্চয়তা-একমাত্র আমাদের এই বর্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ দেবতা-কুল! যে স্মৃতি সমগ্র কল্প-চক্রেই স্মরণে থাকবে। বাবার আর চক্রে স্মৃতিতে থাকতে পারলেই সদাকাল হর্ষিত থাকা যায়।

গীত :- কেউ আমাকে আপন করে নিয়ে শেখাল হাসতে, তপসাস্থল ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে শেখাল সে বাঁচতে

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা, তোমাদের প্রথম খুশীর কারণ- এখন তোমরা কার সন্তান। এমন কথা মোটেই মনে আনবে না, আমি অমুক গুরুর শিষ্য। এখানে বাবা আর সন্তানের ব্যাপার। দেহের ভাবকে ত্যাগ করতে পারলেই বাবার সন্তান হওয়া যায়। বেদ-শাস্ত্র, ধর্মীয় পুঁথি-পুস্তক ইত্যাদি পঠন-পাঠনের প্রয়োজনই নেই। যখন থেকে বাবার বাচ্চা হিসাবে স্বীকৃতি পেল, তখন থেকেই তুমি বাবার অবিনাশী সম্পত্তির ওয়ারিশান বাচ্চা হলে। যেহেতু সম্বন্ধ-সম্পর্কের ব্যাপার এটা। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, বাস্তবে অন্যদের চাইতে তোমরাই সর্বাগ্রে পারলৌকিক বাবা শিববাবার বাচ্চা পরিগণিত হও। তোমাদের প্রথম পরিচয় আত্মা, তারপর তোমরা এই শরীর পাও। শরীর-ইন্দ্রিয় পাবার পরে সঙ্গমে আবার তোমরা অসীম-বেহদের বাবাকে পেয়েছো। উনি স্বয়ং এসে নিজের পরিচয় দেন। তাই তো তোমরাও বলা-বাবা, আমরা তোমারই, আমাদের অন্য কারও সম্বন্ধই নেই। এই রীতিতেই বাবার বাচ্চা হও। বাবাও জানান-উনি কোনও গুরু-গোঁসাই নন। সাইন-বোর্ডেও ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের নামই লেখা থাকে, অতএব তাদের বাবাও কেউ থাকবে অবশ্যই। এখানেই তো সম্বন্ধের বিষয়টা পরিস্কার হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে আবার মা-বাবার সম্বন্ধও তো চাই। যেখানে বাচ্চারাই গেয়ে থাকে - "তোমরা মোদের মাতা-পিতা, আমরা বালক তোমাদের!" জানবে, এটাই আত্মাদের অবিনাশী স্মরণ। প্রকৃত সন্তান হতে পারলে তবেই তো উত্তরাধিকারে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সার দাবীদার হবে তোমরা। এখন বুঝতে পেরেছো, তোমরা সেই মাতা-পিতারই আপন হয়েছো। শিববাবার বাচ্চা যখন হয়েছো, সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাবাকে আর ওনার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সাকেও স্মরণে রাখতে হবে। এখানে কেবল প্রয়োজন নিশ্চয়তার। বাবার সন্তান যখন হয়েছো, একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকো।

বাবা বলছেন- ওনাকে তেমন ভাবে স্মরণ করলে তুমিও লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে পারো। কত সহজ পুরুষার্থ এটা। অবশ্য এর জন্য হতে হবে বিশাল-বুদ্ধিধারী। বিশেষ কিছু করতে বলেন না বাবা, কেবল নিজের কূলের বিষয়ে জানান, কি পদ্ধতিতে বি.কে-দের ৮৪-জন্মের চক্রে আসতে হয়। বেদ বা শাস্ত্রদি এসব পঠন-পাঠন থেকে মুক্ত! কেবলমাত্র লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে হয়। বুদ্ধিতে অবশ্যই রাখতে হবে, সৃষ্টি চক্রে অবিনাশী চিত্রপট কিরূপে অবিরাম ঘুরে চলছে। যার

আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে পারলেই উচ্চ থেকে অতি উচ্চ পদে আসীন হতে পারবে ও স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারও লাভ করতে পারবে। বাবাও তোমাকে বানিয়ে দেবেন, সদাকালের হর্ষিতমুখ চেহারা। যদিও অতি সহজ কথা, তবুও কিন্তু তা ভুলে যাও। কিন্তু এই ভুলে যাওয়ার কারণটা কি ? বাচ্চা তার মা-বাবাকে তো কখনই ভোলে না। অতএব, বাবা আর ওঁনার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সাকে লাগাতার স্মরণ করতে থাকলে সর্বদাই হাসি-খুশীতে থাকতে পারবে। কেউ যখন কোনও দুঃখে পড়ে, তখন তো সে তার বাবাকেই স্মরণ করবে। নিশ্চয় বাবা পূর্বে কখনও সুখ দিয়ে থাকবে। কেউ কখনও ব্যাথা পায়, বলে - ওহ বাবা, হায় ভগবান.....! এভাবেই জন্ম-জন্মান্তর ধরে কেবলই হায়-হায়ই করেই আসছে। কিন্তু এখন তো বাবা কত সহজ ভাবে সবকিছু বুঝিয়ে বলছেন। যদিও তোমার তেমন সুস্থাস্থ্য নাই বা থাকে, যতই রোগের শিকার হও না কেন, তবুও তুমি সেবা করতে পারো অনায়াসেই। যেমন অসুস্থ কারওকে লোকেরা বলে- "রাম-রাম স্মরণ করতে থাকো", তেমনি তোমরাও লোকেদের বলতে পারো-"শিববাবাকে স্মরণ কর।" যে ভাবেই হোক শিববাবাকে স্মরণ করা উচিত। এমন কি তুমি তোমার মৃত্যুসম্মুখীন অন্দেরকে এই জ্ঞান শোনাতে পারো। বলবে, তেমনরাও তো সেই পরমাত্মারই সন্তান, তাই ওনাকেই স্মরণ কর। যেখানে শিববাবা অসীম-বেহদের বাবা, অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা একমাত্র উঁনিই দিয়ে থাকেন। সেবাধারী বাচ্চা নিজের মৃত্যুমুখেও অন্দের বাবার জ্ঞান শোনান। এমনটা মোটেই নয় যে, হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে বলে মুখ বন্ধ থাকবে। সর্বদাই কিছু না কিছু জ্ঞান-রত্নের বর্ষণ যেন হতেই থাকে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এলে তাদেরও পরমাত্মাকে স্মরণ করতে বলো। যেহেতু একমাত্র উঁনিই সবার রক্ষাকর্তা। অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা একমাত্র ওঁনার থেকেই পাওয়া যায়।

লৌকিকে উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ তো কেবল পুরুষরাই পায়। কিন্তু কন্যারা যে ব্রাহ্মণদের চাইতেও শতগুণে উত্তম। শিববাবার দান তারাই সর্বাগ্রে পায়, যারা পবিত্র থাকতে পারে। কন্যারাই অধিক পবিত্র। এই কারণেই তো কন্যাদানের রীতি-রেওয়াজ। যে দানকে মহৎ-দান ভাবা হয়। বাস্তবে তা কিন্তু দান নয়। প্রকৃত দান তো এটাই - নিজের কন্যাকে শিববাবাকে দেওয়া, স্বর্গ-রাজ্যের মহারাণী বানাবার জন্য। অবশ্য কন্যাও তেমন হওয়া দরকার, যথেষ্ট পড়ালেখা জানা, যে নিজের দৈবী-কুলের হবে, বলার সাথে সাথেই যে সবকিছু বুঝতে পারবে ও সেবাধারীও হবে। এখানে তো আর কোনও শিশুর পরিচর্যা করতে হয় না। একথা অন্দের বোঝানোটা খুবই সহজ ব্যাপার - "শিববাবাই প্রকৃত অসীম-বেহদের বাবা।" সামনে চিত্র রেখে বোঝাতে হবে, লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে এমন সৌভাগ্যশালী হয়। সেই আশীর্বাদী-বর্সা তারা পায় কোথেকে ? কত সহজ এই অমূল্য উপার্জন। বোঝাবার জন্য বাবা বড় বড় চিত্রও বানিয়ে দেন। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী নাটকের অন্তিম পর্ব এখন। তোমাদেরও ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে। এখন আবার বাবার সাথে আপন ঘরে ফেরার পালা, সেখান থেকে নতুন দুনিয়ায়। এই বাবা-ই সেই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তিনিই তোমাদের সেই দুনিয়ার মালিক বানান। অন্দের বলো- এসো, সেই পদ্ধতি জানাই কিভাবে অসীম-বেহদের বাবার থেকে সদা কালের সুখের বর্সা পেতে পারো। প্রথমেই তাদের বোঝাতে হবে, "আমি আত্মা।" এই আমি আত্মাই খাই, চলাফেরা করি-এই অভ্যাসেই অভ্যাসী হতে হবে। নিজের দেহ-অভিমানকে কাটাতে হবে। দেহের করণেই লৌকিক সম্বন্ধের আত্মীয় স্বজনকে মনে পড়ে। কিন্তু দেহী-অভিমানী হলে তখন কেবল পারলৌকিক বাবাই স্মরণে আসবে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে একথা স্মরণে রাখতে হবে - আমি কেবলই আত্মা।

একমাত্র বাবার শ্রীমৎ-এই চলতে হবে। এই শ্রীমৎ যে পরমাত্মা-শিববাবার, তাই নিজেকে আত্মা এই স্মরণে থাকতে হবে। যদিও তা কষ্টসাধ্য, কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী যে হতে পারছে। অল্পতে খুশী হলে চলবে না। যদিও স্বর্গ-রাজ্যে তো যাবেই। প্রকৃত সন্তান সে, যে একমাত্র বাপদাদার স্মরণেই থাকে। এছাড়া অন্য কেউ (বিপিতা) যদি স্মরণে আসে তবেই বৈমাত্র হয়ে যাবে। অনেকের আবার উভয়কেই স্মরণে আসে। মনে রাখতে হবে, একমাত্র এই বাবা-ই অবিনাশী স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার দিতে পারেন। যদিও দুই কুলই কুল, ঐ কুলের দ্বারা কেবল দুঃখ-ই দুঃখ, যা ক্ষণভঙ্গুর সুখ, তাও অল্প কালের। এখন তোমরা নিজেরাই তা ভেবে দেখো- এদিকে, পারলৌকিকের দিকে যাবে,- নাকি ওদিকে, লৌকিকের দিকে যাবে ? বুদ্ধিমানেরা বলবে, অবশ্যই পারলৌকিক বাবার প্রকৃত বাচ্চা হবো, যেদিকে গেলে স্বর্গ-রাজ্যে যাওয়া যায়, তাই সে দিকেই কেনই বা যাবে না তারা ? এজন্য কিন্তু লৌকিক সম্বন্ধে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকতে হয়। তবেই তো পারলৌকিক বাবার প্রকৃত সন্তান হয়ে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে পারো। আর ওদিকে তো কেবল নরক-রাজ্যের মালিক হতে পারো। এবার তোমাদের আত্মাই তা বলবে, বুদ্ধির যোগ কোথায় লাগবে ? শান্তিধামে নাকি সুখধামে অথবা অন্য কোথাও কিন্তু এমনটা মোটেই হওয়া উচিত নয়- আবারও সেই দুঃখধামেই। যেখানে জন্ম-জন্মান্তর কাটালে। এবার নিশ্চয় তোমরা পারলৌকিক বাবাকে আর ছাড়বেই না।

বাচ্চারা, এখানে তোমরা স্বয়ং বাবার সামনেই বসে আছো। এখানে কারও কোনও লৌকিক সম্বন্ধ নেই। তাই তোমাদের বুদ্ধিও চায়, বাবার সাথে মুক্তিধাম-শান্তিধামে যেতে। খুব ভোরে উঠে এভাবে বিচার সাগর মন্থন করাটা বড়ই মজার। নরকের দিকে গেলে মায়ার ধোকা তো খেতেই হবে। অতএব স্থির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রাখতে হবে। যেহেতু তোমরা এমন এক কিনারায় দাঁড়িয়ে আছো, যার একদিকে কেবল দুঃখ আর দুঃখ, অপরদিকে আগামী ২১-জন্মের সুখ। তাই বাবা জানাচ্ছেন - ওঁনাকে স্মরণ করতে, যেহেতু যেতে তো হবে ওঁনার কাছেই। তেমনি মায়ার তার দিকে নেবার ইশারা করে। এখন তোমাদের তা ভাবতে হবে, যাবে কোনদিকে। নরকেরও বিনাশ আসন্ন। উভয় তরফের দিশাই তো পেয়ে গেছে। এ যেন ঠিক T-এর মতন তিন রাস্তার তে-মাথার মোড়। যার একটি দিক মুক্তির, অপরটি জীবনমুক্তির তৃতীয়টি নরকের। যেন তিন নদীর সঙ্গমস্থল, সুন্দর উদাহরণ। কিন্তু এই তে-মাথার মোড় থেকে আর পিছনে ফেরা যায় না।

বাচ্চারা, তোমাদের দুঃখের গলি থেকে বের করে এনে এই তে-মাথার মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন বাবা। জন্ম-জন্মান্তর এই দুঃখ-ধামে কাটিয়ে এবার এখানে এসেছে। সুতরাং তোমাদের মন-বুদ্ধিই চাইবে মুক্তি-জীবনমুক্তির দিকে যেতে। সেখানে যাচ্ছে, বসে থাকার জন্য নয়। আবার এমনও নয় যে, তুমি তোমার কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। ড্রামা অনুসারে যে আসতেই হবে, আবারও পতন হবে। তারপর মশার মতন ঝাঁকে-ঝাঁকে মরতেও হবে। এতসব দুঃখ-কষ্ট যেখানে ভোগ করেছে, সেখানে সুখেরও ভোগ করা উচিত। ড্রামাতে বাবা তার সমতাও রেখেছেন। আর যাদের অভিনয়ের পার্ট সামান্য, এক বা দুই জন্মের জন্য, তারা গেল। তোমরা এখন তে-মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে, যার একদিকে শান্তিধাম, অপরদিকে সুখধাম। যদি শান্তিধামেই যেতে আগ্রহী হও, তবে কেবল শান্তিধামকেই স্মরণে রাখো। মুক্তিকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। যারা পরে আসবে তারা যদি মুক্তিধামকে বেশী করে স্মরণ করে, তারাই তখন মুক্তিধামে বেশী সময়কাল থাকতে পারবে। অতএব, তোমাদের উচিত জীবনমুক্তিধামকে স্মরণ করা। যাতে শীঘ্রাতিশীঘ্র স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছাতে পারো, যারা চায় মুক্তিতে থাকতে। আত্মা, একমাত্র এই বাবাকে যদি লাগাতার স্মরণ করতে

থাকো, এতেও কল্যাণ হবে। আর যদি নির্বাণধামে থাকতে চাও, সুখধামে আসতে অনাগ্রহী হও, সেক্ষেত্রে ভাববে, সেখানে তোমার পার্ট নেই। অর্থাৎ তুমি যে তে-মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে সুখধামের দিকে যাবার লক্ষ্য তোমার। যাই হোক, পুরুষার্থ করতে থাকো।

তোমাদের এই প্রকৃত যোগ প্রক্রিয়া লোকেদের খুব পছন্দ। আচ্ছা, লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তা করতে পারলে স্বদর্শণ চক্রকেও স্মরণে রাখার প্রয়োজন পড়ে না। এই জ্ঞান সকল ধর্মের জন্যই। এটাই মনে করবে, আবারও ড্রামা অনুসারে যে যেই পদ পাবার সে সেটাই পাবে। মুক্তিধামে যেতে চাইলে, লাগাতার বাবাকে স্মরণ করো। তাতেই তুমি সদাই সুখী থাকবে, কারণ সেখানে সুখও আছে, শান্তিও আছে। যে যেকের তার তেমন বর্ষাই নেওয়া উচিত। সবারই মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা এই এক বাবাই। এক বা দুই জন্ম নেবার থাকলে, সেক্ষেত্রেও সুখ ও দুঃখ দুটিরই ভোগ হয়। কিন্তু তা যেন, মশা এলো আর মারা গেল। সেই জীবনকে অমূল্য জীবন বলা যায় না। তোমারা সদাই হর্ষিত থাকো। যেহেতু লাইট-হাউসের মতন দাঁড়িয়ে আছো তাই তোমরাই অন্যদের দিশা দেখাতে পারো। মুক্তিধামেই যাও বা জীবনমুক্তিধামে, উভয়কেই স্মরণ করবে। কুমারীদের জন্য তো তা খুবই সহজ, তাদের সিঁড়িতে উঠতেই হয় না। অল্প বয়সেই পড়াশুনা করা ভাল, তাতে বুদ্ধি বাড়ে। অন্য কিছু স্মরণে আসে না। ফলে কুমারীদের বিশেষ কিছুই করতে হয় না। কেবলমাত্র এই পার্টে মনোযোগ দাও, তাতেই ভবসাগর পার হয়ে যাবে।

এসব কথা বেহদের বাবা স্বয়ং বোঝাচ্ছেন, যিনি তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানান। সেই অনুযায়ী-ই চিত্র বানাতে। যেখানে বাবা স্বয়ং বলছেন, এই পার্টের দ্বারাই তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হবে। নাটক এখন শেষের পর্যায়ে। এদিকে মানুষেরাও ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে এখনও। একমাত্র তোমরাই আলোর দিশা পেয়েছো। বাবা এসে সেই ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছেন। জাগানো অর্থাৎ আত্মার বুদ্ধিকে নাড়া দেওয়া। "বাচ্চারা জাগো, সুখধামের লক্ষ্যে পুরুষার্থ করো।" যারা এই কুলের হবে, তারা অবশ্যই আসবে, এভাবে তা বুদ্ধিও পেতে থাকবে। তোমাদেরও অনেক প্রজা হবে। কিন্তু তার কোনও পাকা হিসাব করতে পারবে না। কারণ, কেউ অনেকদিন ধরে আবার কেউ বা অল্পদিন শুনেই আর আসে না। কেউ বড় মালায়, কেউ ছোট মালায়, ব্যবসায়ী, ইত্যাদি-এমনও তো হবে অনেকে, তাই তারা আর প্রজার গুণতিতে আসবে না। মুখ্য ব্যাপার হলো সূর্য-বংশী মহারাজা-মহারানী কারা হবে। তেমন চন্দ্রবংশীতে কারা যাবে। তাদের প্রজা কত হবে। কল্প-বৃক্ষের সমগ্র ঝাড়, তার ডালপালা অর্থাৎ সকল ধর্মের লতা-পাতা কিভাবে বিস্তার লাভ করে। যা এখনও বিস্তার লাভ করেই চলেছে। এভাবেই নিরাকারী দুনিয়া একেবারেই খালি হয়ে যাবে। তারপর হবে বিনাশ। ভয়ানক লড়াইতে কোটি-কোটি, অসংখ্য লোক মারা যাবে। এখানেও অনেকে মারা পরবে। তারপরে সত্যযুগে অল্প কিছু লোক এসে রাজত্ব করবে। এখন যেখানে এখানে এত অধিক সংখ্যায়, যাদের অল্পের সংস্থানটুকুও নেই।

বাচ্চারা, বাবা আসেন কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই। শরীর নির্বাহের জন্য নানা কর্মও করতে হয় তোমাদের। তাই প্রতিটা মুহূর্তেই বাবার থেকে পরমর্শ নিতে থাকবে। যেহেতু প্রত্যেকেরই কর্মফলের হিসাব-নিকাশ আলাদা-আলাদা। অবিদ্যার সার্জনের শ্রীমত অনুসারে চলতে থাকো। বাবা সবাইকে যার-যার ঔষধ বলে দেবেন। যেমন উনি বুঝিয়ে থাকেন- এই দুনিয়া তো এখন মৃতবৎ-ই। কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই ভবসাগর পার হয়ে যাবে। বাবার আসার কারণই হলো, নরকের

বিনাশ করে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করা। অন্যদেরকেও তা জানাও, শ্রী শ্রী-র থেকে পাওয়া শ্রীমৎ তাদেরকেও দাও। তাই আবারও বাবা বলছেন- বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করলে তবেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হওয়া যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সেবার প্রতি আগ্রহ রাখতে হবে। অসুস্থ থাকলেও বাবাকে স্মরণে রাখতেই হবে এবং অন্যদেরকেও তা মনে করাতে হবে। সর্বদাই কথা বলার সময় যেন জ্ঞান রত্নের দান করতে পারো।

২) পাকাপাকি ভাবে বাবার প্রকৃত সন্তান হতে হবে অর্থাৎ একমাত্র বাবার স্মরণেই লাগাতার থাকতে হবে। খুব ভোরে উঠে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। অন্য কিছু যেন আর স্মরণে না আসে।

বরদান :- স্নেহ আর ভাবনার বন্ধনে ভগবানকে বেঁধে রাখার যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে প্রসংসার যোগ্য হও।

বিস্তার :- ভক্তি-মার্গে একথা প্রচলিত আছে যে, গোপীনীরা ভগবানকেও তাদের বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল। যা ছিল স্নেহ আর ভাবনার বন্ধন। যাকে চরিত্রের রূপ দেওয়া হয়েছে। বাচ্চারা তোমরা এই সময়ে অসীম-বেহদের কল্পবৃক্ষকে স্নেহ আর ভাবনার দড়িতে বাবাকে বেঁধে ফেলেছো। যার গল্প-গাঁথা ভক্তি-মার্গে প্রচলিত। তার পরিবর্তে বাবাও স্নেহ ও ভাবনার দুই দড়ির বদলে হৃদয় সিংহাসনের আসনে দোলনা বানিয়ে বাচ্চাদেরকেই দেয়। যাতে সেই দোলনায় সদাকাল দোল খেতে পারো।

স্নোগান :- প্রতিটি পরিস্থিতিতেই যে নিজেকে মোল্ড করতে পারে, সে হলো প্রকৃত গোল্ড।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের দীর্ঘ সিঁড়িতে তখনই উঠতে পারবে, যখন এক বাবার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা থাকবে, স্মরণ রূপী দৌড় দ্বারাই বিজয় মালায় আসতে পারবে"

প্রশ্ন : - এক বাবার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা থাকলে, তার চিহ্ন স্বরূপ কি দেখা যাবে ?

উত্তর : - যদি প্রকৃত ভালবাসা এক বাবার প্রতিই থাকে তবে, পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরের প্রতি ভালবাসা শেষ হয়ে যাবে । বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া (দুনিয়ার সব কিছু থেকে আসক্তিহীন হওয়া) বাবার প্রতি প্রীতির চিহ্ন । বাবা ছাড়া অন্য কার ও প্রতি যেন ভালবাসা না থাকে । বুদ্ধিতে থাকা উচিত, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এটাই আমাদের অন্তিম জন্ম । বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা ৮৪ জন্মের খেলা সম্পূর্ণ করেছ । এখন সবকিছু ভুলে আমাকে স্মরণ কর । আমিই তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাব।

গীত : - বনমালী রে জীবনের সাহারাই হল তব নাম, দুনিয়ায় লোকেদের সাথে মোর আর নাহি কোনো কাম

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গীত শুনেছে যে, এ হল মিথ্যে দুনিয়া । ভারতের জন্যই বলা হয় মিথ্যে খন্ড । প্রত্যেকের নিজ-নিজ জন্মভূমির কথা মনে থাকে । এখন বাচ্চারা বলে, আমাদের এই মিথ্যা খন্ডের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, কেননা এখানে শুধুই দুঃখ । এখন তো সুখের চিহ্নমাত্র নেই । মিথ্যা খন্ডের আয়ু এখন খুব অল্প সময়ের। এটাই অন্তিম জন্ম একে ঝুটখন্ড মৃত্যুলোক বলা হয়ে থাকে । ওটা হলো অমরলোক (সত্যযুগ)। মৃত্যুলোকে কাল খেয়ে ফেলে (অসময়ে মৃত্যু) আবারও মিথ্যা খন্ডে পুনর্জন্ম নিতে হয় । বাচ্চারা জানে এখন আমরা ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছি । এখন এই দুনিয়ার সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই । বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে, সুতরাং এই পুরানো দুনিয়ার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই । তোমাদের এক বাবার সাথেই প্রীতির সম্পর্ক আর বাবার কাছ থেকেই অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্তি লাভ কর । বাকি যাদব কৌরবদের হলো বিপরীত বুদ্ধি অর্থাৎ বাবাকে তারা জানেই না। এখন তোমরা বাচ্চাদের এক বাবার প্রতি প্রীতি বুদ্ধি । বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থাক কিন্তু বাবাকে স্মরণ কর । এখন সব একটর্সদের পার্ট সম্পূর্ণ হতে চলেছে । সবাই শরীর ত্যাগ করবে । সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে । মানুষ তো মরতে চায়না । তোমরা তো বেঁচে থেকেও মরে আছ । এই দুনিয়ার কারও প্রতি ভালবাসা নেই । এই শরীরের প্রতি ও ভালবাসা নেই । আত্মা জ্ঞান পেয়েছে : আমরা বাবার সন্তান , আমাদের ৮৪ জন্ম এখন পূর্ণ হয়েছে । খেলাও সম্পূর্ণ হয়েছে । আমরা দেবতা ছিলাম, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে গেছি । এখন আবার আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি । এই চক্রই স্মৃতিতে রাখতে হবে । আত্মা বলে, বরাবর পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন এটাই আমাদের অন্তিম জন্ম । বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে । অনেকবার আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি । স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছ না ! বোঝানো হয়েছে এভাবে আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছি । সমস্ত ভারতবাসীর জন্য ৮৪ জন্ম এমনটা কিন্তু বলা যাবেনা । যে ব্রাহ্মণ হবে সেই বুঝতে পারবে। ৫ হাজার বছর আগেও বুঝিয়েছিলাম -- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানোনা । ৮৪ লক্ষ জন্মের বর্ণনাতো কেউ দিতেই পারবেনা । এখন তোমরা সব ধর্মের চক্র সম্পর্কে জেনে গেছ ।

হিসেব -নিকেশে যে হোশিয়ার হবে সেই ঝট করে বুঝতে পারবে । বরাবর অমুক ধর্মের এতবার জন্ম নিতে হবে।তোমাদের ও পুরো নিশ্চয় আছে যে, আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি । এখন বাবা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন, যার জন্যই এই মহাভারত লড়াই । ওদের সবার হলো বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি । বিনাশকাল হলোই কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদির এই সঙ্গমযুগ । সত্যযুগ আর ত্রেতার সঙ্গমকে বিনাশকাল বলা হয়না । তখন তো বৃদ্ধির সময় । এখন সব কিছুর বিনাশ হবে, তাই একে বিনাশকাল বলা হয় । এখন তোমাদের অন্তিম জন্ম । এর আগে বাবা এলে বলা যাবে না যে, এখন তোমাদের অন্তিম জন্ম । যখন খেলা সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখনই আমি আসি । তোমরা জান বরাবর আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি । গায়ন ও আছে যে, কুমারীরা ২১ কুলকে উদ্ধার করে। এখন ওরা তো বোঝেই না ২১ কুল কাকে বলে । ভারতে কুমারীদের অনেক মান্যতা দেওয়া হয়, তাদের পূজা করা হয় । জগদম্বাও কুমারী ছিলেন,তাই না ! কুমারীকে জগদম্বা বলা এর নিশ্চয়ই কোনও অর্থ আছে তাই না ! জগত অম্বা আছে যখন জগত পিতা ও চাই । জগত পিতার সাথে মাতাকেও প্রয়োজন । এমনতো অনেক মাতারা আছে, যাদের জগতমাতা বলা হয় । সংবাদপত্রেও কোনও মাতাকে জগতমাতা লেখা হয়েছিল । জগত মানে সারা সৃষ্টি । সুতরাং জগতের মা একজনই হবেন ? না ১০-২০ জন হবেন ? রচয়িতা বাবা যখন একজন, মাতাও তো একজনই চাই না! এতো মাতা সবাই জগতের মালিক? জগতের মাতা একজনই জগতমাতা । এখন তোমরা বাচ্চাদের প্রীত এক শিববাবার সাথে। বাবার প্রতি ভালবাসা তোমরা বাচ্চাদের ও নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী থাকে । সজনির এক সাজনের প্রতি, বাচ্চাদের এক বাবার প্রতি ভালবাসা থাকা উচিত । বাকি সবার সাথে প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে । নষ্টমোহা হতে হবে। পুরানো দুনিয়ার প্রতি নষ্টমোহ । যেমন ঘর পুরানো হয়ে গেলে বাবা নতুন করে বানান । যখন নতুন তৈরি হয়ে যায়, তখন নতুন ঘরে এসে পুরানো ঘরকে ভেঙে ফেলা হয় । বাবা বলেন, আমি তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্বর্গ রচনা করি । এই নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় নতুন দিল্লিতে । এটা যমুনার উপকণ্ঠে যেখানে তোমরা রাজত্ব কর । তোমরা জান ভক্তির বিস্তার কত বড়ো। জ্ঞান তো একদমই অল্প - এক সেকেন্ডের । বীজকে জানলে সারা সৃষ্টির ঝাড় এসে যায় । ভিন্ন ভিন্ন নানারকম ধর্মের ঝাড় আছে । তার মধ্যে মুখ্য ফাউন্ডেশনই হলো দেবী-দেবতা ধর্ম । আধাকল্প এক ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম ছিলনা। বাকি আধাকল্প ধরে দেখ কত ধর্মের স্থাপনা হয় । বলা হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা দেবতা ধর্ম আর ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করেন । সুতরাং দেখতেই পাচ্ছ , ব্রাহ্মণ তো তোমরাই । তোমাদের মধ্যেই কেউ সূর্য বংশী, কেউ চন্দ্র বংশীয় হবে । উঁচু থেকে উচ্চতম হলো ব্রাহ্মণ ধর্ম । ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকেই জানেনা । বলা হয়ে থাকে ধর্মই শক্তি । এখন বাবা এসে ধর্ম স্থাপনা করছেন, সুতরাং তোমরা বাবার হওয়ার জন্য কতখানি শক্তি অর্জন করছ । তার মানে সর্বশক্তিমান বাবাই বাচ্চাদের যোগ দ্বারা শক্তিবান করে তোলেন । বাবা কত গুপ্ত । ওঁনার নিজের তো শরীর নেই । সর্বশক্তিমান বলা হয় যখন নিশ্চয়ই শক্তি প্রদান করবেন । তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি । শিবের থেকে শক্তি গ্রহণ করে নরককে স্বর্গ করে তোল । এই শক্তি তোমরা পাও । যোগবল দ্বারা তোমরা রাবণকে (বিকার) জয় কর । তোমাদের এখন নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী সর্বশক্তিমান বাবার প্রতি ভালবাসা আছে । অনেক বিপরীত বুদ্ধির বাচ্চারাও আছে যারা স্মরণ করেনা । অনেক প্রীতি তাদের আছে যারা অধিক স্মরণ করে । অল্প প্রীতি থাকলে বুঝবে স্মরণ করেনা । বলে -- কি করব প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় । আরে ! সাজনকে তোমরা স্মরণ করতে পারছ না ? বাবা যাঁর কাছ থেকে অবিনাশী বর্ষা পাও, এমন বাবাকে স্মরণ করতে পারোনা ? কি কারণে বলা ! বাচ্চারা বলে ,

বাবাকে স্মরণ করতে পারিনা । আরে ! তবে বর্ষা পাবে কি করে ? যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শক্তি পাবে । এমনটা নয় যে, শিববাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে নিজের মুখও কালো (বিকর্ম, পাপকাজ) করতে থাকলে, তবে কিন্তু রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তি হবে না । বাচ্চারা বলে -- বাবা, আমরা ভুলে যাই, মুম্বড়ে পড়ি । বাবা বলেন -- আরে ! তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে, তোমাদের তো অনেক খুশি থাকা উচিত, এমন বাবাকে তো নিরন্তর স্মরণ করা উচিত । প্রীত বুদ্ধি হওয়া উচিত । শিববাবার প্রতি প্রীতি না থাকলে ব্রহ্মার সাথেও হবে না । ওরা এভাবেই সবার সাথে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকবে । যোগই নেই তো বর্ষা কিভাবে প্রাপ্তি হবে ? ঈশ্বরীয় বুলবুল হতে পারবে না । বুলবুল হয়ে উঠতে হবে না ! বাবার কাছে গডলী বুলবুল আছে, ময়না আছে, তোতাও আছে, আবার কিছু কাকও আছে যারা সবার সাথে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । কেউ আবার পায়রাও, ওরা আওয়াজ করতে পারেনা । বাগানে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের ফুল হয় । প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কোন্ ফুল ? গোলাপ নাকি রুহে গোলাপ ? মাশুমা -বাবার মতো সার্ভিস কি করতে পারছি ? শ্রী নারায়ণ বা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছি ? নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত বাবাকে কত সময় স্মরণ করতে পারি ? কতখানি সেবা করছি ? বাবার থেকেতো অবশ্যই বর্ষা পাব । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা ভারতে এসেছেন নিশ্চয়ই ভারতকে স্বর্গ করে তুলবেন । নিশ্চয়ই শিববাবা এসেছেন, তবেই তো সত্যযুগ বানাবেন, তাই না ! শিবজয়ন্তী উদযাপন হয় । এটা যেমন শিবের জন্মভূমি আবার কৃষ্ণেরও জন্মভূমি । কৃষ্ণ জয়ন্তীও মহাসমারোহে পালিত হয় । এখন তো শিবজয়ন্তীতে ছুটিও দেয় না । অন্ধকার নগরী না ! এখানে প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব । রাজা -রানীর রাজ্য হওয়া উচিত ছিল। সেটাও ড্রামা অনুসারে হয়নি ।

তোমরা জান ভারত পবিত্র রাজস্থান হবে, সুতরাং ওদেরও জাগিয়ে তুলতে হবে । পুনরায় দৈবী রাজস্থান স্থাপন হবে । এখন আসুরি রাজস্থান হয়ে গেছে । প্রথমে ভারতবাসী পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র হয়ে গেছে । তবেই তো পবিত্রতার পূজা করে । এখন তো রাজস্থান নেই। তোমরা চিঠি লিখতে পার বা সংবাদপত্রেও প্রচার করতে পার যে, ৫ হাজার বছর আগে দৈবী রাজস্থান ছিল, এখন নেই । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ভাই-বোন। তোমরা খুব অল্প সংখ্যক আছ । গায়নও আছে - রাম গেল, রাবণও গেল বোঝা উচিত আমরা খুব অল্প সময় আছি । বাবার থেকে বর্ষা নিতে থাকব। সাথে সাথে ভবিষ্যতেরও খেয়াল রেখো । কাজকর্ম কর, শরীর নির্বাহ তো করতে হবে । এ হলো ভবিষ্যতের জন্য । এতে পরিশ্রম কিছুই নেই । একদম সহজ । ২১ জন্মের জন্য সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্তি হয় । বাবা আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হতে পারবে । ওখানে পতিত কেউ যেতে পারে না । অনেক সাজা খেতে হবে। সুতরাং বিনাশের সময় এখনই । যাদব আর কৌরবদের হলো বিপরীত বুদ্ধি । পান্ডবদের প্রীত বুদ্ধি ছিল তাই তারা বিজয়ী হয়েছিল । এখন সেই সময় । বাবা বুদ্ধিতে বলছেন -- শুধু এটাই স্মৃতিতে রাখো যে, এখন ফিরে যেতে হবে । অল্প সময় বাকি আছে । নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে । স্মরণের সিঁড়িই দীর্ঘ । রুদ্র মালা হতে হবে তারপর পুরস্কার প্রাপ্তি হবে । রাজ্য ভাগ্য পেতে হবে, তার জন্য বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। এ হলো বুদ্ধিযোগের যাত্রা । বাবার কাছে দৌড় লাগাতে হবে । দেখতে হবে সারাদিনে বাবাকে কত সময় স্মরণ করেছি ? কতজনকে কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করতে পেরেছি ? প্রজা তৈরি করতে না পারলে, কাদের উপর রাজত্ব করব ! তাই প্রথমে ৮ জন প্রধান, তারপর ১০৮ তারপর ১৬১০৮ এর মালা তৈরি হয় । বিবেকও বলে এতো নিশ্চয়ই বুদ্ধি হতেই থাকবে আর রাজধানীও বুদ্ধি পাবে । এখনও

লক্ষাধিক সংখ্যক আসবে । বুদ্ধিতে স্মরণ রেখ -- এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই পুরানো দুনিয়াতে অনেক দুঃখ । ব্যস ! শুধু এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাক । বড়ো দীর্ঘ যাত্রা । পরে আসবে যারা এত উচ্চ পদ প্রাপ্তি হবেনা । কত পরিশ্রম করতে হবে । কর্মভোগ কতখানি ভোগ করতে হবে । একদম পরে আসবে যারা এত পরিশ্রম তারা কিভাবে করবে ? যে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে ? রাজা জনকও ত্রেতায় চলে গেল । সূর্যবংশী রাজা হতে পারল না । রাজা ছিল, সমর্পণও করেছিলেন কিন্তু শেষে এসেছিল বলে তাঁকে চন্দ্র বংশে চলে যেতে হল । এসব কথা ব্রাহ্মণরাই বুঝতে পারবে, শূদ্র বুঝতে পারবে না । হ্যাঁ, কিছু আছে যাদের পবিত্রতা ভালো লাগে, কিন্তু পবিত্র হয়ে দেখাও না ! কেউ কেউ নিজেদেরকে সন্ন্যাসীদের ফলোয়ার্স বলে, কিন্তু নিজেরা তো পবিত্র থাকেনা তবে সন্ন্যাসীর ফলোয়ার্স কি করে হলো ? এতো মিথ্যে তাই না ! কোনও সত্যসঙ্গে এইম অবজেক্ট থাকেনা। কতো সত্যসঙ্গ আছে । এখানে তো বাবাই এসে মানুষ থেকে দেবতা বানান । এক শিববাবাকে স্মরণ করে তোমরা বিশ্বের মালিক হও । বাবাকে স্মরণই করবে না তো বর্সা কিভাবে প্রাপ্তি হবে ? তোমাদের কাজ হলো -- পুরুষার্থ করে নিরন্তর স্মরণ কর । নিরন্তর স্মরণে থাকবে এমন অবস্থা শেষে গিয়ে হবে। এখন নেই । শেষে গিয়ে ৮ জনই জয়ী হবে । স্মরণ করতে করতে সবচেয়ে প্রথমে চলে যাবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাথা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিনাশের সময়, সুতরাং দেহধারীদের থেকে প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন করে, এক বাবার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা রাখতে হবে । এই পুরানো ঘরের প্রতি মোহ নষ্ট করে ফেলতে হবে ।

২) জ্ঞানের বুলবুল হয়ে নিজের মতো কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করার সেবা করতে হবে । স্মরণের দৌড় বাড়াতে হবে ।

বরদান : -- সমস্যা রূপী পাহাড়কে উড়তী কলা দ্বারা সেকেন্ডে অতিক্রম করতে সমর্থ সহজ পুরুষার্থী ভব

হিমালয় পর্বতের মতো অতি বড়ো সমস্যাকেও অতিক্রম করার জন্য, উড়তী কলার বিধিকে গ্রহণ কর । সবসময় নিজের সম্মুখে সর্ব প্রাপ্তিকে ইমার্জ করো আর উড়তী কলায় উড়তে থাক, তবেই সমস্যা রূপী পাহাড়কে সেকেন্ডে অতিক্রম করতে সমর্থ হবে । শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যতের প্রালঙ্কার অনুভবী হও । যেমন স্থূল নেত্র দ্বারা স্থূল বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনই বুদ্ধির অনুভবী নেত্র দ্বারা প্রালঙ্কও স্পষ্ট দেখা যাবে । প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্মগুণ উপার্জন সঞ্চয় করতে হবে ।

স্লোগান :-- যে সবাইকে সমাদর করে সে-ই আদর্শ মূর্তি হয়ে যায় ।

২৪-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গম যুগ হলো ব্রাহ্মণদের জন্য কল্যাণকারী, তাই সদা ঈশ্বরীয় নেশার ফুটিতে
থেকো, কোনো বিষয়ের দুশ্চিন্তা করবে না

প্রশ্ন :- যার স্থিতি ভালো, তার নিদর্শন কেমন হবে ?

উত্তর :- সে কোনো বিষয়েই কাঁদবে না । ভেঙে পড়বে না, দুঃখ বা আফশোসও করবে না । প্রতিটা
দৃশ্য সাক্ষী হয়ে দেখবে । কখনোই কেন বা কি -- এমন প্রশ্ন করবে না । কারোর নাম - রূপকে
স্মরণ করবে না, এক বাবার স্মরণে হর্ষিতমুখ থাকবে ।

গীত : - মাতা ও মাতা, তুমিই ভাগ্যবিধাতা ...

(মাতেশ্বরী জীর শরীর ত্যাগ করার পর ২৫-০৬-৬৫ এ এই মহাবাক্য বাপদাদা শুনিয়েছিলেন,
অনুগ্রহ করে মন দিয়ে পড়ুন)

ওম শান্তি । মিষ্টি বাচ্চাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । যে সব
নাম আর রূপের বাচ্চারা বাবার সেবায় আছে, তাদের কাছে এই জ্ঞান আর যোগ শুনতে হবে ।
তারাও এই কথাই শোনাবে যে, বাবাকেই স্মরণ করো কেননা অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা তাঁর থেকেই
পাওয়া যায় । মাম্মাও তো তাই শোনান, বাচ্চারাও তাই শোনায় যে শিববাবাকে স্মরণ করো ।
তোমরা বাচ্চারা এখানে শিববাবার স্মরণে বসেছো, তোমাদের কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না কারণ
তোমরা বেহদের বাবার থেকে এই অবিনাশী বর্ষা নিষ্ছো । এখানে যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে
তাহলে আমরা বলবো যে, এও ভবিষ্যৎ । আগের কল্পেও এই হয়েছিলো কারণ এই ড্রামার উপরেই
তো চলতে হবে, যাতে কোনরকম দুশ্চিন্তা নেই । আজ মাম্মা চলে গেলো, কাল আর কেউ চলে যাবে,
তাহলেও বাবাকে অবশ্যই মুরলী শোনাতে হবে । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের নতুন নতুন পয়েন্টস
শোনান, তার অর্থও বোঝান, আর তিনি সবাইকে এই কথাই বলেন যে, বাবাকে স্মরণ করো, কোনো
নাম - রূপে আটকে যেও না । এ তো সমস্ত বাচ্চাদের জন্যই এই জ্ঞান । ভবিষ্যতে আরো সুন্দর
সুন্দর ঘটনা দেখতে পাবে । এই সময় সবই হলো দুঃখের কথা, কিন্তু সেই দুঃখের কোনো দুশ্চিন্তা
আমাদের নেই । দেখো এই ব্রহ্মা বাবা কোনো দুশ্চিন্তা করে না, কারণ, তিনি জানেন যে, আমাকে
বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, আমাকে বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে । বাবা
বুঝিয়েছেন যে, রচনার থেকে কোনো আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় না । রচনা তার রচয়িতার থেকে
আশীর্বাদী বর্ষা পায় তাই যত রচনা আছে, সবাইকে রচয়িতাকেই স্মরণ করতে হবে । যা কিছুই হোক
না কেন । মনে করো, এমনও বিঘ্ন এলো, তাতেও সংশয়ের কোনো কথা নেই কেননা এক
শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে, এতেই বাচ্চাদের কল্যাণ । যদি ভালো সেবাকাজ করতে করতে কেউ
চলেও যায়, তাহলে বুঝতে হবে, যেই যাক, তাকে গিয়ে অন্য কোথাও এই অভিনয় করতে হবে ।
কোনো না কোনো কল্যাণের কারণে এই সবকিছুই হয়, কেননা বাবা হলেন কল্যাণকারী আর এই
সঙ্গমযুগ ব্রাহ্মণদের হলোই কল্যাণকারী । সমস্ত বিষয়েই কল্যাণ রয়েছে, এই কথা মনে করে ঈশ্বরীয়
আনন্দে থাকতে হবে কেননা আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান । আমরা ঈশ্বরের থেকে অবিনাশী বর্ষা নিই,

এই বর্ষা নিতে নিতে যদি কেউ চলেও যায়, তাহলে তার অন্য কোথাও পাট রয়েছে, অনেক বেশী কাজের প্রয়োজনে ।

অহো সৌভাগ্য । যা আমাদেরই পাট ছিল আগের কল্পের মতো বাবার সাহায্যকারী হওয়ার । সাহায্যকারী হতে হতে কোনো সাধারণও অনেকসময় মারা যায় । আমরা বুঝতে পারি, ড্রামা অনুসারেই এই সবকিছু হয়, কেউ মারা গেলে কি আর হবে । আমাদের, তাদের জন্য কিছুই করতে হবে না । আমাদের তো সবকিছুই গুপ্ত । বাস্তবে অবস্থা তাদেরই সুন্দর, যাদের চোখে কোনো জল আসে না । কখনো এমনও ভাববে না যে, মাম্মা শরীর ত্যাগ করেছে, এখন কি হবে । চোখে জল এলে ফেল করে যাবে, কেননা বাবা বসে আছেন, যিনি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদী বর্ষা দিচ্ছেন । তিনি তো অমরই, তাঁর জন্য কখনোই চোখে জল আসার কোনো দরকারও নেই । আমরা নিজেরাও খুশীর সঙ্গে শরীর ত্যাগ করার পুরুষার্থ করছি । মাম্মারও কোনো কাজের প্রয়োজনে যাওয়ার দরকার ছিলো, এও ড্রামা । কেউই নিজের অবস্থা অনুসারে যদি শরীর ত্যাগ করে তো তার কল্যাণ । খুব ভালো পরিবারে জন্ম নিয়ে সেখানেও নিজের খুশী দিতে পারবে । ছোটো - ছোটো বাচ্চারাও সবাইকে খুশী করে দেয় । সবাই তাদের অনেক গুনগান করে । তাই বাচ্চাদের এই ড্রামার উপর আর বাবার উপরই সবকিছু । প্রতি সেকেণ্ডে যা কিছুই হয় ---তাও ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ, এ কথা মনে করে খুশীতে সদা হর্ষিত থাকা উচিত ।

আমাদের কোনো নাম - রূপে আকৃষ্ট হলে চলবে না । আমরা জানি যে, এই শরীর, একে তো যেতেই হবে । প্রত্যেকের পাটই লিপিবদ্ধ আছে, আমরা যদি কাঁদি তাহলে তাদের পাটের কি পরিবর্তন হবে, তাই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ অশরীরী, শান্ত এবং হর্ষিতমুখ থাকতে হবে । অটল - অখণ্ড রাজ্য নিতে হলে এমন হতেই হবে । কোনো দুর্ঘটনা হয়ে গেলে বলবে, এ ড্রামার ভবিষ্যৎ, আফশোষের কোনো কথা নেই । আগের কল্পেও এমন হয়ে থাকবে । দুর্ঘটনা তো হতেই হবে, চলতে চলতেও ভূমিকম্প হয়ে যায় । এমন নয় যে, তোমাদের মধ্যে কেউই মারা যাবে না, তা নয় । যে কেউই মারা যেতে পারে বা যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাই বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, সবসময় বাবার স্মরণে ঈশ্বরীয় নেশার আনন্দে থাকো । এতে যে যেমন পাট পেয়েছে তাই অভিনয় করতে হবে, তাতে আমি কি করতে পারি । আমার গুস্তান এমনই - মায়ের মৃত্যুতেও হালুয়া খাবে অর্থাৎ গুস্তান রন্ধের দান করবে । মনে করো, বাবা বলছেন, এই বাবাও যদি চলে যান, তাহলেও তোমরা বাচ্চারা এই গুস্তান পেয়েছো যে, আমাদের তো শিববাবার থেকেই অবিনাশী বর্ষা নিতে হবে, এনার থেকে তো নেবো না । বাবা বলছেন, এই সব বাচ্চারা আমার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিয়ে অন্যদেরও পথ বলে দেয় । বাচ্চারা, তোমাদের অঙ্কের লাঠি হতে হবে, বাবার পরিচয় দিতে হবে । প্রত্যেককে দয়া করতে হবে । তোমাদের পুরুষার্থ হলো এই যে, এই বেচারারা দুঃখী এদের সুখের রাস্তা বলতে হবে । এই দুনিয়ায় এক বাবা ছাড়া আর কেউই সুখের পথ বলে দিতে পারে না । উদ্ধারকর্তা, দুঃখহর্তা, সুখকর্তা একজনই, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে ।

যাই হোক না কেন, এখানে দুঃখের কোনো কথা থাকা উচিত নয় । যদিও আমি জানি, তোমাদের মাম্মা খুব সেবা পরায়ণ, সব থেকে এক নম্বর, এমন গায়ন আছে । তাঁর হাতে সেতার দেখানো হয় । বরাবর জগদম্মা অর্থাৎ মাতেশ্বরী খুব ভালো বোঝাতেন । তিনিও বলতেন - শিববাবাকে স্মরণ করো । আমাকে স্মরণ করো না । "মনমনাভব আর মধ্যাজী ভব" এই দুই শব্দ বিখ্যাত । বাকি তো ডিটেলে ।

তাই যে কোনো পরিস্থিতিতে, কোনো সংশয় যদি আসে - এ কি হলো, কেন এমন হলো --- তাহলে এতে নিজেরই ক্ষতি করে দেবে। বাচ্চারা, তোমাদের কোনো পরিস্থিতিতেই দুঃখের অনুভূতি আসা উচিত নয়। রোগই হোক বা যাই হোক না কেন --- এ তো কর্মভোগ। বাবাকে জিজ্ঞেস করে - বাবা এ কি? বাবা বলবেন, এ তোমাদের কর্মভোগ। যদি ড্রামাতে কোনো কথা প্রথমে বলে দেওয়ার না থাকে, আমি কি করে বলবো? এই বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখেন তাই বাচ্চাদেরও সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে আর বাবার স্মরণে ঈশ্বরীয় নেশার আনন্দে থাকতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের পৌত্র আর পৌত্রী। আমরা ঈশ্বরের থেকেও অবিদ্যমানী বর্ষা নিষিদ্ধ। বরাবর আমরা জানি যে, মাঝমাঝে ঈশ্বরের আশীর্বাদী বর্ষা নিতে নিতে শরীর ত্যাগ করেছিলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই একমাত্র বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে। সবকিছুই এই পুরুষার্থের ওপর নির্ভর করে। এই বাচ্চারাও অনুভব করতে পারে যে আমরা যত পড়বো, ততই উঁচু পদ পাবো। বড় প্রিন্স হতে পারবো। সূর্যবংশীরাও প্রিন্স আর চন্দ্রবংশীরাও প্রিন্স আর প্রিন্সেস হয়। তাই বাচ্চাদের এই পড়া পড়তে হবে, যা কিছুই হোক না কেন, এই পড়া অবশ্যই পড়তে হবে। এমন খোড়াই হয় যে -- কারোর মা - বাবা মারা গেলো তাহলে বাচ্চারা পড়া ছেড়ে দেবে, তা নয়। তাই তোমাদেরও রোজ পড়া পড়তে হবে। তোমরা একদিনও পড়া ছাড়বে না, যে কোনো পরিস্থিতিতেই সার্ভিসও অবশ্যই করতে হবে। সমস্ত সময় যেন বুদ্ধিতে সেই এক বাবাই যেন স্মরণে থাকে। তোমাদের তিনিই পড়াচ্ছেন আর তাঁর থেকেই তোমাদের আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে। তিনিই আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড, সূক্ষ্ম বতন, আর সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিতে আছে। এই জ্ঞানেই আমরা চক্রবর্তী হই। ব্যস- ওই নেশায়, ওই আনন্দে থেকে সবাইকে এমন শোনাতে হবে কেননা তোমরা বাচ্চারা পাক্ষা ব্রাহ্মণ হয়েছো, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। এতে কোনো দ্বিধার বা দুষ্টিন্তা করার কোনো কথা নেই। এমন সুন্দর অবস্থা হওয়া চাই।

তোমরা বুঝতে পারো যে অন্তিমে বিজয় আমাদেরই হতে হবে, অনেক অনেক মানুষ এই আশীর্বাদী বর্ষা নিতে আসবে। যাই হোক না কেন, তোমাদের সেবার বৃদ্ধি হতেই থাকবে, কেবল তোমাদের আচরণ দৈবী হওয়া চাই। তাতে কোনো আসুরী গুণ যেন না থাকে। কারোর সঙ্গে লড়াই - ঝগড়া করা, কড়া কথা বলা, বা মনে লোভ - লালসা, ক্রোধ যদি থাকে তাহলে অনেক বড় সাজা খেতে হবে তাই কাউকেই দুঃখ দেবে না। সকলকে সুখের রাস্তা বলে দিতে হবে। কোনো ছোটো বাচ্চা যদি চঞ্চলও হয় তবুও তোমরা তাকে থাপ্পড় মারবে না। তাকেও ভালো বেসে বোঝাতে হবে। ঘরেও অনেক যুক্তির সঙ্গে চলতে হবে। কেউ কেউ আছে যারা এখানে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে কিন্তু ঘরে গেলেই মায়া তাদের হয়রান করে। বাবা এ কথাও বোঝাতে থাকেন যে বাচ্চারা, ঝড় কিন্তু খুব জোরে আসতে থাকবে, দিনে দিনে নানা ঝড় আর বিদ্যুৎ আসতে থাকবে, তোমরা কিন্তু ঘাবড়ে যাবে না। বাবা বলেন যে আমাদের এই রুদ্ধ জ্ঞান যজ্ঞে অনেক বিদ্যুৎ আসবে, কেননা এ হলো নতুন জ্ঞান। কেউ আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি কি শাস্ত্র মানো? বলা হয়, মানি যে, এ হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। আর এ হলো জ্ঞান মার্গ। জ্ঞানেশ্বর বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো ব্যস, আমিও তোমাকে বলছি বাবাকে স্মরণ করো। করো বা না করো, সে তোমার মর্জি। এখন হলো নরক, রাবণ রাজ্য। এখন বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করো। তোমরা তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে গঙ্গা স্নান করে এসেছো, তবুও দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে। বাবা এখন বলছেন ব্যস, আমাকে স্মরণ করো। যারা এখানকার হবে, তাদের সংস্কারই নজরে আসবে, তারা চট করে বুঝতে পারবে।

তোমরা এখন বেহদের বুদ্ধিমান । চালাককে বুদ্ধিমান বলা হয় । তাই তোমাদের সেই নেশায় থাকতে হবে । বাকি দুঃখের কোনো কথা নেই, এ আমরা জেনে গেছি যে, এ ড্রামা চলছে । তোমরা বলবে বাহ ! মাশ্চা চলে গেলো ! ওই অভিনেতা দ্বিতীয় অভিনয় করতে গেছেন । এতে কান্নার বা দুঃখ পাওয়ার কোনো দরকার নেই । তিনি কোনো বড় সেবার জন্য গেছেন । তোমরাও দিনে দিনে আরো উঁচু হতে থাকবে । কেউ যদি এখানে শরীর ত্যাগ করে তাহলেও গিয়ে অনেক বড় সেবা করবে, তাই বাচ্চাদের কোনো ধরনের দুঃখ হওয়া উচিত নয় । শুধু মাশ্চা কেন, সকলেই যাবে । আমাদেরও বাবার কাছে যেতে হবে, আমারও বাবার কাছে কাজ আছে । সবার কাজ আছে বাবার সঙ্গে, মাশ্চারও বাবার কাছে কাজ ছিলো । এখন তাঁর থেকে এই জ্ঞান পেয়ে, সেবা করে গিয়ে অন্য কোনো সার্ভিসের জন্য দ্বিতীয় অভিনয় করতে গেছেন । আমরা সাক্ষী হয়ে দেখি । এমন নয় যে মাশ্চা চলে গেছেন, অমুকে চলে গেছেন, এ চলে গেছেন -----আরে, আশ্চা সেবার কারণে গেছেন । শরীর তো সব ছাই হয়ে যাবে । তবু কখনোই বাচ্চাদের কোনো প্রকারের চিন্তা করা উচিত নয় । হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, বাবার এই স্টুডেন্ট যে ছিলো, এ বড় ভালো ছিলো । গায়ন আছে যে ---- খুব ভালো বুঝতো । যদি কোনো প্রকারের সংশয় আসে তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে, পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন বাচ্চারা, কোনো প্রকারের দুষ্টিন্তা করো না । নির্দেশ যা পাচ্ছো তাকে অভ্যাসে আনতে থাকো । এমন ভেবো না যে, এ কি হয়ে গেলো ? তারাই দুষ্টিন্তা করবে যারা বাবাকে আর এই জ্ঞানকে ভুলে যাবে । তোমরা বাচ্চারা সকলেই নলেজফুল । যার যা পার্ট আছে, তাতে আমি কিই বা করতে পারি ?

আচ্ছা - রাত্রে তো সবাই স্মরণে বসেছিলে, ভালো কামাই হয়ে গেছে । বাবা এখানে এসে বাচ্চাদের দেখে, খুশী হন যে এই বাগান তৈরী হচ্ছে । এখন তোমরা ব্রাহ্মণ, এরপরে দেবী - দেবতাদের বাগান তৈরী হবে । এখন এখানে সবাই পুরুষার্থী । সকলেই চেষ্টা করছে ভালো ফুল হওয়ার । কাঁটাকে ফুল তৈরী করার শো করাবে । তোমাদের এখানে ধৈর্য সহকারে বসতে হবে । দেখো, বাবা তোমাদের কতো দৃঢ় ভাবে তৈরী করান । ব্রহ্মা বাবাকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেবল আমাকে স্মরণ করো । কেউ যদি কাঁদে তখন বাবা বলবে, যে কাঁদবে সে সব হারিয়ে ফেলবে । বাবা দেখেন যে কেউ তো শুকিয়ে যাওয়া ফুল হয় নি ? তা নয় । সকলেই মহাবীর । এমন এমন বিঘ্ন তো আসবেই । এ হলো ড্রামা, সবই ভবিতব্য । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) নিজেদের স্বভাব দৈবী বানাতে হবে । কখনো লড়াই - ঝগড়া করবে না, কটু কথা বলবে না, লোভ - লালসা করবে না । কাউকেই দুঃখ দেবে না । সবাইকেই সুখের রাস্তা বলে দিতে হবে ।

২) কোনো বিঘ্ন এলে সংশয় যেন না আসে, ড্রামার ভবিতব্য মনে করে ঈশ্বরীয় নেশার আনন্দে থাকতে হবে, কোনো রকম দুষ্টিন্তা করবে না ।

বরদান : - সদা ভরপুরতার অনুভবের দ্বারা বাঁকা পথকে সোজা করে শক্তি অবতার ভব

সদা শক্তি, গুণ, জ্ঞান এবং খুশীর সম্পদে যদি ভরপুর থাকো, তাহলে সেই ভরপুরতার নেশায় বাঁকা পথও সোজা হয়ে যাবে। যদি খালি হয়ে যাও তাহলে গর্ত তৈরী হবে আর সেই গর্তে পড়লে চোট আসবে। যে দুর্বল আর খালি হয়, তার সঙ্কল্পে চোট আসে। শক্তি অবতারের অর্থ হলো, যে বাঁকাকে সোজা করার কন্ড্রাক্ট নেয়। এমন কন্ড্রাক্ট যারা নেয়, তারা কখনোই বলে না যে রাস্তা বাঁকা। যদি কেউ পড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে অ্যাটেনশন কম আছে বা বুদ্ধি ভরপুর নেই।

স্লোগান : - আত্মিক গুণ যে ধারণ করে, সে-ই রুহানী গোলাপ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পবিত্র থাকার শপথ নেওয়া-ই হল প্রকৃত রাথী-বন্ধন, বাবা কল্পে একবারই এই রাথী বাচ্চাদের পরিষে দেন"

প্রশ্ন :- যারা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে তাদেরও যোগে থাকার ইঙ্গিত দেওয়া হয় কেন ?

উত্তর :- কারণ যোগের শক্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শান্ত করতে পারো। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শান্তির বর্ষা প্রদান করার উপায় হল যোগ। তোমরা বাবাকে স্মরণ কর - বিশ্ব শান্তি ছড়িয়ে দিতে। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই মায়ার প্রভাব পড়বেনা। বাবার হল এই আদেশ - বাচ্চারা, অশরীরী ভব।

গান :- ভাই আমার রাথীর বন্ধনের মান রেখো

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের জন্যে বেহদের বাবার আদেশ হল যে অশরীরী হয়ে থাকো অর্থাৎ নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে এই কর্মেন্দ্রিয় থেকে নিজেকে আলাদা ভাবো। এই শরীরটি ডিপেন্ড করে অর্থাৎ নির্ভর করে আত্মার উপরে। আত্মা আলাদা হয়ে গেলে শরীর কোনো কাজের থাকেনা, যাকে তারপরে পোড়ানো হয়। যখন আত্মা বেরিয়ে যায় তখন মৃত শরীর যেন আবর্জনা হয়ে যায়। আবর্জনা হয়ে যায় তো বলা এই আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলো। আত্মা ব্যতীত এই শরীর কোনো কাজের নয়। সুতরাং অহম্ আত্মা হলাম ইন্সটাল অর্থাৎ আমি আত্মা হলাম অমর। এই শরীর যা পার্ট প্লে করার জন্যে প্রাপ্ত হয়েছে, সেটা হল বিনাশী। আত্মা বেরিয়ে গেলে এই শরীর কোনো কাজের থাকেনা। দুর্গন্ধ বেরোয়। শরীর ব্যতীত আত্মা সাইলেন্স থাকে। বাবা বোঝান তোমাদের আত্মার স্ব ধর্ম হল সাইলেন্স। তোমরা জানো আমরা আত্মারা বাস্তুবে হলাম পরমধাম নিবাসী। পরম পিতা পরমাত্মা সেখানেই বাস করেন। যখন দুঃখ হয় তখন বাবাকে স্মরণ করা হয় - আমায় এই দুঃখ থেকে মুক্ত করুন। আত্মা-ই সুখ দুঃখ অনুভব করে। অনেক সন্ন্যাসীগণ বলেন যে আত্মা হল নির্লিপ্ত কিন্তু নয়, আত্মাতেই খাদ পড়ে। খাঁটি সোনায় রূপা মেশালে সোনা ২৪ থেকে ২২ ক্যারেট হয়ে যায়। খাঁটি সোনায় খাদ মিশিয়ে গহনার জন্যে সোনা তৈরি করা হয়। আত্মা হল মুখ্য। আত্মাদের পিতা হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি-ই এসে বাচ্চাদেরকে বলেন এখন দেহের ভান ত্যাগ করো। আমি আত্মা, আমি পিতার কাছে ফিরে যাই। আমরা হলাম পাণ্ডব। এই হল পাণ্ডবদের প্ল্যান। প্রথমে যাদব ইউরোপবাসী তারপরে কৌরব এবং এরা হল পাণ্ডব। সঠিকভাবে মহাভারী যুদ্ধ হয়েছিল এবং তারপরে জয়জয়কার হয়েছিল। এই রাজ যোগ হল নতুন দুনিয়া স্বর্গের জন্যে। পাণ্ডবদের হয়েছিল জয়জয়কার, আর সবকিছু শেষ হয়েছিল। জয়জয়কার হয় সত্যযুগে।

রাথী বন্ধনের উৎসব ভারতবাসীরা পালন করে। রাথী পরানো হয়। এখন বাচ্চারা একথা জানে যে রাথী একবারই পরানো হয়, যার দ্বারা আমরা ২১ জন্ম পবিত্র থাকি। সুতরাং কলিযুগের অন্ত কালে রাথী বাঁধবার কেউ চাই। কে এসে রাথী বাঁধে? কে প্রতিজ্ঞা করায় ? স্বয়ং বাবা এবং যারা তাঁর বংশাবলী ব্রাহ্মণ আছে তারা। প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ হলে তোমরা। ব্রাহ্মণরা রাথী বেঁধে দেয়। বোনেরা ভাইকে রাথী বাঁধে - এটাও হল মিথ্যা। গুরুজনেরা জানেন - পূর্বকালে ব্রাহ্মণরা-ই এসে সূতো দিয়ে রাথী পরিষে দিতেন। তারা এমন বলতেন না যে তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে। পবিত্রতা কি - তারা জানতেন না। অর্থাৎ এই রাথী উৎসব তাহলে নিশ্চয়ই সঙ্গমে হয়েছে। কত বছর হয়েছে ?

৫ হাজার বছর। সপ্তমে বাবা রাথী বেঁধেছিলেন তারপরে আমরা সত্যযুগ-ত্রৈতা অন্ত অন্দি পবিত্র থাকি তারপরে পরবর্তী সময়ে ভক্তিমার্গ থেকে এই রাথী উৎসব আরম্ভ হয়েছে। বলা হয় - এই উৎসব পরম্পরা ধরে পালন হচ্ছে। কিন্তু এমন তো নয়। ৫ হাজার বছরে আমরা একবার-ই রাথী পেরি। যখন দ্বাপর থেকে পতিতে পরিণত হই তখন প্রতি বছর রাথী পরানো হয় কারণ অপবিত্র হয় সবাই। যেমন প্রতি বছর রাবণের দহন করা হয়, তেমনভাবে প্রতি বছর রাথীও বাঁধা হয়। বাস্তবে এসবের অর্থ এখন তোমরা বুঝেছ। বাবা এসে বলেন - বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করো। রাথী বাঁধলে কিছু হয়না। এতে তো শপথ নেওয়া হয় যে - বাবা, আমরা এখন পবিত্র থাকবো। তাই ড্রামায় এইসব উৎসব নির্দিষ্ট আছে। সত্যযুগ - ত্রৈতায় রাথী বন্ধনের প্রয়োজন থাকেনা। সেটি তো হলই ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড বা পাপমুক্ত দুনিয়া। এইসময় আমাদের হল আরোহণ কলা (আত্মার কোয়ালিটি উপরে উঠছে)। তারপরে তো নামতে হয়। আমরা আবার সেই সত্যপ্রধান দেবতায় পরিণত হব। ব্রাহ্মণ বলে আমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান তারপরে সেই দেবতা রূপে পরিণত হব। পরিণত করছেন পরমপিতা পরমাত্মা। মানুষ থেকে দেবতায় পরিবর্তন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা করেন। মানুষ করতে পারেনা। তারা মানুষের নাম লিখেছে। কৃষ্ণকেও দ্বাপরে নিয়ে গেছে। তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হও কলিযুগের অন্ত সময়ে। তারপরে আবার সত্যযুগ আসবে। কৃষ্ণ যদি দ্বাপরে আসবেন তো কলিযুগের নাম তো লুপ্ত হওয়া উচিত। এই কথাটি ভুল, যখন ভুল হবে তখন বাবা এসে ঠিক করবেন তাইনা। এখন সবই মিথ্যা। মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া। বাবা এসে বাচ্চাদের সত্য স্বরূপে পরিণত করেন। সত্যযুগ-ত্রৈতায় কখনও মিথ্যা বলা হয়না। এখানেতো পাপ কর্ম করে মিথ্যা কথাও বলে। পাপাত্মাদের পুণ্যাত্মা বাবা-ই এসে তৈরি করেন। যেমন দীপাবলী উৎসবে সম্পূর্ণ বছরের হিসাব-নিকেশ মেটানো হয়। তোমাদের অর্ধকল্পের পাপের খাতা ভস্ম হয় এবং পুণ্যের খাতা তোমরা জমা করতে থাকো। এখানেই জমা করবে তবেই ২১ জন্মের ফল প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। নতুন পাপ কর্ম করা উচিত নয়। পুরানো খাতা শেষ করতে হবে। বাবাকে বলে বাবা আমার দ্বারা এই পাপ হয়েছে। আচ্ছা, অর্ধেক মাফ। এই জীবনেও ছোট বয়সের পাপ কর্ম বাবাকে জানিয়ে দিলে অর্ধ দণ্ড ক্ষমা হয়ে যাবে। বাকি অর্ধেকের জন্যে পরিশ্রম করতে হবে। এই জন্মের জীবন কাহিনীর আধারে পূর্ব জন্মের কর্ম কাহিনীর জ্ঞান হয়ে যায় কারণ সংস্কার তো নিয়েই আসে তাইনা। তখন তাদের অবস্থার জ্ঞান হয়ে যায়। এই কথা তো বুঝতে পারে যে দিন প্রতিদিন পতন হয়েছে। দুনিয়া তমোপ্রধান হয়েছে। পাপের বৃদ্ধি হয়েছে। সেই সময়ে পতিত-পাবন বাবা এসে রাথী বাঁধেন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করান ফলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। পরম্পরা অনুযায়ী অর্থাৎ ৫ হাজার বছর পরে বাবার কাছে এই সত্য প্রকৃত রাথী বাঁধা হয় সেই নিয়ম পরম্পরা রূপে অর্ধকল্প প্রচলিত হয়। যার গুরুত্ব অনেক। সর্বপ্রথম গুরুত্ব হল রাথী বন্ধন। এই উৎসবটি হল মুখ্য। উঁচু থেকে উঁচু উৎসব হল শিব জয়ন্তী, যে বিষয়ে কারো জ্ঞান নেই তিনি কবে এসেছিলেন, এসে কি করেছিলেন? ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট ইত্যাদি কবে এসেছেন সেসব তো সবাই জানে তাইনা। তাদের পূর্বে সত্যযুগ ত্রৈতায় কি ছিল - সেই হিস্টি -জিওগ্রাফি কেউ জানেনা। দেবী-দেবতাদের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হয়েছে, কত সময় সেসব চলেছে - এইসব কেউ জানেনা। মুখে বলে - সত্যযুগের লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো ছিলেন মহারাজা-মহারানী। তাঁদেরও শৈশব হওয়া উচিত। শৈশবের কথা কারো জানা নেই। রাধে-কৃষ্ণকে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে। এইসব মানুষের নিজস্ব কল্পনা। সত্যযুগের আয়ুও লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে, এত বছর তো হওয়া উচিত নয়। নিজেরা বলে - ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। তাহলে সত্যযুগের এত বছর কেন বলেছে? এ তো সহজ

কথা তাইনা ! কিন্তু মায়া পাথর বুদ্ধি করে দিয়েছে যার ফলে একেবারেই ভুলে গেছে যে আমরা দেবী-দেবতা ছিলাম। নম্বর ওয়ান যখন নারায়ণ রূপ ধারণ করেন তখন তাঁরও এই জ্ঞান থাকেনা। জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়। বাবা বলেন এখন তোমাকে জ্ঞান প্রদান করি - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। দেবতায় পরিণত হয়ে গেলে আর কি শেখানো হবে ? প্রয়োজন-ই নেই। সুতরাং রাখী উৎসবের কথাও তোমরা জানো। এইসব উৎসব প্রতি বছর পালন হয়। কুস্ত্র মেলা, সাগর-নদীর মেলার খুব বিশাল আয়োজন হয়। সাগর ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মেলা বিখ্যাত। সাগর হলেন পিতা। সেই সাগর থেকে সর্বপ্রথম ব্রহ্ম পুত্র নদীর উৎস হয় , তারপরে সেই নদীর বৃদ্ধি ঘটে। সাগর ও ব্রহ্মপুত্রের মেলা স্পষ্ট দেখা যায়। আবার হয় নদীর মিলন মেলা, যাতে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ জলের সমাগম দেখা যায়। সেখানেও প্রতি বছর মেলার আয়োজন হয়। প্রতি বছর পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে স্নান করে। এখন তোমরা সঙ্গমযুগে আছো। যথাযথভাবে এই সময়ে তোমরা জ্ঞান সাগরের সঙ্গে মিলিত হও। এই হল সঙ্গমের শোভনীয় সময় যখন আত্মাদের পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো - যা উৎসব পালন হয় সেসব এই সময়েরই। আজ হল রাখী বন্ধন। বাবা কিছু রাখী সঙ্গে এনেছেন। এবারে বাবা জিজ্ঞাসা করছেন - কারা কারা শিববাবার কাছে রাখী বাঁধতে চাও হাত তোলা (প্রথমে দু চার জন হাত তুলেছে) বাবা আবার বললেন - শিববাবার কাছে কারা রাখী বাঁধতে চায় হাত তোলা । (মেজরিটি হাত তুলেছে) বাপদাদা বললেন - তোমরা সবাই কি এখনও পবিত্র হওনি যে রাখী বাঁধতে চাইছ ? তখন বাপদাদা মাষ্টাকে জিজ্ঞাসা করলেন তো মাষ্টা বললেন রাখী তো বাঁধা আছে । দেখো, বাবা বাচ্চাদের পরীক্ষা করলেন তাতে সবাই ফেল হয়ে গেল। মাষ্টা ঠিক বলেছেন। তোমরা তো পবিত্র হয়েই আছো । বাকি জ্ঞানের ধারণার উপরে সবকিছু নির্ভর করছে। খাজানা তো প্রাপ্ত হতেই থাকবে। যত দিন বাঁচবে ততদিন খাজানা একত্র করতে থাকো। তোমরা নিশ্চয় পবিত্র তো হয়েছ কিন্তু স্মরণে থাকলে তোমরা বায়ুমন্ডলকে শান্ত কর। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শান্তির বর্ষা প্রদান করছ। পবিত্রতার-ই প্রতিজ্ঞা করা হয়। বাবাকে স্মরণ কর - শান্তি স্থাপনের জন্যে। এই কথাও তোমরা জানো বাবাকে যত স্মরণ করবে মায়ার প্রভাব পড়বেনা। মায়ার ঝড়ও আসে কিনা। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের পড়িয়ে ত্রিকালদর্শী করছেন । ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জানো। তোমাদের বিস্মৃতি-ও ড্রামাতে আছে তাই আমায় আবার আসতে হয় - বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের রাজ যোগ শেখাতে। শিব জয়ন্তী পালন হয় কিন্তু কেউ অর্থ বুঝতে পারেনা। বাবা রাখী এনেছিলেন কারণ একজন নতুন বাচ্চা এসেছিল। এই ভাবে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব নিতে হয়। বাবা আমরা রাখী পরি। আমরা পবিত্র হয়ে বেহদের বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করব কারণ এতে পবিত্রতা হল ফাস্ট। বেহদের বাবা বলেন অর্ধকল্প তোমরা বিষয় সাগরে অনেক ডুবেছ। এইটি হল কুস্ত্রী পাঁক নরক। ৬৩ জন্ম ডুবেছ এখন প্রতিজ্ঞা কর - বাবা, আমিও পবিত্র দুনিয়ায় গিয়ে সুখের বর্ষা নেব। কিন্তু সাহস নেই। এই হল জ্ঞান মান সরোবর। এতে জ্ঞান স্নান করলে মানুষ স্বর্গের পরী হয়ে যায়। ভারতবাসী লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদির মন্দির তৈরি করে কিন্তু তারা জানেই না লক্ষ্মী নারায়ণ কবে এসেছিলেন, সুতরাং এই হল অন্ধ শ্রদ্ধা।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের এখন নিজের মতন মাষ্টার জ্ঞান সাগর করে তুলছেন। যেমন ব্যারিস্টার পড়ে নিজের মতন তৈরি করেন , তারপরে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে পাস করে। এইটিও হল পড়াশোনা। মুখ্য উদ্দেশ্যটি ক্রিয়ার লেখা আছে। শিববাবার চিত্রও আছে। কিন্তু কিছুই বোঝেনা।

গায়ন করে পতিত-পাবন সীতারাম। এইটি হল রাবণ সম্প্রদায় তাই বাবা বলেন নিজের চেহারা দেখো - ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়েছ ? নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো ? তোমার আত্মার পিতা কে ? তাঁকে না জানলে তো তোমরা হলে নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী । তাহলে নাস্তিক হয়ে লক্ষ্মীকে বরণ করবে কিভাবে ? তোমরা জানো আমরা বানর সম্প্রদায় ছিলাম। এখন আমরা শ্রী নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি। বাবা বলেন আমি তোমাকে মায়া রাবণের রাজ্য থেকে লিবারেট করতে এসেছি। তারপরে কখনও আর রাবণের প্রতিমূর্তি দহন করবেনা। এইসবই হল বুঝবার কথা। যত পুরুষার্থ করবে ততই ভালো বর্সা পাবে। বাবা বলতে পারেন - তোমরা এইসময়ের পুরুষার্থ অনুসারে কি রূপে পরিণত হবে ? আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা, বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) পুরানো বিকর্মের খাতা শেষ করে পুণ্যের খাতা জমা করতে হবে। স্মরণে থেকে শান্তির বায়ুমন্ডল তৈরি করতে হবে।

২) পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে পবিত্র থাকার প্রকৃত রাখী প্রত্যেককে পরাতে হবে।

বরদান :- একমাত্র বাবার ভালোবাসায় মগ্ন থেকে সব কিছু থেকে সেফ থাকতে পারা মায়াশ্রুত ভব

ব্যাখা: যে বাচ্চারা একমাত্র বাবার ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে থাকে তারা সহজেই চারিদিকের ভাইব্রেশন থেকে, বায়ুমন্ডল থেকে দূরে থাকে, কারণ মগ্ন থাকা অর্থাৎ বাবার মতন শক্তিশালী সবকিছু থেকে সেফ বা সুরক্ষিত থাকা। মগ্ন থাকা অর্থাৎ নিমজ্জিত থাকা, যে নিমজ্জিত থাকে সে-ই মায়াশ্রুত হয়। এটাই হল সহজ পুরুষার্থ, কিন্তু সহজ পুরুষার্থের নামে কেয়ারলেস হবেনা। কেয়ারলেস পুরুষার্থীর মন ভিতরে ভুল বুঝতে পারে আর বাইরে থেকে নিজের মহিমার গীত গায়।

স্লোগান - পূর্বজ স্থিতিতে স্থির থাকো তাহলে মায়া এবং প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ।

২৬-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ৩১-১২-৮৩ মধুবন

"শ্রীমৎ রূপী হাত যদি সদা তোমার হাতে থাকে, তবে সমগ্র যুগ তোমার হাত তাঁর হাতে দিয়ে চলতে থাকবে"

আজ সাগর তীরে অর্থাৎ মধুবনের তীরে মধুর মিলন উদযাপন করতে প্রীতম (মাশুক) তাঁর রূহানী প্রিয়তমাদের (আশিকদের) সাথে মিলিত হতে এসেছেন। সবাই তোমরা কতো দূর দূর থেকে মিলনোৎসব পালন করতে এসেছো, কেন? এমন ওয়ান্ডারফুল প্রীতম সারা কল্পে তোমরা খুঁজে পাবেনা। মাশুক তো এক কিন্তু আশিক কতো! এক মাশুকের অনেক আশিক। সুতরাং আজ বিশেষভাবে বাবা আশিকদের মহফিলে এসেছেন। মজলিশে তোমরা অনুষ্ঠান করো, কোনকিছু তোমাদের শোনাতে হয়না। তাইতো আজ বাবা তোমাদের জ্ঞান শোনাতে আসেননি, তিনি তোমাদের সাথে মিলিত হতে এবং মিলনোৎসব উদযাপন করতে এসেছেন। ডবল বিদেশি বাচ্চারা আজকের দিন উদযাপন করতে বিশেষভাবে এসেছেন। নববর্ষের উৎসব পালনের সঙ্কল্প নিয়ে এসেছে। এই নববর্ষে বাপদাদাও স্নেহ আর সহযোগসম্পন্ন অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সঙ্গমযুগ নতুন যুগ। ভবিষ্যৎ সত্যযুগ, বর্তমান এই নতুন যুগের এবং নতুন জীবনের প্রালম্ব প্রাপ্তি। ব্রাহ্মণদের কাছে এখনের এটাই নবযুগ আর শ্রেষ্ঠ যুগ। যে মুহূর্তে তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো, তখন থেকেই নতুন যুগ, নতুন সংসার, নতুন দিন, নতুন রাত শুরু হয়ে গেছে। এই নতুন যুগের নতুন জীবনের প্রতি মুহূর্ত পদমতুল্য, হীরাসম। সত্যযুগে এই গীত তোমরা গাইবে না, 'মনে হয় যেন এই দিন নতুন, রাত নতুন'। শুরু থেকেই বাপদাদা কোন গীতের মাধ্যমে বাচ্চাদের জাগিয়েছেন! সেই গীত মনে আছে? "জাগো সজনীর জাগো" . . . কেন জাগবে তোমরা? কারণ নতুন যুগ এসেছে। এটাই তোমাদের শৈশবের গীত, তাই না! এখন তোমরা নতুন নতুন গীত বানিয়েছো। আদি গীত বাবা তো এটাই শুনিয়েছিলেন, তাই না! তাহলে নবযুগ কখন? এখন! পুরানো ছাড়াও এটা নতুন, তাই না! তোমাদের পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো জীবন এখন পরিবর্তিত হয়ে নতুন জীবনে এসেছে। তোমরা বেহঁশ ছিলে। তোমরা কে, এই হঁশ ছিলো তোমাদের? তাহলে তোমরা তো বেহঁশই ছিলে, তাই না। বেহঁশ অবস্থা থেকে হঁশ ফিরেছে। নতুন জীবন অনুভব করেছো, চোখ খোলার সাথে সাথেই নতুন সম্বন্ধ, নতুন সংসার দেখেছো, তাই না! সেইজন্য নতুন যুগে নতুন যুগের এবং নতুন বছরের অভিনন্দন।

লৌকিক দুনিয়াতেও মানুষ পরস্পরকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে। বাস্তবে, তারা কখনো এভার হ্যাপি হয়না, কিন্তু বলবে এভার হ্যাপি। তোমরা কি সত্যি সত্যিই এখন বলবে হ্যাপি নিউ ইয়ার, বরং তোমরা বলবে হ্যাপি নিউ যুগ। সমগ্র যুগই খুশির যুগ। যখন তোমরা হ্যাপি নিউ ইয়ার বলো তো অভিনন্দন জানানোর সময় কি বলো? ফরেনের রীতি প্রথমে সকলে হাতে হাত মেলায় অর্থাৎ করমর্দন করে। বাপদাদা কিভাবে তোমাদের সাথে হাত মেলান? স্থূলভাবে তো তারা এক সেকেন্ডের জন্য হাত মেলায়, কিন্তু বাপদাদা সারা যুগই তোমাদের সাথে হাত মেলান অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ রূপী হাত দিয়ে তোমাদের সাথে হাত মেলান এবং অন্তেও তিনি তোমাদের তাঁর সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যান। শ্রীমতের হাত সদা তোমাদের সবার সাথে আছে, এইজন্য সারা যুগ তাঁর হাতে হাত দিয়ে চলতে থাকো। হাতে হাত দিয়ে চলাও স্নেহের লক্ষণ এবং সহযোগেরও লক্ষণ। কেউ কখনো চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে অন্যজন হাত ধরে একসাথে চলে, তাই না! রূহানী মাশুক কখনও আশিকদের হাত ছাড়েন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা, শেষ পর্যন্ত তাঁর হাত এবং সাথ তোমাদের সঙ্গেই থাকবে

।তোমরা সব আশিক শক্ত করে তাঁর হাত ধরেছো তো ? টিলেঢালাভাবে ধরনি তো ? ছেড়ে দেবেনা, তাই না ! যারা ছেড়ে দিয়ে আবার ধরে তারা হাত উঠাও ! এখানে সেইরকম কেউ আছে, যারা কখনো ছাড়ে বা কখনো ধরে ? এই বিশেষত্ব তাদের যারা কোনকিছু লুকায় না । তারা সত্যিই বলে, তাদের সত্য বলার জন্যই অর্ধেক বিঘ্ন শেষ হয়ে যায় । যতই হোক, শক্তিহীন সওদা কতদিন পর্যন্ত ? পুরানো বছরে পুরানো রীতি রেওয়াজ সমাপ্ত করতে চলেছো, তাই না ! নাকি নববর্ষেও একই রীতি রেওয়াজ চলবে ? এখন পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তাতে ফুলস্টপ লাগিয়ে, তাঁর হাত ধরা এবং সদা তাঁর সাথে থাকার স্মৃতির বিন্দি (টিপ) লাগাও । বিশেষ দিনে অথবা খুশির দিনে, তারা সৌভাগ্যের এবং সুখ-সমৃদ্ধির চিহ্নরূপে বিন্দি অর্থাৎ তিলক লাগায় । স্মরণের বিশেষ ভাট্টির দিনে তোমরাও সবাই স্মৃতির বিন্দি লাগাও, তাই না ! কেন লাগাও ? ভাট্টির দিনে বিশেষভাবে কেন তিলক লাগাও ? সারাদিন সহজ এবং শ্রেষ্ঠ যোগীর প্রতিমূর্তি হয়ে থাকতে দৃঢ় প্রত্যয়ের লক্ষণ হিসেবে ওই দিনে তিলক লাগাও । সুতরাং যারা আজও কিছুটা দুর্বল আছো, তারা নিজেদের দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা ফুলস্টপের তিলক লাগাও, দ্বিতীয়তঃ, তোমাদের সমর্থনরূপের তিলক লাগাও । বিন্দি লাগাতে জানো তোমরা ? পাণ্ডবরা জানে, কিভাবে বিন্দি লাগায় । আচ্ছা, শক্তির সবারই বিন্দি লাগাতে জানে ? অমোচনীয় বিন্দি । আজ সকালে সবাই তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ? তোমরা সমারোহ উৎসব পালন করতে যাচ্ছ, তাই না ? (ম্যারেজ সমারোহ পালন করতে যাচ্ছি) এখনও তোমাদের ম্যারেজ হয়নি ! তোমরা এখনো বাচ্চা-কাচ্চা জন্ম দাওনি ! তোমাদের ম্যারেজ তো হয়ে গেছে, কিন্তু তোমরা এসেছো ম্যারেজের বার্ষিকী (বিবাহ-বার্ষিকী) পালন করতে । যাদের ম্যারেজ হয়নি, তারা হাত উঠাও । যতই না বোঝা বা না জানার ভান করো না কেন মাশুক কিন্তু তোমাকে একা ছাড়বেন না । কারণ তিনি জানেন, ছেড়ে দিলে তোমরা যাবে কোথায় ! আজকাল যেমন বিদেশের রেওয়াজ হয়েছে ঘর-পরিবার ছেড়ে হিঙ্গি হয়ে যায় । তাহলে তোমরাও কি হিঙ্গি হয়ে যেতে চাও ? এভার হ্যাপি হবে নাকি হিঙ্গি হবে ? তাদের যে হাল হয়, তা তোমরা দেখতেও পারবে না ! সবাই তোমরা রাজ্য অধিকারী, এইজন্য বাপদাদা জানেন যে মাঝে মাঝে তোমরা খামখেয়ালি হয়ে যাও । যাই হোক, বাপদাদা তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি তোমাদের তাঁর সাথে নিয়ে যাবেন আর তাই তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারবেননা, এইজন্য তাঁর সাথে তোমাদের যেতেই হবে । আচ্ছা ।

নতুন বছরে তোমরা নতুনত্ব কি করবে ? নতুন কোনো কিছু তো করবে, তাই না ! কোনো প্ল্যান বানিয়েছো ? নিমিত্ত টিচাররা কোনো প্ল্যান বানিয়েছে ? এই দেশে গীতার ভগবানকে প্রত্যক্ষ করবে, কিন্তু বিদেশে তোমরা কি করবে ? যে বিষয়গুলো এখনো বাকি থেকে গেছে সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসা খুব ভালো ব্যাপার । সময় অনুসারে সবকিছু প্র্যাকটিক্যাল হয়ে চলেছে । এই ব্যাপারে ভারতে তোমরা তো কাড়া-নাকাড়া বাজাবেই । ধর্মীয় নেতাদের জাগাবে এবং আকুলতাও তৈরি করবে । যখন কেউ কেউ সামান্য জেগে "এটা খুব ভালো" বলে আবার নিদ্রাবস্থায় ফিরে যাবে তাদের জন্য, ঘুম থেকে না উঠলে যেমন তার ওপর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও, তেমনই ভারতবাসীর ওপরেও জল ঢেলে দিলে তারা জাগবে । আচ্ছা - এই বছরে তাহলে তোমরা কি নবীনত্ব দেখাবে ?

লৌকিক দুনিয়ায় যেখানেই অস্থিরতা দেখা দেবে, সেই অস্থিরতার স্থানে সদা খুশির অচল স্থিতির ধ্বজা অনুষ্কণ ওড়াতে হবে । গভর্নমেন্ট অস্থিরতার মধ্যে হতে পারে, কিন্তু প্রভুর গুপ্ত রত্নসকল, সম্পন্ন এবং অচল হওয়ার বিশেষ ধ্বজা নিরন্তর ওড়াতে থাকবে । গভর্নমেন্টেরও অ্যাটেনশন থাকবে, এই দেশে গুপ্ত বেশধারী কোন অনন্যসুলভ আত্মারা আছে, যারা সারা দেশে সম্পূর্ণভাবে অনন্য, চমৎকার

! যারা নিজেদের ধনে দরিদ্র ভাবে তাদের অবিনাশী ধনে সম্পন্ন করে, সবকিছুতে তাদের ভরপুর হওয়ার এবং সদা পদমাপদমপতি হওয়ার অনুভব করাও । এমন তরঙ্গ বইয়ে দাও, যাতে তারা ধনের দারিদ্র্য ভুলে যায় । যে-ই আসবে তার যেন উপলব্ধি হয় অন্তহীন সম্পদে সে ভরপুর হয়ে গেছে এবং এটা অন্য রকমের ধন, যার দ্বারা স্থূল ধনও নিজে থেকেই কাছে এসে যায় । দুঃখের কারণ হয়না । আচ্ছা ! তাহলে বিদেশে নতুন বছরে তোমরা কোন নবীনত্ব আনবে ?

সেন্টার তো ক্রমাগত খুলছেই আর খুলতেও থাকবে । এখন এই বছর, বিদেশেও বিশেষ কোয়ালিটি সার্ভিস বিশেষ রূপে হওয়া উচিত । যতোই হোক, সবাই তোমরা বিশেষ কোয়ালিটির, কিন্তু এখন তোমরা সব কোয়ালিটি আত্মারা, অন্য আরও বিশেষ কোয়ালিটি আত্মাদের, যারা স্থাপনার কার্যে সহযোগী হতে পারবে, বিদেশের চারিদিক থেকে এমন আত্মাদের এক গ্রুপ তৈরি করো, যে গ্রুপ ভারতবাসীর সেবার্থে বিশেষভাবে নিমিত্ত হতে পারে । যারা চতুর্দিকে আওয়াজ তুলবে, সেই নামীগ্রামী (বিখ্যাত) সকলে আলাদা গ্রুপের । যাই হোক, এই গ্রুপ তোমার সম্বন্ধের হতে হবে, সেখানে অন্য গ্রুপ শুধুমাত্র তোমার সংস্পর্শে থাকবে । এই গ্রুপ কোয়ালিটি হতে হবে এবং কাছের সম্বন্ধের হতে হবে । জীবনের বিশেষ পরিবর্তনে তোমরা অনুভাবী । অতএব, তোমাদের অনুভব দ্বারা বিশেষ উত্তরাধিকারী কোয়ালিটি আত্মা বেরোতে থাকে । সেই গ্রুপই হলো সেবার নিমিত্ত এবং এরা উত্তরাধিকারী কোয়ালিটি সেবাধারী গ্রুপ । তাদের নামীগ্রামীও হতে হবে এবং উত্তরাধিকারীও হতে হবে । যখন এইরকম গ্রুপ বিদেশে তৈরি হয়, তখন তাদের এই দেশে সেবা পরিক্রমণ করাও । তোমাদের অনুভবের শক্তি দ্বারা সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় নেতা এবং সবরকম আত্মাদের সেই একই অনুভব করার ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে । সুতরাং পরিক্রমণ করে এইরকম উত্তরাধিকারী সেবাধারী কোয়ালিটির গ্রুপ তৈরি করো । বুঝেছ তোমরা !

বিদেশে চারিদিকে আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার সাধন সহজ । এই কারণে বিদেশে আওয়াজ ছড়িয়েও পড়ছে আর ছড়িয়ে পড়তে থাকবে । কিন্তু ভারতে আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার সাধন এত সহজ নয় । ভারতবাসীকে জাগানোর জন্য তোমাদের পার্সোনাল সেবা প্রয়োজন । আর সেটাও তোমাদের খুব সিম্পল অনুভবের দ্বারা সেবা হবে । ভারতবাসী যখন পরিবর্তনের বিশেষ অনুভব শুনবে তখনই পরিবর্তন হবে । ভারতবাসী অনেক বেশি আকৃষ্ট হয় যখন তারা এইরকম বিশেষ অনুভাবী, যাদের জীবনের তেমন শক্তিশালী পরিবর্তনের কাহিনী শোনে । ভারতে কথা কাহিনী শোনার রেওয়াজ আছে । বুঝেছ তোমরা ? -

বিদেশিদের কি করতে হবে ! এত সব টিচার এসেছে, সুতরাং সেইরকম গ্রুপ তৈরি করে এখানে নিয়ে এসো । আচ্ছা

!

নববর্ষের জন্য বিশেষ উপহার হিসেবে বাপদাদা তোমাদের - "বরদানের মালা" দিচ্ছেন । যখন সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়, তোমাদের বরমালা পরানো হয় । বাপদাদা তোমরা সব আশিকদের বরদান মালা উপহার দিচ্ছেন । তোমরা সদা সন্তুষ্ট থাকো এবং এই সন্তুষ্টির সাথে অন্যকেও সন্তুষ্ট করো । প্রত্যেক সন্তুষ্ট বিশেষত্ব পরিপূর্ণ হতে দাও । প্রত্যেক সন্তুষ্ট, বোল এবং কর্ম যেন বিশেষত্ব পূর্ণ হয় । সদা এইরকম বিশেষত্ব সম্পন্ন থাকো । সদা সরল স্বভাব, সরল বোল, সরলতা সম্পন্ন কর্ম হতে হবে । এইভাবে সরলতার প্রতিমূর্তি হয়ে থাকো । সদা একের মতে , একের সাথে সর্ব সম্বন্ধ , একের থেকে সর্বপ্রাপ্তি এইরকম নিরন্তর একের সাথে হওয়ার অর্থাৎ সদা একরস থাকার সহজ অভ্যাস থাকবে ।

সদা খুশি থাকো আর খুশির খাজানা বিতরণ করো। খুশির তরঙ্গ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দাও। একইভাবে, সদা খুশির হাসি তোমাদের চেহারায়ে ঝলমলকরতে দাও। এইরকম সদা উৎফুল্ল থাকো। সদা স্মরণে থেকে উন্নতি করো। সদাসর্বদা বরদান মালা তোমার সাথে রাখো। বুঝেছ তোমরা? এটা হলো নতুন বর্ষের উপহার। আচ্ছা!

এইভাবে যাদের সদা বরদান থাকে, যারা সদা তাঁর হাত এবং সাথের অমর শ্রেষ্ঠ আত্মা, প্রতি সঙ্কল্পে যারা নতুনত্বের বিশেষত্ব বাস্তব জীবনে নিয়ে আসে, সেইরকম বিশেষ আত্মাদের নব যুগের এবং নব বর্ষের অমর স্মরণ-স্নেহ; উদ্ভৃতি কলার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

পার্সোনাল সাক্ষাৎকার: -

সদা নিজেদের পুণ্য আত্মা মনে করো? সবচেয়ে বড় থেকেও বড় পুণ্য অন্যদের বাবার সন্দেশ (বার্তা) দিয়ে তাদের বাবার বানানো। যারা এইরকম শ্রেষ্ঠ কর্ম করে তারা পুণ্য আত্মা, কারণ, এই সময়ের পুণ্য আত্মা সদাকালের পূজ্য হয়ে যায়। শুধুমাত্র পুণ্য আত্মাই পূজ্য আত্মা হয়। অল্পকালের পুণ্যও ফলের প্রাপ্তি করায়, সেটা অল্পকালের, এটা অবিনাশী পুণ্য কারণ তোমরা তাদের অবিনাশী বাবার বানাও। এর থেকে তোমরা যে ফল লাভ করো, সেটাও অবিনাশী। জন্ম জন্ম ধরে তোমরা পূজ্য আত্মা হয়ে যাও। অতএব, নিরন্তর নিজেদের পুণ্য আত্মা জেনে সদা পুণ্য কর্ম করতে থাকো। পাপের খাতা সমাপ্ত হয়। অতীতের পাপের খাতাও সমাপ্ত হয়ে যায়। কারণ পুণ্য করতে করতে পুণ্য কর্ম শ্রেষ্ঠত্বের দিকে যেতে থাকবে, আর পাপ পুণ্যের নিচে চাপা পড়ে যাবে। পুণ্য করতে থাকলে পুণ্যের ব্যালেন্স বেড়ে যাবে এবং পাপ কম হয়ে যাবে অর্থাৎ শেষ হয়ে যাবে। শুধু চেক করো, প্রতিটা সঙ্কল্প পুণ্য সঙ্কল্প হয়েছে কিনা, প্রতিটা বোল পুণ্যের বোল হয়েছে কিনা! অবশ্যই কোনো ব্যর্থ বোল হবেনা। ব্যর্থের দ্বারা পাপ কাটবে না এবং পুণ্যের ফল লাভ করাও হবেনা। এইজন্য প্রতিটা কর্ম, প্রতিটা বোল, প্রতিটা সঙ্কল্প পুণ্যের হতে হবে। সর্বদা মনে রেখো, এইরকম সদা পুণ্য কর্ম করেই তোমরা শ্রেষ্ঠ এবং পুণ্য আত্মা। সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ আত্মাদের কাজই কি? পুণ্য করার জন্য যতো পুণ্য কর্ম তোমরা করো, ততোই খুশিও অনুভব হয়। যখন তোমরা চলতে ফিরতে কাউকে বার্তা দাও, সেই খুশি কতো সময় স্থায়ী হয়! সুতরাং, পুণ্য কর্ম সদা তোমাদের খুশির খাজানা বাড়িয়ে দেয়, আর পাপ কর্ম তোমাদের খুশি নষ্ট করে। যদি কখনো খুশি কম হয়, তাহলে বুঝবে কোনও বড় পাপ না করলেও অল্প হলেও ছোটো পাপ অবশ্যই করা হয়েছে। দেহ-অভিমানী হওয়াও পাপ, কারণ বাবাকে মনে না থাকলে পাপই হবে, তাই না! এইজন্য সদা পুণ্য আত্মা ভব। আচ্ছা।

রাত বারোটার পর সকল বাচ্চাকে অভিনন্দন

সকল স্নেহী হারানিধি, সদা সেবানারী বাচ্চাদের নতুন উদ্যম-উৎসাহে ভরা নতুন জীবনের, নতুন বর্ষের অভিনন্দন। সঙ্গমযুগ নবযুগ, যে যুগে প্রতিটা মুহূর্ত নতুন, প্রতিটা সঙ্কল্প নতুন থেকেও নতুন উদ্যম-উৎসাহ নিয়ে আসে। এমন যুগে নতুন বছরে বাপদাদা সদা তোমাদের অভিনন্দন দিয়েই থাকেন, তবুও বিশেষ দিনে বিশেষ স্নেহ-স্মরণ দিচ্ছেন। সুতরাং, তোমরাও নিজেদের জন্য সর্বদা নতুন নতুন সেবার প্ল্যান বানিয়ে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করো আর অন্যদের নিজেদের নবীন জীবন দ্বারাও প্রেরণা দিতে থাকো। লন্ডন নিবাসী বা যারাই বিদেশে থাকে, তাদের থেকে বাপদাদা নিউ ইয়ারের গ্রিটিংস কার্ডও পেয়েছেন, অনেক অনেক পত্রও পেয়েছেন। তিনি বিভিন্ন উপহারও পেয়েছেন। এমন নতুন যুগে যে বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ কর্ম করে এবং নতুন যুগের সৃজন করে, বাপদাদা সেই সকল বাচ্চাদের নতুন বছরের জন্য বিশেষ বরদানপূর্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সবাই তোমরা ভালোবেসে এবং মেহনত

করে খুব ভালো সেবা করছে আর সাদা সেবায় বিজি থেকে তোমাদের সেবা দ্বারা অন্যদেরও
বারবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে সমর্থ বানাচ্ছে। আচ্ছা !
দেশ-বিদেশের সব বাচ্চাদের বারবার বিশেষ শুভেচ্ছাসহ স্নেহপূর্ণ স্মরণ।

বরদানঃ - তোমাদের অবশিষ্ট তন-মন-ধন ঈশ্বরীয় কার্যে লাগিয়ে সবকিছু একত্রিত করে সদা
সহযোগী ভব

গোবর্ধন পর্বত ওঠাতে স্মরনিকায় সবার যে এক আঙুল দেখানো হয়েছে, তা' তোমাদের সহযোগের
চিহ্ন। স্মৃতিচিহ্নের ছবিতে তারা বারবার সাথে দেখিয়েছে, সেবাও দেখিয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা
বাপদাদার সহযোগী হয়েছে, এই কারণেই স্মারক তৈরি হয়েছে। ভক্তিতে তন-মন -ধন যা কিছুই
ব্যবহার করেছে, ৯৯% তা' নষ্ট হয়েছে। বাকি অবশিষ্ট ১% এখন প্রকৃত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরীয় কার্যে
লাগাও এবং আবারও তোমাদের পদমণ্ডলে জমা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ - যারা নির্মান হয় অর্থাৎ নিরহঙ্কারী হয় তাদের স্বতঃই সবার কাছে মান প্রাপ্ত হয়।

২৭-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতে চলে জ্ঞানের চন্দন ঘর্ষণ করা বা পবিত্র হওয়াই হলো স্বরাজ্য নেওয়া,
তোমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করলে সূর্যবংশী ঘরানার তিলক প্রাপ্ত করবে"

প্রশ্ন : - বাচ্চারা, তোমাদের রাখী কে বাঁধে, তিলক দান কে করে আর মুখমিষ্টি করার অনুষ্ঠান কেন ?

উত্তর : - তোমাদের বড় মা (ব্রহ্মা মা) রাখী বাঁধে, পবিত্র বানায়, তোমরা যখন পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করো তখন বাবা স্বরাজ্যের টীকা দেন। মুখ মিষ্টি করা অর্থাৎ সর্ব বরদান দিয়ে দেওয়া। বাবা স্বরাজ্যের তিলকের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব বরদানও দিয়েছেন, এই নিয়মের স্মরণও চলে আসছে।

গীত : - এদিকে প্রেম আর ওদিকে সারা দুনিয়া, যাব কোন্ দিকে, মন বলে চল্ পিয়া যেদিকে

ওম শান্তি। ভগবান উবাচঃ। আচ্ছা, ভগবানের নাম চাই কেননা ভগবানের একটাই নাম হয়। মানুষের তো অনেক নাম হয়। শরীর ধারণের সঙ্গে সঙ্গে নামের পরিবর্তন হয়। শরীর তো অবশ্যই সকলের আছে আর তা জন্ম - মরণেও আসে। তাই অনেক নাম হয়। প্রেমও অনেকের সঙ্গেই হয়। কাকা, মামা, গুরু - গোঁসাই আদি অনেকের সঙ্গেই ভালোবাসা তৈরী হয়। কতো সম্বন্ধী। এখন এই সম্বন্ধ তো হলো এক। ওই অনেক সম্বন্ধ তো নীচে নিয়ে আসে, ফেলেও দিতে থাকে। এই একই সম্বন্ধ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু। ইনি উঁচুতেই নিয়ে যান। এখন তোমাদের জীবাত্মাদের পরমাত্মার সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ তৈরী হয়েছে। উনি তোমাদের অনেক উঁচুতে নিয়ে যান। তিনি পরমধামেই থাকেন। এ তো নিশ্চিত, তাই না ? যদি বলে যে জানি না, তাহলে তোমরা এলে কোথা থেকে ? তোমরা তো উপর থেকেই এসেছো, তাই না। তোমরাও প্রকৃতপক্ষে উঁচুর থেকে উঁচু পরমধামে, মূলবতনে থাকো, মাঝে আছে সুক্ষ্ম বতন আর এ হলো স্থূল বতন। বরাবর তোমরা ওখান থেকেই এসেছো। তোমরাও বিভিন্ন নাম - রূপ নাও। এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো, এখন আবার ফিরে যেতে হবে। এখন তোমাদের প্রেম হলো বাবার সঙ্গে। তোমরা জানো যে তোমরা মাতা - পিতার সামনে বসে আছো। তোমরা এও জানো যে তোমরা মাতা - পিতার সামনে বসে আছো। এও জানো যে, তিনি প্রথমে আমাদের পবিত্রতার রাখী বাঁধেন। বাবা বলেন যে - হে বাচ্চারা, এই কাম মহাশত্রুকে জয় করো বা মায়া রাবণকে জয় করো, এরজন্যই পুরুষার্থ করতে হবে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন যে, আমি ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের রাখী বাঁধি। একে বলা হয় রাখী বন্ধনের উৎসব, পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করার উৎসব। এরপর কি হবে ? আমি স্বরাজ্য পাওয়ার টীকা দেবো। এই বাবা তোমাদের সামনে বসে আছে। তোমরা জানো যে, এই পবিত্রতার জন্য কষ্ট সহ্য করতে হয়। তোমাদের মিত্র - সম্বন্ধী সকলেই শত্রু হয়ে যায়। বাবা তোমাদের ডায়রেক্ট বলেন - বাচ্চারা, পবিত্র হও। বেহদের বাবা, শিববাবা এসে তোমাদের সত্য স্বরাজ্য দেন। আত্মারা রাজত্ব পায়। এখন আত্মারা রাজত্বহীন।

রাখী পর্বকে রাখী উৎসব বলা হবে না। এখন উৎসবে তো অনেক বাহ্যিক আড়ম্বর। এই পবিত্রতার রাখী বাঁধার জন্য কোনো খরচ করার ব্যাপার নেই। বাবা নিজেই বলেন - বাচ্চারা, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, তারপর তোমরা স্বরাজ্য পাবে। বাবা বসেই স্বরাজ্যের তিলক দেন। বাচ্চাদের বাবাই

সাষ্কাংকার করিয়েছেন - ওখানে বাবা কিভাবে বাচ্চাদের তিলকদান করে আসনে বসান। তাই যারা সূর্যবংশীর হবে, তারাই গদিতে বসবে। মা - বাবাই বাচ্চাদের রাজ্য - ভাগ্য দেন। তাঁরা বুঝতে পারেন যে বাচ্চাই সিংহাসনের উপযুক্ত হবে। এই বাবাও নিজে এসে আত্মাদের জ্ঞান - অমৃতের দ্বারা স্বচ্ছ করেন। জ্ঞান - অমৃত কোনো জল নয়। বাবা বলেন যে, তোমরা ৬৩ জন্ম বিষয় সাগরে ধাক্কা খেয়েছো। হারানিধি বাচ্চারা, তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন এই অন্তিম জন্মে তোমরাও পবিত্র হও। আমার মতে চলো। তোমরা তো বাবার কাছে স্বরাজ্যের জন্য এসেছো। রাজার কাছে যখন বাচ্চা আসে তখন মনে করতে হবে যে আমি রাজত্ব পাবো কিন্তু একে কোনো স্বরাজ্য বলা হয় না। স্ব অর্থ আত্মা। আত্মারাই তো রাজ্য পায় কিন্তু এই জ্ঞান নেই যে আমরা আত্মারা যুবরাজের শরীর ধারণ করেছি মহারাজা - মহারানী হওয়ার জন্য। তিলকের উৎসবেরও গায়ন আছে। বাচ্চারা যদি জ্ঞান চন্দন ঘর্ষণ করে, পবিত্র থাকে, শ্রীমতে চলে তাহলে বাবা তিলক লাগাবেন। বাবা তো নিজে রাজ্য নেন না, নিজে গদিতেও বসেন না। এমন বাবা কোথাও দেখেছো যিনি বাচ্চাদের গদিতে বসান কিন্তু নিজে বসেন না?

এই ব্রহ্মাও পুরুষার্থী। শিববাবা পুরুষার্থ করান। ইনি নিজের কোনো জাহির করেন না। শিববাবা এসে এনাকেও হীরের মতো বানান। তাই মুখ্য কথাই হলো পবিত্র থাকা। যদিও ঘরে একসাথে থাকো কিন্তু পবিত্র থাকো। বাবা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন। যজ্ঞ সবসময় ব্রাহ্মণদের দ্বারাই রচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলবেন যে, আমি যজ্ঞ রচনা করি, এ হতে পারে না। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। তোমরা শ্রীমতে চলছো। ব্রহ্মাকে শ্রী বলতে পারো না। এখানে তো আত্মা এবং শরীর দুইই পতিত। তোমরা এখন শ্রী তৈরী হচ্ছে। এখন তোমাদের শ্রী বলা যাবে না। এখন তোমরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছে। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা এসেই তোমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো শ্রেষ্ঠ বানান। তোমাদের এমন শ্রেষ্ঠ ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। বাবা জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার নেশা আছে নাকি রাম - সীতা হওয়ার নেশা আছে? তোমরা বলবে লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার নেশা। আমরা তো সূর্যবংশী হবো। দুই কলা কম করে আমরা চন্দ্রবংশী কেন হবো? আমরা তো নারায়ণ বা লক্ষ্মীকে বরণ করবো। তোমাদের মাঝ্মা এবং বাবাও সূর্যবংশী হবে। জগদম্বা এবং জগত পিতা দুজনেই সূর্যবংশী হবে তাই তোমরা তাঁদের সন্তান যারা মাঝ্মা - বাবা বলো, তোমাদেরও পুরুষার্থ করা উচিত। বাবা যেমন তিলক লাগান তেমন মুখ মিষ্টিও করান অর্থাৎ তোমাদের বরদান দেন। বিজয়ের তিলক লাগিয়ে বরদান দেন যে, তোমরা সর্বদা এমন স্বরাজ্য পাবে। যথা রাজা - রানী তথা প্রজা রাজ্য - ভাগ্য ভোগ করে। পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা একবারই রাজ্য স্থাপন হয়। এ হলো অলমাইটি অথরিটি রাজ্য। নির্বিকারী দুনিয়ারও গায়ন আছে। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, মর্যাদা পুরুষোত্তম দেবতার কখনোই কাম কাটারির দ্বারা হিংসা করতেন না। ৬৩ জন্ম তো তোমরা একে অপরের প্রতি কাম কাটারি চালিয়ে এসেছো। অমরলোকে কাম কাটারি থাকে না। এখানে কাম কাটারিতে তোমরা পতিত হতে হতে তমোপ্রধান হয়ে গেছো।

এখন বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে, বরাবর বাবাই স্বর্গের স্থাপনা করেন। তিনি এই ভারতেই জন্ম নেন। বাবা এখন বৈকুণ্ঠের উপহার নিয়ে এসেছেন। অর্ধকল্প তোমরা কাল্লাকাটি করেছো - ও গড ফাদার, দয়া করো, করুণা করো। ভক্তিমার্গে তো এমন গাওয়া হয়। সত্যযুগে তোমরা খোড়াই কাল্লাকাটি করবে। সেখানে তো সর্বদাই সুখ। দুঃখের সময় সবাই স্মরণ করে, আর সুখের সময় কেউই স্মরণ করে না। অনেক প্রকারের দুঃখই তো আছে। দেউলিয়া হয়ে গেলে কতো দুঃখ হয়।

রোগভোগের সময় কতো দুঃখ হয়। স্বর্গে দুঃখের নামমাত্র নেই। বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদের রাজ্য - ভাগ্যের তিলক দেন। এ হলো দুঃখধাম আর সে হলো সুখধাম। শান্তিধামে তো আত্মা কিছুই বলে না। এখানে আওয়াজের দুনিয়ায় আসে। তোমাদের স্বধর্মই হলো শান্তি। এখন তোমরা সুখ - শান্তির স্বরাজ্য পাচ্ছে। তাই বাবার সন্তান হয়ে তোমাদের শ্রীমতে চলা উচিত। পড়ার সময় সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন পড়তে দিতে হয়। পড়ার সময় কোনো ব্যর্থ কথার বর্ণনা করা উচিত নয়। যদি কেউ উল্টাপাল্টা বলে তাহলে বলবে - অ্যাটেনশন প্লিজ। তাই বাবা বাচ্চাদের বলেন, তোমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। বাইরে যারা ধাক্কা খায় তাদের খেয়াল এদিক - ওদিক দৌড়াতে থাকে। তারা ভাবে, ছুটি হলেই ঘরে চলে যাবে। এখন বাচ্চারা তোমাদের পড়তে আর পড়তে হবে। ব্রাহ্মণদের কাজই হলো গীতা শোনানো। ওই ব্রাহ্মণরাও গীতা শুনিয়ে শরীর নির্বাহ করে। তোমাদেরও এমন বলা হয় যে, গৃহস্থ জীবনে থেকেকমল ফুলের সমান পবিত্র থাকতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে - এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকবো। এই অপবিত্র দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা এই বিনাশের তৈরীও দেখছো। হোলিকা জ্বালানো হবে। বাস্তবে এ সবই এই সময়ের উৎসব। বাবা তোমাদের তিলক দান করেন। তোমাদের বুদ্ধি বলে যে - বাবা আমাদের এই বিশ্বের সত্যযুগের মালিক বানানোর জন্য পড়ান অথবা তোমরা স্বরাজ্যের তিলক পাও। বাবাই তোমাদের তিলক দান করেন। এখানে তো তোমরা সামনে বসে আছো। যারা পবিত্র থাকবে তারাই রাজ্য - ভাগ্য পাবে। রাখীর গুরুত্বও অনেক বড়। বলা হয় - বোন ভাইকে তিলক পড়িয়ে রাখী বাঁধে। তাই বোনের ভাইদের তিলক দান করবে, রাখী বাঁধবে আবার মুখ মিষ্টিও করাবে। এই উৎসব কোথা থেকে শুরু হয়েছে? সঙ্গম যুগ থেকে, যখন পরমপিতা পরমাত্মা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান। শিবরাত্রিরও উৎসব আছে, তারপর রাখীর উৎসব, তারপর দশহরা, এরপর দীপাবলী আর নবরাত্রির উৎসব - এই সমস্ত উৎসব চলে আসছে। তোমরা তো খুশী হয়। দশহরা অর্থাৎ বিনাশের পরে আবার দীপাবলী আসবে। ঘরে - ঘরে স্বর্গ হবে।

তোমরা শিববাবার, ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করের, লক্ষ্মী - নারায়ণের, সকলের জীবন কাহিনীই বলতে পারো। তোমরা সম্পূর্ণ চক্রকে জানো। রাম - সীতাকেও তোমরা জানো, তাঁরা পাস করতে পারে নি তাই কম নম্বর পেয়েছেন। বাকি আট বা দশটা হাত কারোর হয় না। মানুষ বসে কতো চিত্র বানিয়েছে। একে বলা হয় সময় নষ্ট করা, অর্থ অপচয় করা, এনার্জিও নষ্ট করা। এখন তোমরা জানো যে - আমরা এসেছি স্বরাজ্যের অবিনাশী বর্ষা নিতে। মাতা - পিতা যখন চলছে তখন আমরা কেন শ্রীমতে চলবো না? এ তো বোঝার মতো কথা। বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা। তিনি তো বেহদের বাবা। তিনি কতো সন্তান দত্তক নেন। তিনি তো প্রজাপিতা, তাই না। ওই লৌকিক বাবা তো খুব বেশী হলে একটি বাচ্চা দত্তক নিতে পারেন। তাকে তো প্রজাপিতা বলা হবে না। কেউ কেউ এমনও আছে যে, দত্তক নেয়, সন্তান হয়ে যায় তখন সেই সন্তানের উপর খুব বেশী ভালোবাসা এসে যায় কিন্তু যখন তাদের নিজের সন্তান হয় তখন আবার তাকে বেশী ভালোবাসে। দত্তক সন্তানের উপর ভালোবাসা কম হয়ে যায়। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা ঈশ্বরের কোলে যাচ্ছি। ঈশ্বর আমাদের পবিত্রতার তিলক লাগাবেন। তোমরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করো, বাবা, তুমি এসেছো, আমরা তোমার সুপুত্র সন্তান হয়ে, পবিত্র হয়ে তোমার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নেবো।

এখন সকলেরই অন্তিম সময়। পাপের হিসেব - নিকেশ শোধ করে পুণ্য জমা করতে হবে। তা বাবার স্মরণেই জমা হয়। যত তোমরা স্মরণ করতে থাকবে আর অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে থাকবে ততই খাতা জমা হবে। যত সেবা করবে ততই জমা হবে। এই জমা হতে হতেই রাজধানী তৈরী হয়ে যাবে। আট হলো মুখ্য রত্ন। এই আট রত্নের গয়নাও বানানো হয়। দেবীদের সাথে দেবতারও থাকবে, তাই না কিন্তু মায়াদের অধিকত্বের কারণে অধিকভাবে দেবীদের পূজা হয়। আচ্ছা, রাখী কে বাঁধে? শিববাবা স্বয়ং তোমাদের সামনে বসে আছে। তাই শিববাবা রাখীও বাঁধেন, তিলকও দেন আবার মুখও মিষ্টি করাবেন। এর অর্থ তোমরা ভবিষ্যতে সদা সুখী থাকবে। তোমরাও তো বাবাকে উপহার দাও? কোন উপহার দাও? তোমাদের নিজেদের সবকিছু। তাই বাবা বলেন - আমিও তোমাদের ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্ষা দিই, এ তো দেওয়া - নেওয়ার হিসেব। বাবা হলেন সওদাগর। তিনি কি নেন আর কি দেন? তারা ভাবে যে, আমরা ভগবানের নামে অর্থ দান করে থাকি, কেননা তারা জানে, ভগবান এর পরিবর্তে তাদের কিছু দেন। বাবা বলেন যে, ভক্তিমাৰ্গেও আমি তোমাদের দিয়ে থাকি। এখন আমি তোমাদের ডায়রেক্ট দিই। আমি তোমাদের কতো অবিনাশী রত্নের দান দিই। তোমরাও তা অন্যকে দান করো। তোমরা তো সকলেই ভাই - ভাই, তোমাদের এই বড় মা (ব্রহ্মা) রাখী বাঁধেন। বাবা তোমাদের তিলক দান করেন। এই মাতা - পিতা দুজনেই একসঙ্গে আছেন। মা রাখী বাঁধে আর বাবা তোমাদের তিলক দান করেন, তখন তোমরা রাজা - রানী হয়ে যাবে। তোমাদের প্রেম সেই পরমাত্মার সঙ্গে যিনি ভারতবাসীদের তিলক দান করতে এসেছেন। ভারতকে কে স্বর্গ বানিয়েছিলো? বাবা তো এসেছেন, তাই না? শ্রীকৃষ্ণ হলেন এক নম্বর রচনা এবং শিববাবা হলেন এক নম্বর রচয়িতা। তাই বাচ্চারা তোমাদের খুশীর পারদ নখ থেকে চুল পর্যন্ত থাকা চাই। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) মনের প্রেম একমাত্র বাবার সঙ্গেই রাখতে হবে, দেহধারীদের সঙ্গে নয় কেননা সর্ব সম্বন্ধী হলেন একমাত্র বাবা।

২) পড়ার সময় নিজের সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন পড়াতে দিতে হবে, ব্যর্থ কথার বর্ণন - চিন্তন করবে না। বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করবে না।

বরদান :-- নিজের শুভ চিন্তনের দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী করে সদা সহযোগী সন্তুষ্ট আত্মা ভব

যদি কোনো কারণে পরিবেশ উপর নীচে হয়, তখন সহযোগী আত্মাদের কাজ হলো বিচলিত না হয়ে পরিবেশকে শক্তিশালী করতে সহযোগী হওয়া। সদা সহযোগী অর্থাৎ সদা সন্তুষ্ট। এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নয়। কোনো সঙ্কল্প এলে ওপরে তাঁকে দিয়ে নিঃসঙ্কল্প হয়ে যাও। স্ব উল্লতি আর সেবার উল্লতির জন্য ব্যস্ত থাকো। শুভ ভাবনার দ্বারা যে শুভ সঙ্কল্প রাখবে, তা অবশ্যই পূরণ হবে আর তারজন্য অবস্থা যেন একরস হয় আর চিন্তন যেন শুভ হয়।

স্লোগান : - সবথেকে বড় ধনবান তিনিই, যার কাছে পবিত্রতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আছে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমরা কড়ি থেকে হীরে তুল্য হয়েছ, ঈশ্বরের কোলে স্থান প্রাপ্ত করা-ই হল হীরে তুল্য হওয়া, শ্রীমৎ তোমাদের হীরে তুল্য করে দেয়"

প্রশ্ন:- সত্যযুগে কেউ সিংহাসন প্রাপ্ত করে আর কেউ দাস-দাসী বা প্রজা পদ প্রাপ্ত করে, এর কারণ কি ?

উত্তর :- সত্যযুগে সিংহাসন তাদের প্রাপ্ত হয় যারা সঙ্গমে জ্ঞান সাগরের পড়াশোনা ভালোভাবে পড়ে এবং ধারণ করে, জ্ঞান রত্নের দান করে অনেককে নিজের মতন তৈরি করে আর যারা গাফিলতি করে, দেহ - অভিমানে এসে হাঙ্গামা করে, তারা প্রজা পদ প্রাপ্ত করে। পড়াশোনায় যারা একাগ্র নয় তারা দাস-দাসী হয় ।

ওম্ শান্তি। কড়ি থেকে হীরে তুল্য হওয়া হারানিধি, পুরুষার্থী বাচ্চারা এই কথা জানে যে মায়ার ঝড় আসে। বাচ্চারা কড়ি থেকে হীরে তুল্য হওয়ার পুরুষার্থ করে, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে না চলার দরুন আবার মায়ার ঝড়ে জ্যোতি নিভে যায়। এই নিয়েও গান আছে। বাচ্চারা এখন জেনেছে যে আমরা সেই পূজ্য দেবী- দেবতা ছিলাম। এই কথা আত্মা শোনে বেহদের অতি প্রিয় বাবার কাছে। তাঁরই এইরূপ মহিমা গায়ন করা হয়। তিনি হলেন উঁচু থেকেও উঁচু ভগবান। সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে ওঁনাকেই স্মরণ করা হয় কারণ এই দুনিয়ায় যথাযথভাবে দুঃখ - ই আছে। এমন নয় যে সব মানুষ-ই অবুঝ। তারা বোঝে প্রাচীন ভারত সর্বোচ্চ ছিল আর সব খন্ড বা ধর্ম ছিল না তাই ভারতকে প্রাচীন বলা হয়। এতখানি বুঝতে পারে কিন্তু সেসব কিভাবে হয়েছে, কবে হয়েছে ? ভারত আবার হীরে তুল্য কবে ও কিভাবে হবে - সে কথা জানেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছে আর যারা বিদেশে অর্থাৎ বাইরে সেন্টারে থাকে, তারাও শোনে। হীরে তুল্য করেন যিনি, সেই বেহদের বাবা বলেন - এ হল তোমাদের অন্তিম জন্ম যখন ভগবান বসে হীরে তুল্য করতে তোমাদের পড়াচ্ছেন, সুতরাং এমন বাবার কত সম্মান করা উচিত। সত্য পিতা, সত্য টিচার, সত্যগুরুর সম্মান করা হয়। বাবা বলেন বাচ্চাদের আমি-ই সুখ প্রদান করি। এই সময় বাচ্চারা তোমাদের সুখ প্রদান করার জন্যে আমি নিজের মত দিয়ে থাকি। ভগবান যে শ্রীমৎ দিয়েছিলেন সেসব মানুষরা গীতায় লিখেছে, কিন্তু সেসব যথার্থ নয়। এখন উনি তোমাদের উঁচু থেকে উঁচু হীরে তুল্য করছেন। স্বর্গে তো তোমরাই আসতে পারো তাইনা। যদিও সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মারা হল বাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তাইনা। এইসময় শিববাবার নাতি হল তোমরা। তারপরে প্রপৌত্র হও । বৃদ্ধি তো হয় তাইনা। বাস্তবে আমি হলাম পিতা রূপে সকলের রচয়িতা। জিপ্তোস করে কিনা তোমাদের কে জন্ম দিয়েছে ? তখন তারা উত্তর দেয় আল্লাহ বা খোদা জন্ম দিয়েছেন। এই কথা তো বুঝতে পারে কিন্তু কিভাবে জন্ম দিয়েছেন, কিভাবে এত বৃদ্ধি হয় - সেসব জানেনা। এইসব তো তোমরা জানো যে সত্যযুগে রচনা সংখ্যায় অনেক কম থাকে। নিশ্চয়ই রচয়িতা আছেন যিনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন। নতুন দুনিয়ায় দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করান অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ার বিনাশও করান নিশ্চয়ই - এই কথা কেউ জানেনা। অসংখ্য বই পত্র শাস্ত্র ইত্যাদি লেখা হয়েছে। তারা বোঝে যে এইসব দর্শন শাস্ত্র। ফিলোসফি বা দর্শন জ্ঞানকে বলা হয়। কিন্তু সেসব কেউ জানেনা জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা। তোমরা ঐর দ্বারা নলেজ প্রাপ্ত করে হীরে তুল্য হও। ঈশ্বরের কোলে স্থান প্রাপ্ত করা-ই হল হীরে তুল্য জন্ম লাভ করা। হীরে তুল্য

করেন যিনি আমাদের পিতা , তিনি হীরে তুল্য করছেন। ওঁনার কাছে সমর্পণের গায়ন আছে। সত্যযুগে সমর্পণের কোনো কথা নেই। সেখানে তো এইরূপ সঙ্কল্পও থাকেনা।

তোমরা এখন জানো আমরা এখন না শূদ্র, না দেবতা। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। তোমাদেরকে স্ব দর্শন চক্রধারী বলা হয়। এখানে তোমরা স্ব দর্শন চক্রধারী হয়ে বিষ্ণু কুলে গিয়ে রাজস্ব করবে। তোমাদের এখানেই স্ব দর্শন চক্রধারী, পদ্ম ফুলের মতন হতে হবে। এখানে হল পুরুষার্থ, সেখানে হল প্রালঙ্কা। এমন কথা দুনিয়ায় কেউ জানেনা। বাবা বলেন - মায়া তোমাদের তুচ্ছ বুদ্ধি করেছে। তোমরা হীরে তুল্য দেবী-দেবতা ছিলে। প্রথমে তোমরা জানতে না। দুনিয়ায় অনেক মত আছে - কেউ একরকম বলে, অন্য কেউ অন্য রকম। কেউ বলে মানুষ মরে আবার নতুন জন্ম নেয়। কেউ বলে যেমন সঙ্কল্প রচনা করবে তেমন স্বরূপে পরিণত হবে। অনেক রকমের মতামতের মানুষ আছে। তোমরা হলে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে যারা। শ্রীমৎ দ্বারা তোমাদেরও শ্রেষ্ঠ মত তৈরি হয়। তোমরা-ই জানবে, সবাই তো আর জানবেনা। সে যতই কেউ লক্ষপতি হোক বা পদ্মপতি কিন্তু এই জ্ঞানে আসা খুবই কঠিন। কোটিতে কেউ একজনই আসে কারণ ধনীদেব ঝামেলা বেশি থাকে। ড্রামায় এমন টাই নির্দিষ্ট আছে যে গরীব আসবে ঈশ্বরের কোলে। এই রথটি তো ওঁনার তাইনা ! বাপদাদা দুইজনেই একত্রে আছেন - এই কথা তো তোমরা বোঝো। নিরাকার ভগবানের নিজস্ব শরীর নেই তাই শরীরের লোন নিতে হয়, তবেইতো ভগবানুবাচ হবে তাইনা। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ হতে পারেনা। তাঁর পরিচয় অবিলম্বে সবাই জেনে যায়। ইনি হলেন নিরাকার, তাই এনার পরিচয় কারো জানা নেই। আজকাল অনেক মানুষ বেশ পরিবর্তন করে কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে। টাকা উপার্জন করে। সবাই মায়ার অনুরাগী হয়েছে। এখন তোমরা হয়েছে ঈশ্বরের অনুরাগী। কেউ তো ১০০% ঈশ্বরের অনুরাগী হয়, তাঁর শরণে আশ্রয় নেয়। বাকি সবাই মায়া রাবণের শরণে বশীভূত। বাবা বুঝিয়েছেন যে বিশেষভাবে ভারতবাসীরা সবাই শোক বাটিকায় আছে। সম্পূর্ণ দুনিয়াটা হল রাবণের লঙ্কা। তারা তো শাস্ত্রে হদের কথা (দেহ ও দেহের দুনিয়ার কথা) লিখে দিয়েছে। বেহদের বাবা(আত্মার পিতা) বেহদের কথা বলছেন। তোমরা জানো যে এখন আমরা ঈশ্বরীয় কোলে স্থান পেয়েছি। তারপরে আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক দেবী-দেবতা হব। সেখানে তো মায়া থাকেনা। সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী বিত্তশালী হয়। তারপরে যখন বৈশ্যবংশী হয় তখন হীরে জহরতের মন্দির নির্মাণ করে। সর্বপ্রথমে যে হীরে জহরতের মন্দির নির্মাণ করে তারা এমন মহলে থাকে তাই গায়ন আছে ভারত হীরে তুল্য ছিল। এখন হয়েছে কড়ি তুল্য। এইটি হল-ই পতিত দুনিয়া। ভারত-ই সত্যখন্ড পবিত্র ছিল। ভারত-ই এখন পতিত খণ্ডে পরিণত হয়েছে, ভারতকে এখন আমরা পবিত্র বলবনা। এখন আমরা পবিত্র হচ্ছি। সেখানে তো আছেই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। কৃষ্ণের কত বিশাল মহিমা আছে ! তাঁর ঝুলন উৎসব পালন হয় কিন্তু তাঁর বায়োগ্রাফি জানা নেই।

তোমরা জানো এখন হল কলিযুগ। ভারত সত্যযুগ ছিল। সঠিক ভাবে ভারতবাসীদের ৮৪ জন্ম হয়। তোমরা যখন ভালোভাবে বোঝাও তখন তারা বুঝতে পারে। এই ঈশ্বরীয় কোলে স্থান পেয়ে ভারত হীরে তুল্য হয়। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা। প্রজাকেও হীরে তুল্য বলা হবে। এখন যথা রাজা রানী তথা প্রজা সবাই হল কড়ি তুল্য। এখন হীরে তুল্য করেন বাবা, তিনি এসেছেন সুতরাং সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। হীরে তুল্য করেন বাবা, তাঁর সঙ্গেই সম্পূর্ণ যোগ যুক্ত হতে হবে। তোমরা জানো শিববাবার কাছে আমরা বৈকুণ্ঠের মালিক হই। পড়াশোনার উপরে সবকিছু নির্ভর করছে। পড়াশোনায় মনোযোগ সবার হওয়া উচিত তাইনা। সংসারে কাজকর্ম করে এমনটাই ভাবতে হবে যে

আমরা হলাম গড ফাদারের স্টুডেন্ট। আমাদের পড়াশোনা খুবই সহজ। এক সেকেন্ডের জন্যে হলেও নিশ্চয়ই এসে শুনতে হবে। পয়েন্টস এতখানি ভালো ভালো থাকে যে যেকোনো সময় হঠাৎ মুরলীর কথা বুদ্ধিতে ঢুকে যায় তাই মুরলী যেমন করেই হোক অবশ্যই শুনতে হবে। যদি শোনা সম্ভব নয় তাহলে পড়া টা পড়তেই হবে। ব্যবস্থা হয়ে যায়। সর্বপ্রথমে এক সপ্তাহ ভালো ভাবে বুঝতে হবে তারপরে নতুন পয়েন্ট বুঝবার জন্যে অবশ্যই পড়তেও হবে। বাবা পড়াতে থাকেন। পয়েন্টস বেরোতে থাকে। বোর্ডে লিখতেও পারো যে ভাইরা এবং বোনেরা, এসো, তোমাদের সবাইকে এই সহজ জ্ঞান ও সহজ রাজ যোগের দ্বারা হীরে তুল্য করি। তোমাদের কাছে তো চিত্র ইত্যাদি সবই আছে। সেসবের আধারে বোঝানো খুবই সহজ। যেমন ছোট বাচ্চাদের খেলনা দিয়ে বোঝানো হয়, পড়ানো হয় - এইটি হাতি, এমন এমন করে, এই হল উঁট। মানুষও পরমাত্মার ঠিকানা জানে না, আর না-ই জানে যে উনি কি করেন। ঊঁনার কর্তব্য না জানলে কি আর গুরুত্ব আছে? অতএব চিত্রের দ্বারা বোঝাতে হবে - ইনি হলেন পরম পিতা পরমাত্মা শিব, ইনি হীরে তুল্য করেন, এনার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মা দ্বারা। ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের শিববাবা পড়া করিয়ে এমন দেবী-দেবতায় পরিণত করেন। আমাদের উনি পড়িয়েছেন তবেইতো আমরা বোঝাতে পারছি তাইনা। পূর্বে এইসব জানা ছিলনা যে পরম পিতা পরমাত্মা এসে পড়ান। বোঝানো তো খুবই সহজ যে ভারত হীরে তুল্য ছিল, এখন কড়ি তুল্য হয়েছে। তাহলে কড়ি র পিছনে কেন হয়রান হও? এইসব ধন সম্পদ ইত্যাদি মাটিতে মিশে যাবে। এখন তোমরা সত্যখণ্ডের জন্যে প্রকৃত উপার্জন করো। সম্পূর্ণ উপার্জন না করার দরুন একেবারেই সাধারণ প্রজায় চলে যায়। প্রজার দাস হয়। বাবার আপন হয়ে বাবাকে ত্যাগ করে। তাই বাবা বোঝান যে বাচ্চারা ঘরে মুরলী আনিয়ে পড়তে পারো। মুরলী পাবেই। যেখানেই থাকো তোমাদের পড়া করতেই হবে। পড়ো আর পড়াও। বিদেশে থেকেও তোমরা সার্ভিস করতে পারো। পিতার পরিচয় দিতে হবে। প্রভাব তো অন্ত সময়েই দেখা যাবে। বুঝবে যে সঠিকভাবে প্রাচীন ভারত হেভেন ছিল। এখান থেকে কত ধন লুটে নিয়ে গেছে!

সত্যযুগে চৈতন্য অবস্থায় তোমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক হও, অর্থাৎ রাজত্ব কর। তারপরে ভক্তিমার্গে জড় চিত্র গুলি একটি কুঠিতে বন্ধ করে রাখো, স্মরণিকা তৈরি করে রাখো। পূজার জিনিষও চাই তাইনা। এখন তোমরা সবকিছু জেনেছ যে আমরা সবাই পূজনীয় ছিলাম, এখন পূজারী হয়েছে। পূজা থেকে পূজারী হতে আমাদের কত সময় লাগে? মন্দির কিভাবে নির্মাণ হয়? আমরা-ই তো মন্দির নির্মাণ করেছি। আমরা নিজেদের জড় চিত্র তৈরি করে নিজের পূজা আরম্ভ করি। কতখানি ওয়ান্ডারফুল কথা। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এবারে কোনো গাফিলতি কোরোনা। দেহী-অভিমানী হলেই তোমরা হীরে তুল্য হবে। দেহ-অভিমান যেন না থাকে। দেহ-অভিমানে এসে অনেক ঝামেলা করে ফলে নিজের এবং অন্যের সর্বনাশ করে। একমাত্র জ্ঞানের সাগরের কাছে পড়াশোনা করে কেউ সিংহাসনে বসে আর কেউ দাস-দাসী হয়। দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের বাদশাহ ছিলেন। তাঁদের কত মহিমা করা হয়, পূজা হয়, মন্দির নির্মাণ হয়। এখন তোমরা জানো যে আমরা আবার সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের স্বরূপ ধারণ করছি। তারপরে সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশীতে আসব। রাজত্ব প্রাপ্তি হল অনেক উঁচু পদমর্যাদা। এমন পুরুষার্থ করতে এবং করাতে হবে। যদি করাতে জানো না তাহলে তো পুরুষার্থ করা শেখো নি। নিজ সমান পরিণত না করতে পারলে রাজা-রানী হতে পারবেনা। অবিদ্যার জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে। এই নেশা খুব কম জনের-ই থাকে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকলে খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। মাঝা বাবাকে দেখা কত স্মরণ করেন। বাবার করুণা হয় যে এই কন্যা রূপী আস্সা এত কষ্ট তাকে কিভাবে রক্ষা করা যায়? আশ্রয় দানে কত হাস্যামা।

সর্বশক্তিমান শিববাবা দ্বারা ভারতকে হীরে তুল্য করার লটারি প্রাপ্ত হয়। এখানে তোমরা সম্মুখে থাকো, ভালো লাগে। বাবা ডোজ দিতে থাকেন। বাচ্চাদেরকে প্রতি কদমে শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সুখ দাতা পিতা, শিক্ষক, সদগুরু রিগার্ড বা সম্মান করতে হবে। ঔনার মতে চলা-ই হল ঔনার সম্মান করা।

২) ঘর সংসারে কাজকর্ম করে নিজেকে গড় ফাদারের স্টুডেন্ট ভাবতে হবে। পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, মুরলী মিস করবেনা। সত্যথ্যের জন্যে প্রকৃত উপার্জন করতে হবে।

বরদান : - স্মরণ ও সেবার ব্যালাক্স দ্বারা সর্বজনের রেসিংস প্রাপ্তকারী সফলতামূর্ত ভব

ব্যাখ্যা: যে বাচ্চারা স্মরণে থেকে সেবা করে তাদের পরিশ্রম কম ও অধিক সফলতা প্রাপ্ত হয় কারণ দুইয়ের ব্যালাক্স রাখলে রেসিংস প্রাপ্ত হয়। স্মরণে থেকে যে আত্মাদের সেবা করা হয় তাদের মন থেকে বাঃ শ্রেষ্ঠ আত্মা, বাঃ আমার জীবন পরিবর্তনকারী আত্মা ... এইরূপ বাঃ বাঃ - এর আশীর্বাদ বের হয়। যারা এমন আশীর্বাদ সর্বদা প্রাপ্ত করে তাদের পরিশ্রম ছাড়া ন্যাচারাল খুশীর অনুভূতি হয় এবং সহজভাবে এগিয়ে যাওয়ার সফলতা অনুভব হয়।

স্লোগান : - যাদের জীবনে শীতলতা আছে তারা অন্যের দহনশীল চিতে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারে ।

২৯-০৮-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - আগামী ২১-জন্মের জন্য পুণ্যের খাতা ভরতে হবে, যোগবলের সাহায্যে পাপের খাতাকে ভগ্ন করার লক্ষ্যে অন্তর্মুখী হও"

প্রশ্ন :- কোন শ্রীমৎ পালন করলে নির্বাক দুনিয়ায় পৌঁছাবার পুরুষার্থে সহজ হয় ?

উত্তর :- শ্রীমৎ বলে - বাচ্চারা, অন্তর্মুখী হও। কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। এই শ্রীমৎ-কে পালন করলে সহজেই নির্বাকধামে পৌঁছতে পারবে। যত বেশী করে স্মরণের যোগ করবে, যত বেশী স্বদর্শন চক্রে ঘোরাবে, তোমাদের পুণ্যার্জন ততই জমা হতে থাকবে। স্মরণের যোগ-এর উপযুক্ত সময় অমৃতবেলা। সেই সময়ে উঠে অন্তর্মুখী হয়ে আত্ম-স্বরূপ স্থিতিতে বসতে হবে।

গীত :- রাত্রি ব্যর্থ করেছে ঘুমিয়ে,
দিন বিফল করেছে থেয়ে।
হীরে জন্ম ছিল অমূল্য,
কানা-কড়িতে এখন মূল্য।।

ওঁম্ শান্তি! কে বোঝাচ্ছেন যে অন্তর্মুখী হও, শব্দ করে কিছুই বলার প্রয়োজন নেই, নিজে আত্ম-স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত হয়ে বসো ? -- বাবা বাচ্চাদের বলছেন মুখ দ্বারা কিছুই না বলতে। এতদিন তো রাম-রাম ইত্যাদি অনেক কিছুই বলে আসছে, কিন্তু এসব বললে মানুষ পবিত্র হয় না। একমাত্র তখনই পবিত্র হতে পারে, যদি সে পতিত-পাবন বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারে। পতিত-পাবন বললেই বাবাকে স্মরণে আসে। বাবা বলছেন-বাচ্চারা, এতদিন তোমরা পতিত ছিলে, এখন পবিত্র হতে চলেছো। সত্যযুগে কেউ পতিত থাকে না। গত ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে এই ভারত ভূ-খণ্ডই পবিত্র ছিল, তখন এখানে একটি মাত্র ধর্ম ছিল। যেহেতু সৃষ্টি-জগতে বাবা তো কেবল সুখের দুনিয়ারই রচনা করেন। এই ভারতই ছিল সেই সুখধাম। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের, ত্রেতাতে রাম-সীতার রাজত্ব ছিল -যার সাক্ষী মন্দিরগুলি। এই ভারত সেই ভারত একদা যেখানে সূর্য-বংশীদের ও চন্দ্র-বংশীদের রাজত্ব চলতো। যা আবার পুনঃ-স্থাপন হতে চলেছে। একেই বলা হয় ওর্যান্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী। সাধারণ মানুষেরা যা জানেই না। আর যে মানুষেরা সাধারণ কথাটাও জানে না, তাদেরকে পশুরও অধম বলা হয়। বাবাকে জানার জন্য তাদের কতই না ঠেলা-ধাক্কা খেতে হয়, কিন্তু তবুও তা জানতে পারে না। যেহেতু তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছো, তাই বাবা স্বয়ং ওঁনার পরিচয় নিজেই দিচ্ছেন। যখন পরিচয় জানা ছিল না, তখন কি অবস্থায় ছিলে ? হয় অনাথ, না হলে নাস্তিক, অথবা ভবঘুরে এমনই অবস্থায় ছিলে। কিন্তু এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছো, আর বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষাও পাচ্ছে তোমরা। এ এক বিশাল প্রাপ্তি, যার ফলে আগামী ২১ জন্মের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের রাজধানীর অধিকার পাওয়া যায়। যা কোনও সাধারণ ব্যাপার নয়। ৫-হাজার বর্ষ হয়ে গেছে, লক্ষ্মী-নারায়ণ যখন রাজত্ব করেছিল, সেই ইতিহাসই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে আবার।

বাবা এবার বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - "তোমরা কেবল আমার শ্রীমৎ অনুসারেই চলবে অন্তর্মুখী হয়ে, বাহিরমুখী হয়ো না যেন। বর্তমান সময়টা কলিযুগের অন্তিম লগ্ন অর্থাৎ ঘোর তমসাস্থানে আবৃত, যা (কল্পের) রাত। এর পরেই প্রভাত আসন্ন। সত্যযুগকে তাই বলা হয় উজ্জ্বল প্রভাতের আলো। এই

দুয়ের সঙ্গমযুগেই আমার উপস্থিতি, যখন সকল মনুষ্যই একেবারেই পতিত অবস্থায় পৌঁছায়। আমার আসার উদ্দেশ্যই হলো, বাচ্চাদেরকে সদাকালের সুখের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা দেবার লক্ষ্যে। বিনাশ যে এখন দোরগোড়ায়। অনেক সময় অপচয় হয়েছে, অতএব এখন তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করে অসীম বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা নিতে থাকো, যেমন অন্যেরাও তা নিচ্ছে। তোমরা সবাই পুরুষার্থী। এবার সবারই যাবার পালা নির্বাকধাম, সুইটহোমে। আত্মাতের প্রকৃত ঘর, নির্বাকধাম। যেখানে কেউ একা থাকে না, যত জীবাত্মা সবাই থাকে। সবাইকে এই স্থূল শরীর ত্যাগ করেই যেতে হয় সেই প্রকৃত বাবার কাছে। সেখানেই রয়েছে নিরাকারী সৃষ্টিকর্ষী কল্প-বৃক্ষ। চিত্রে তা দেখানো আছে। ওটাই আত্মাদের প্রকৃত ঘর-শান্তিধাম। ওখান থেকে তোমারা যাবে সুখধামে। এইভাবে বি.কে.-দের ৮৪-জন্মচক্র পুরো হয়।" সৃষ্টি-চক্র অনুসারে কলির পরেই আসে সত্যযুগ। যেমন দ্বাপরের পরে আসে কলিযুগ। বাবা আরও বলছেন- "আমি কল্পে-কল্পে, প্রতি কল্পেরই সঙ্গমযুগে এখানে আসি, পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ করাতে। কিন্তু, যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন দুনিয়ার স্থাপন হয়, ততক্ষণ এই পুরোনো দুনিয়াতেই থাকতে হয় আমাকে। যেমন, লোকেদের নতুন ঘর-দুয়ার তৈরী না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো বাড়ীতেই থাকতে হয়। নতুন বাড়ী বানানো হয়ে গেলে তারপর পুরোনো বাড়ীকে ভেঙ্গে দেয়। তেমনি এই দুনিয়াও এখন একটা অতি পুরোনো বস্তুর মতন। এর বিনাশের নিমিত্তেই ঘটে থাকে, মহাভারতের সেই ভীষণ লড়াই।"

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন- আত্মাই সবকিছু বুঝতে পারে। এই আত্মাই জাগতিক জ্ঞান শেখে। এই আত্মাই বলে, আমি প্রিন্সিপ্যাল, আমি সার্জেন ডাক্তার, অমুক অমুক ইত্যাদি। কিন্তু আত্মার নিজের প্রকৃত জ্ঞানটুকু না থাকার কারণে দেহ-অভিमानে চলে আসে। সংস্কারও আত্মার সাথেই থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারছো, শিববাবা স্বয়ং তোমাদের এসব বোঝাচ্ছেন। আত্মাদের এই পুরোনো শরীর ছেড়ে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। শ্যাম থেকে সুন্দর হতে হবে। যদিও কল্প-চক্রে পরে আবারও সুন্দর থেকে শ্যাম হতে হয়। অবশ্য তা হতে সময় লাগে ৮৪-জন্ম। সেই অবস্থায় এলে আবার বাবা আত্মাদেরকে কাম-বিকারের চিতা থেকে বের করে এনে জ্ঞানের চিতায় বসিয়ে স্বর্ণযুগ অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যের মালিক করে গড়ে তোলেন। যেহেতু ইনি অসীম বেহদের বাবা, তাই ইনি কেবল অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সাই দিয়ে থাকেন। একমাত্র এই বাবাই হলেন, উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের অর্থাৎ সর্বোচ্চ। উনি নিজেও তাই বলেন- "বাচ্চাদের জন্য আমি বৈকুণ্ঠের উপহার এনেছি। হাতে করে স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্বও নিয়ে এসেছি। সেক্ষেত্রেই তোমাদের তা সাক্ষ্যাৎ হতে পারে।" এখানে তোমরা কত অধিক সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা রয়েছে। তারা অবশ্যই ব্রহ্মার বাচ্চা আর শিববাবার নাতি-পুতি। তোমরা নিজেরাও তাই বলো, একমাত্র তোমরাই সরাসরি শিববাবার উত্তরাধিকারীর অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। যিনি সবারই সদগতিদাতা। যিনি স্বয়ং তোমাদেরকে রাজযোগ শেখান। কিন্তু, যিনি নিরাকার, তিনি আবার তা শেখাবেন কি প্রকারে ? কারও ইন্দ্রিয় দ্বারাই সে পাঠ পড়াতে হয়। ইনিই সৃষ্টি-চক্রের সমস্ত জ্ঞান শোনান। আর এইসব মহিমা একমাত্র তারই আছে, তাই ওনাকে পরম আত্মা সুপ্রীম্ সোল বলা হয়। একমাত্র উনিই যেহেতু জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন তাই অবশ্যই আসতে হয় ওনাকে। বাচ্চাদেরকে তিনিই পবিত্র মাস্টার সুপ্রীম্ করে গড়ে তোলেন। তিনিই হলেন সেই অসীম-বেহদের বাবা, যাকে আহ্বান করে ডাকতে থাকে ভক্তরা। সব ভক্তদেরই ভগবান এই বাবা - যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। সেখানে ওনাকেই যদি সর্বব্যাপী বলা হয়, তবে ওনার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা আর পাবে কোথেকে ? কোনও দেহধারী মানুষকে তো আর ভগবান বলা যায় না। কৃষ্ণকেও দেবগুণধারী মনুষ্য বলা হয়। এই কৃষ্ণই হলেন

স্বর্গ-রাজ্যের প্রথম রাজকুমার। তাই তো সকলেই ওনাকে দোলনায় দোল খাওয়ায়। শিববাবাকে কখনও দোল খাওয়াতে হয় না। উনি কখনই শিশু হন না। শিববাবা এসবের সাক্ষাৎকার করান তোমাদের বোঝাবার জন্য - তার (কৃষ্ণের) মতন তোমরাও তো আমারই বাচ্চা, আমাকে আপন করে নিলে তোমরাও তেমন ওয়ারিশন হতে পারো। সমর্পিত এমন হতে যেন পূর্ণ-সমর্পণ। তবে বাবাও বাচ্চা রূপে তোমার প্রতি সমর্পিত হবে।

মানুষের মধ্যে এতই অন্ধশ্রদ্ধা, তারা যেখানে সেখানে মাথা ঠুকে প্রণাম করে- পূজা-অর্চনা যেন বাচ্চাদের এক পুতুল খেলা। নবরাত্রিতে এমন কত পুতুল তৈরী করা হয়। অথচ তাদের সংস্কার, গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই লোকেদের। ৪ বা ৬ হাতের এমন কোনও দেবী মোটেই হয় না। তার উপরে তাদের হাতে তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্রও দেখানো হয়। কিন্তু দৈব-গুণধারী দেবতার হিংসক হতে যাবে কেন। অষ্টানী শাস্ত্রকারেরাই দেবতাদের এমন হিংসক রূপ দেখিয়েছে। নেপালেও কালী পূজা হয়। কিন্তু তা তো তেমনটি হয় না মোটেই। তোমাদের মাস্তমার কি এমন কালীর মতন লম্বা জিভ - তা তো নয়। মানুষ তো মানুষের মতনই হবে। আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা তো সূক্ষ্মবতনের অধিবাসী। এছাড়া আর অন্য কিছু ব্যাপারই নেই। সেখানে ৮ বা ১০-হাতের ব্যাপার আসেই বা কোথেকে! এসবই ভক্তি-মার্গের অলংকার। পয়সা উপার্জনের ফন্দি-ফিকির। এর উপরে আবার অষ্টানী চিত্রকারেরা নিজেদের ইচ্ছামতন নানা প্রকারের চিত্রও বানায়। এক মন্দিরে দেখবে খুব সুন্দর সৌম্য-শুভ্র কৃষ্ণকে, আবার অন্য মন্দিরে দেখবে কালো-কুংসিত কদাকার কৃষ্ণকে। কিন্তু এমনটা হবার কারণ কি ? একেই বলে অন্ধশ্রদ্ধার চূড়ান্ত পর্যায়। এরপরেই হয় ভক্তি-মার্গের শেষে জ্ঞান-মার্গ জিন্দাবাদ। আর খুব কম সময়ই অবশিষ্ট আছে, তখন সবাইকেই মরতে হবে। পুত্র, নাতি-পুতি কেউ-ই আর ওয়ারিশন থাকবে না তখন। সেখানে (শান্তিধামে) যাবার পর এই জ্ঞান আর স্মরণে থাকবে না তোমাদের। একমাত্র বর্তমানের এই সঙ্গম সময়েই রাজ্য-ভাগ্য গড়ার জন্য এই পুরুষার্থ। যেহেতু সেখানকার নতুন সৃষ্টি-জগৎ হবে সম্পূর্ণ পবিত্র। বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই তা জানো যে, প্রতি কল্পের মতন তোমরা বি.কে.-রাই হওআসেই রাজধানীর অধিকারী। সেখানে তো একথাও মনে থাকবে না, কে কেমন কর্ম-কর্তব্য করেছিলে, কে কি ছিলে - এসব কিছুই তখন ভুলে যায়। সেখানে এমন কোনও পতিত-পাপী থাকে না যে, পবিত্র পুণ্যবান হবার জন্য গুরু-গোঁসাইয়ের প্রয়োজন পরবে। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের পা ধুয়ে পরিস্কার করে আসনে বসান। গুরুর প্রয়োজন তো কেবল সদগতির জন্য। সেখানকার আত্মারা তখন সবাই সদগতি প্রাপ্তকারী আত্মা। তাই তাদের আর গুরুর প্রয়োজনই নেই। তাই বাবা বলছেন- নিজেদের আত্মা স্বরূপ ভাবো, মোটেই যেন দেহ-অভিমাণে থেকো না। আমিও আত্মা কিন্তু এখন ডাক্তার-স্বরূপে, আমি আত্মা এখন ম্যাজিস্ট্রেট-স্বরূপে, কিন্তু এই শরীর ত্যাগের পর, কেউই জানে না এরপরে সে কি হবে ? আমি আত্মাবএই শরীরের সাহায্যে পঠন-পাঠন করি। আত্মা তার ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে পড়াশুনা করে। আত্মাই সবকিছু শুনতে পায়- এটাই মুখ্য বোঝার ব্যাপার, এ কোনও বানানো গল্প নয়।

এবার বাবা জানাচ্ছেন, পুরো দুনিয়াটাই কবরস্থানে পরিণত হতে যাচ্ছে। এবার অন্ততঃ তোমাদের তোমাদের তেমন ভাবে জেগে ওঠা উচিত। তা না হলে খড়ের-গাঁদায় আগুন লাগার মতন আগুন ছড়িয়ে পড়লে, সে সময় কেবল হয়-হয় করতেই হবে। কেউ কিছু করতে পারবে না তখন। কালের করাল গ্রাসে সবই ভল্ল হবে। তখন কেবল দেখবে আর গ্রাহি-গ্রাহি করতে থাকবে। খুব কঠিন সাজাও পেতে হবে তখন। অতএব এখনই সেই পাপের খাতার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে, পুণ্যের খাতার

জন্য পুণ্য অর্জন করতে হবে। যা নতুন করে আগামী ২১-জন্মের জন্য জন্ম হবে। আর তা জন্ম হবে সেভাবে বাবাকে স্মরণ করতে পারলে। তার আগে দরকার পুরোনো খাতার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেওয়া। বাস্তবে এই জ্ঞান অতি সহজ ও সরল। রোজই তুমি তা উপার্জন করতে পারো। যে যত বেশী স্মরণ করতে পারবে, যত বেশী স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে পারবে, অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সে তত বেশী পুণ্য উপার্জন করতে পারবে। সেখানে কোনও গোনা-গুনতির ব্যাপারই নেই। এখানে এখন কুঁড়ে-ঘরে বসে আছো, এরপরেই সেই বিশাল অউলিকায় বসবে। তফাৎ তো হবেই - কোথায় কুঁড়ে-ঘর আর কোথায় বিশাল অউলিকা। ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন হলেই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হবে। যা বর্তমান সময়ের কথা। অর্থাৎ রাজধানী স্থাপনা হয়ে গেলেই, বিনাশও শুরু হয়ে যাবে -

ততক্ষণ পর্যন্ত যে যতটা পুরুষার্থ করতে পারলে তো পারলে। অতএব এখন আর পুরুষার্থে গাফিলতি করা উচিত নয় মোটেই। খুব ভোরে উঠে স্মরণের যোগে বসা উচিত। স্মরণের চার্ট রেখে সেই হিসেব দেখলে, নিজেই নিজেকে যত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ততই উচ্চ-পদ লাভ করতে পারবে। তেমন হতে পারলে শিববার গলার হারও হতে পারে তুমি। এর জন্য তোমাকে তোমার নিজের মনের আয়নাতে নিজেকে দেখতে হবে-তুমি কি তেমন যোগ্য হতে পেরেছো - লক্ষ্মী-নারায়ণের উপযুক্ত। মাশ্বা-বাবার মতন মন-প্রাণ দিয়ে কি সেবা করছো ? ফুল তো অনেক প্রকারই হয়। এখানেও তেমনি এটা একটা মনুষ্য-ফুলের বাগান - যেখানে মালি স্বয়ং বাবা। উদাহরণ দিয়ে বাবা বলবেন- একবার দেখো, কুমারকা, মনোহর এরা কত সুন্দর ফুল। ঠিক যেন 'রতন-জ্যোতি' ফুল। (রূপে, রঙে, গন্ধে, জ্যোতিতে, ঔষধি গুণে ভরপুর-কাস্মীর অঞ্চলের ফুল) বাবা একবার এই বাগানে এসে দেখেন, আর একবার ঐ বাগানের ফুলগুলিকে দেখেন। এই মালী যেমন তার বাগানের ফুলগুলিকে পরীক্ষা ও পরিচর্যা করেন, তেমনি বাচ্চাদেরও উচিত বাবাকে অনুসরণ করা। যারা নম্বর ওয়ান, নম্বর টু -তাদের মতনই তো হওয়া উচিত। এ যে আগামী ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্যের প্রাপ্তি, যা মোটেই কোনও সাধারণ ব্যাপার নয়। যেখানে কেবলই সুখের প্রাচুর্য। সমগ্র বিশ্বের মালিক হবার হবার স্কুল এটা। এখানে জাগতিক পড়ালেখার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনও হয়। এমন স্কুলের টিচারদের আচার-আচরণ সর্বদা খুব সুন্দর ব্যবহারযুক্ত ও সৎ প্রকৃতির হয়। এই স্কুলে কোনও প্রকারের অন্ধ-শ্রদ্ধার ব্যাপার নেই। এখানে যেমন ব্যারিস্টার পড়েন, তেমনি আবার ইঞ্জিনিয়ারও পড়েন। তোমরা এখানকার এই পাঠ পড়ছো রাজাদেরও রাজা হবার জন্য।

সন্ন্যাসীরা বলে থাকে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তবে তো সেখানেই সবকিছুর সমাপ্তি হয়ে যেত। অথচ, অসীম-বেহদের বাবা বোঝান- বাচ্চারা, তোমাদের এই অস্তিম জন্মে পবিত্র থেকো। তবেই তোমরা অনেক বেশী সেবা করতে পারবে। এখানেও স্কুলগুলির জন্য এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে। যা গডলী এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। তোমরা বি.কে.-রা হলে রাজস্বমি। জাগতিক ঋষিরা তো নিজেদের ঘর-পরিবার ত্যাগ করে। কিন্তু তোমরা ঘর-সংসারে থেকেই সমগ্র দুনিকেই ত্যাগ করে দাও। যেহেতু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, নতুন দুনিয়ার রচনা চলছে, আর তা বাবা নিজেই ওনার বাচ্চাদেরকে বানিয়ে দিচ্ছেন। এই কারণেই বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা লাগাতার আমাকে স্মরণ করতে থাকো, অতি শীঘ্রই বর্তমানের পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হতে চলেছে। এই যে এত অনেকগুলি আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় কলেজ ও হাসপাতাল আছে, এর দ্বারাই তোমরা এভার-হেন্দী, এভার-ওয়েন্দী হতে পারবে। এমন হাসপাতাল অথবা কলেজ তোমরা সর্বত্রই ঘরে-ঘরে খুলতে পারো। এতে খরচ কিছুই লাগে না। পরিসর কেবলমাত্র তিন বর্গ-ফুট হলেই চলবে। আচ্ছা!

মাতা-পিতা, বাপদাদার মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) খুব ভোরে উঠে স্মরণের যোগে বসতে হবে অবশ্যই। এতে কোনও প্রকারের গাফিলতি করা চলবে না। পুণ্যের খাতায় পুণ্য অর্জন করতেই হবে।

২) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুদ্ধিতে রেখে সুন্দর আচার-আচরণ ধারণ করতে হবে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন অবশ্যই করতে হবে রোজ। অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- নির্লিপ্ত থেকেও প্রিয় - এই বিশেষত্বের দ্বারা বাবার প্রিয় হয়ে নিরন্তর যোগী ভব

বিস্তার :- আমি বাবার কত স্নেহের পাত্র - তার হিসেব হয় নিজে কতটা নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকতে পারি। যদি তুমি কিছুটা স্বতন্ত্র হও, বাকীটা অন্যদিকে যুক্ত থাকে, তবে স্নেহের পাত্রও ততটাই হবে। যে সদা বাবার স্নেহের পাত্র হয়, তার লক্ষণ হবে স্বতঃপ্রবৃত্ত স্মরণের যোগ। যা প্রিয় তা হয় স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং নিরন্তর স্মরণেও থাকে। আর বাবা তো কল্প-কল্পের প্রিয়। এমন প্রিয়-বাবাকে কি ভুলে থাকা যায়! একমাত্র সেই সময়ে বাবাকে ভুলতে পারো, যখন বাবার থেকেও অধিক কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে যদি প্রিয় ভাবে শুরু করো। কিন্তু যদি সদাকালই বাবাকে প্রিয় ভাবো, তখনই তুমি হয়ে যাবে নিরন্তর যোগী।

স্লোগান :- যে নিজের নাম-মান আর মর্যাদা ত্যাগ করে বেহদের সেবায় ব্যস্ত থাকে, সে প্রকৃত পরোপকারী।

"মিষ্টি বাচ্চারা - কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতিকে স্মৃতিতে রেখে এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও পাপ কর্ম কোরো না, দান করলেই (বিকার দান) গ্রহণ থেকে মুক্ত হবে"

প্রশ্ন :- কিসের আধারে ব্রহ্মা বাবার অনুসরণকারী বাচ্চারা ভবিষ্যতে তত্ত্বনশীন (সিংহাসন অধিকারী) হতে পারে ?

উত্তর :- যেমন ব্রহ্মা বাবা দেহ সহ সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়েছিলেন, নিজের সবকিছু ঈশ্বরার্থে বাচ্চাদের সেবার্থে লাগিয়েছিলেন । তিনি ডাইরেক্ট ইনশিওর করে, বিশ্বের রাজস্ব প্রাপ্তি করেছেন, এমনভাবেই বাবাকে অনুসরণ কর । সুপুত্র হওয়ার সার্টিফিকেট নিতে হবে । প্রকৃত সন্তানের মতো তন-মন-ধন দিয়ে সেবা করতে হবে । সম্পূর্ণরূপে বাবার সহযোগী হয়ে উঠতে হবে । সব কিছু ইনশিওর করে ২১ জন্মের জন্য রাজস্বের অধিকারী হয়ে উঠতে পার ।

গীত :- শৈশবের দিনগুলো ভুলে যেও না

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনেছে । এখন বাচ্চারা বেঁচে থেকেও এই দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে ঐ দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য বাবার কোলে আশ্রয় নিয়েছে । কে বাবা ? পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা । সবসময় যখন বোঝাও, এমন বোলো না যে, তিনি জ্যোতির্লিঙ্গ, প্রচল্ড জ্যোতিস্বরূপ, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময় এমনটা বলা বাস্তবে ভুল । তবে কি বলা উচিত ? পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ পরম (শ্রেষ্ঠতম) আত্মা । তিনি পরমধাম নিবাসী । পরম অর্থাৎ উচ্চ থেকে উচ্চতম নিরাকার পিতা। তিনি সব আত্মাদের পিতা তাই তাঁকে সুপ্রিম বলা হয়ে থাকে । তিনি জন্ম - মৃত্যুর চক্রে আসেন না । তিনি বোঝান -- বাচ্চারা, আমিও যদি জন্ম -মৃত্যুর চক্রে আসি, তবে সবাইকে কে উদ্ধার করবে ? আমিই এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিই । দুঃখ হরণকারী আর সুখ প্রদানকারী যে আমিই, কিন্তু কেউ জানেনা । ভক্তি মার্গে গাইতেই থাকেও "পরমপিতা পরমাত্মা !" নিশ্চয়ই বোঝে উনিই আমাদের পিতা, কিন্তু আমাদের পিতা কেমন, কে তিনি -- এসব কিছুই জানেনা । মানুষের মতো রূপ (দেহধারী) তো তাঁর নেই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও স্মরণ করে । তাঁদের তো এই চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় । কিন্তু এই শিব কে ? শিবের মন্দিরেও যায়, কিন্তু কেন তাঁকে স্মরণ করে, তা জানেনা । বাবা বসে বোঝান, দেবী -দেবতারা যখন বাম মার্গে চলে যায় তখনই সোমনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় । শুধু এটুকুই বোঝে ইনি শিবপিতা ; কিন্তু এটা জানেনা তিনিই স্বর্গের রচয়িতা । আমাদের স্বর্গের মালিক তিনিই বানান । যদি জানত তবে অন্যদেরও শিববাবার পরিচয় দিত। জানবে না এটাই ড্রামায় নির্ধারিত । জানা অর্থাৎ বর্সার অধিকারী হওয়া, না জানা মানে বর্সা থেকে বঞ্চিত হওয়া । বাবা বলেন, আমি স্বর্গের রচয়িতা তোমাদের সুখ প্রদান করি, পবিত্র করে তুলি । তারপর ৫ বিকার আবার তোমাদের অপবিত্র করে তোলে । কলা কমতে থাকে আর তোমরাও কালো (অপবিত্র) হতে থাক । প্রথমে তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ চন্দ্রমা ছিলে পবিত্র ছিলে, এখন তোমাদের গ্রহণ লেগেছে । বাবা বলেন, দান দাও (বিকার দান) তবেই গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে । পাঁচ বিকারকেই গ্রহণ বলা হয় । যার দ্বারা তোমরা আত্মারা দুঃখী, কালোতে পরিনত হও । বাবা বলেন, আমি তোমাদের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের পিতা হই । হে ব্রাহ্মণরা, তোমাদের কাছে যে ৫ বিকার আছে ; তা আমাকে দান করে গ্রহণ থেকে মুক্ত হও । আজ থেকে দান দিয়ে আর কখনও তাকে ফিরিয়ে নিওনা । মায়ার তুফান অনেক আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা

ক্রোধ ইত্যাদি করলে পাপ হবে । কর্ম - অকর্ম - বিকর্মের গতিও তোমাদের আমি বোঝাই । তোমাদের কর্ম বিকর্ম হওয়া উচিত নয় । আমি তোমরা বাচ্চাদের বিকর্মজীত করে তুলি । এ হলো রাহুর গ্রহণ । দান করলে গ্রহণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় । বাবা বলেন -- আমার মিষ্টি বাচ্চারা, এই ৫ ভূতকে দান কর, এতে তো টাকা পয়সার কোনও ব্যাপার নেই । ইনি তো বাবা আর তোমরা তাঁর নিজের সন্তান । বাবাকে তো তাঁর সন্তানদের সাহায্য করতেই হবে । তোমরাও তন - মন - ধন দ্বারা সেবা করছ, বাবারও কর্তব্য তোমাদের সেবা করা । বাবা বলেন -- এই সবকিছুই তোমরা বাচ্চাদের জন্য । ভক্তি মার্গে তোমরা ভগবানকে দিয়ে এসেছ , কিন্তু ঈশ্বর কী কখনো ক্ষুধার্ত থাকেন ? এখানে তোমরা ইনশিওর কর । ঈশ্বরের কাছে ইনশিওর করলে, ঈশ্বর পরবর্তী জন্মে পদ্মগুণ ফিরিয়ে দেবেন। ঈশ্বর হলেন দাতা । এখন তোমরা ইনশিওর কর ২১ জন্মের জন্য । ওরা (লৌকিক) ইনশিওর করে এক জন্মের জন্য। বলা হয়ে থাকে, পুত্রের মধ্য দিয়েই পিতাকে প্রত্যক্ষ করা যায় । দেখ, ব্রহ্মা বাবার কাছে যা কিছু ছিল, সব ঈশ্বরার্থে বাচ্চাদের সেবার কাজে লাগিয়েছেন । শিববাবাকে উত্তরাধিকারী করেছেন, তন-মন-ধন সব কিছু অর্পণ করে তার পরিবর্তে নিজের পুরুষার্থ দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করেছেন, কেননা ডাইরেক্ট দান করেছেন না ! তোমরা আমার সন্তান হওয়ায় ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হও, কিন্তু যত সমর্পিত হতে পারবে ততই বর্ষা প্রাপ্তি করতে পারবে । দেহ সহ সবকিছু অর্পণ করে দিতে হবে । যারা মাতা - পিতাকে ফলো করবে তারাই সিংহাসনের অধিকারী হবে । সুতরাং বাবা বলছেন, দান দিয়ে গ্রহণ থেকে মুক্ত হও । দান দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে নিলে দুর্গতি প্রাপ্তি হবে । সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । পুরুষার্থী স্টুডেন্ট ভালোভাবে জ্ঞান ধারণ করলে ভালো নম্বর ও প্রাপ্ত করতে পারবে । তোমরাও পুরুষার্থ করে উচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কর । এতে পরিশ্রমের কোনও ব্যাপার নেই শুধুমাত্র পবিত্র হতে হবে । পবিত্র থাকার জন্য বাবার থেকে শক্তিও পাওয়া যায় আর খুশির মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকে । দেবতা হতে গেলে কোনও অবগুণ থাকা চলবে না । ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখানেই হতে হবে । সুতরাং কোনও অবগুণ থাকা উচিত নয়। আধাকল্প ধরে বিকারী হয়েছে, তাই মায়াও বলে এখন এরা নির্বিকারী হয়ে উঠছে , আমি আবার বিকারগ্রস্ত করে তুলবো। এখানেই চলে মায়ার সাথে যুদ্ধ আর এটাই হলো মুশকিল । এই মায়ার উপরেই তোমাদের জয়ী হতে হবে । ওরা হিংসাত্মক লড়াই দেখিয়ে একে খন্ডন করে দিয়েছে । তোমরা মায়ার উপর বিজয়ী হয়ে বিশ্বের মালিক হয়ে হও । বাচ্চারা বুঝেছে বাবাকে ৫ বিকার দান না করলে, শ্রীনারায়ণ বা শ্রীলক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়ে উঠবে না । সুতরাং তোমরা বাচ্চাদের মনরূপী দর্পন দিয়ে দেখা উচিত -- আমি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও কোনও বিকর্ম করিনি তো ! মায়ার তুফান আরও ভয়ানক রূপে আসবে । বৈদ্য যখন ওষুধ দেয় তখন বলে প্রথমে আরও যেসব রোগ ছিল তাও বেড়িয়ে আসবে, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এতো আসবেই । ইনি হলেন সার্জেন (ঈশ্বর) । তিনি বলেন, তোমরা যখন আমার বাচ্চা হবে তখন রাবণের সাথে তোমাদের তুমুল যুদ্ধ হবে । মায়া ভীষণভাবে আঘাত হানবে । তোমাদের কিন্তু মায়ার ঐ তুফানকে ভয় পাওয়া উচিত নয় । বাবার হয়েছে যখন এই শৈশবকে ভুলে যেওনা । এ হলো ঈশ্বরীয় শৈশব । ঈশ্বরের কোলে একবার এসেছ তারপর দেবতার কোলে ২১ বার যাবে । ঈশ্বরীয় জন্মের পর তোমরা স্বর্গে যাও । সার্টিফিকেট নিতে হবে । বাবা, আমি তোমার সুপুত্র না কুপুত্র ? বাবাই বলতে পারবেন সুপুত্র হয়ে থাকলে কত নম্বরে আছ । কি কি কমজোরি আছে ? বাবা বলতে পারবেন । নিজেও বুঝতে পারে আমি সার্ভিস(সেবা) করতে না পারলে উচ্চপদ কি করে পাব ? আচ্ছা, বাবা বলেন তুমি একটা কাজ কর, তুমি একটা হাসপাতাল অথবা কলেজ খোল । যদিও তোমাকে ওখানে যেতে হবেনা, কিন্তু অনেক মানুষ যখন

উপকার পাবে তখন তার পুরস্কার (আশীর্বাদ) তুমিই প্রাপ্ত করবে । মানুষ ধর্মশালা তৈরি করে এইজন্য যে, অনেক মানুষ এখানে বিশ্রাম করবে আর তার বিনিময়ে সে পরবর্তী জন্মে সুন্দর মহল লাভ করে থাকে । বাবার কাছে অনেকেই আসে : এসে বলে, বাবা হসপিটাল খোলো আমরা তোমাকে সাহায্য করব । বড়ো হসপিটাল খোলো । বাবা বলেন, আচ্ছা, যদি জ্ঞান ধারণ করার সময় নেই তবে, তিন পা রাখার মতো জায়গায় হসপিটাল কাম কলেজ খোল । হসপিটালের মাধ্যমে এভারহেল্ডী আর কলেজের মাধ্যমে এভারওয়েল্ডী হতে পারবে । যখন অনেক মানুষ এসে উপকার পাবে তোমাদের ও তাতে পুণ্য হবে । বেশি খরচ ও হবেনা । মানুষ আজকাল কত উপার্জন করে, কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক । এতো সম্পত্তি কি তার পুত্র -পৌত্ররা খাবে ? বেশি দেরি নেই , সব বিনাশ হয়ে যাবে । রাজস্ব গরিবরাই লাভ করে । বাবা হলেন দীনবন্ধু । এই বাবা (ব্রহ্মা) নম্বর ওয়ান সাধারণ ছিলেন । হাজার দুয়েক থাকলেও তাকেতো গরিবই বলা হবে । এখানে গরিব ও ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে । কারও লক্ষ টাকা নিয়ে কি করবে? গরিবের প্রতিটি পাই -পয়সাতেই প্রতিষ্ঠা হয় । গাঙ্কীজিকেও কত দান দিত, তার মধ্যে কতজন মারা গেছে । কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে । তোমাদের তো কোনও কষ্ট নেই । বাবা বলেন, তোমরা প্রথমে রাজযোগ শেখ তবেই তোমাদের রাজস্ব দেব । এই রাজ্য তো মৃগতৃষ্ণা সম । কাহিনীতে আছে না ! দ্রৌপদী দুর্যোধনকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেছিল । দুর্যোধন প্রাসাদে এসে স্ফটিকের মেঝে দেখে তাকে পুষ্করিণী ভেবে পোশাক খুলতে যাচ্ছিল, তখন দ্রৌপদী তাকে অন্ধের পুত্র অন্ধই বলে সম্ভাষণ করে বলেছিল এ হল মৃগতৃষ্ণা । কোনও পুষ্করিণী নয় । ওরা সবাই ভাবছে আমরা স্বরাজ্য (স্বাধীনতা) পেয়ে গেছি কিন্তু সেখানেও কত দুঃখ । প্রজারা কত দুঃখের মধ্যে আছে । মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে । বাবা বলেন, এরা সব মরে পড়ে আছে । কবরস্থান হয়ে গেছে । তোমাদের পরিস্থান করে তুলতে হবে । হীরে - মোতির মহল তৈরি করবে । এখানে তো পাথরপুরী । ওখানে হবে স্বর্ণ মহল, তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন -- বিকারকে দান কর তবেই গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে ; আর ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । এখন তোমরা পতিত হয়ে আছ। মানুষ কত দুঃখী । লড়াই শুরু হলে চোখের ঘুম চলে যায় । বিশ্রামও করতে পারেনা। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয় । এটা হলোই রাবণের রাজ্য । এখন দশহরায় রাবণকে জ্বালায় আর শেষ পর্যন্ত রাবণকে জ্বালাতেই থাকবে, যতক্ষণ না বিনাশ হয় । বিনাশের পরে আর রাবণকে জ্বালানো হবেনা । তারপর আবার দ্বাপর থেকে রাবণ আবির্ভূত হবে জ্বালানোর জন্য । বছরের পর বছর রাবণকে জ্বালানো হয় কিন্তু রাবণ মরেইনা । প্রতি বছর তোমরা রক্ষা বন্ধন উদযাপন করো, রাখী বাঁধো তারপর অপবিত্র হয়ে যাও ।

লক্ষ্মী - নারায়ণের কাছে অফুরন্ত ধন ছিল, তাদের কত পূজা হয় । পূজা শুধু লক্ষ্মীর কী করে ? চতুর্ভুজের পূজা করে, তার মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণ দুজনেই এসে পড়ে । লক্ষ্মীর সাথে নারায়ণকেও অবশ্যই প্রয়োজন তাই দু'জনেরই পূজা করে । জোড় ছাড়া কাজ কি করে হবে ? প্রবৃত্তি মার্গ না ! তোমরা বিশ্বের মালিক হও । বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে দীপাবলিতে সবাই বলে -- যদি লক্ষ্মী পূজা না করো, টাকা পয়সা তোমাদের কাছে আসবে না । বাবা উপদেশ দেন -- বাচ্চারা এতেও সাক্ষী হয়ে পার্ট বাজাও, নয়তো খিটপিট লেগে যাবে (অশান্তি শুরু হবে) । যেমন বাবা বলেন --- বাচ্চাকে বিবাহ দিতে হলেও সাক্ষী হয়ে পার্ট বাজাও, নয়তো লড়াই ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে । বাচ্চারা নির্বিকারী থাকতে না চাইলে বাধ্য হয়ে ওদের বিবাহ দিয়ে দাও । পবিত্র থাকতে না চাইলে বিদায় দাও বিরক্ত করো না । কুমারী তারাই যারা ২১ কুলকে উদ্ধার করে । তোমরা সবাই ব্রহ্মাকুমারী । তোমাদের উদ্দেশ্যই হলো সবাইকে স্বর্গের মালিক বানানো ।

সত্যতার সাথে নিজেকে জিজ্ঞাসা কর -আমি কতজনকে নিজের সমান বানিয়েছি ? মিশন তাইনা ! এখানে তোমরা মানুষকে দেবতা করে তুলছ সুতরাং অনেক পরিশ্রম করতে হবে । তোমরা হলে ঈশ্বরের সহযোগী । আমি তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে স্বর্গের মালিক করে তুলি । আমি হলাম নিষ্কাম । তোমাদের রাজত্ব দিয়ে আমি বাণপ্রস্থে চলে যাই। আমার রাজত্ব করার কোনও ইচ্ছে হয়না । তোমাদের রাজ্য দিয়ে থাকি । তোমরা পুনরায় নিজের রাজ্য -ভাগ্য অধিগ্রহণ করছ । তোমরা জান আমরাই দেবী -দেবতা ছিলাম, ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে আজ আমরা রাবণ সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে গেছি । রাবণকে জ্বালানো হয়, তাকে কখনওই পূজা করা হয় না । যিনি সুখ প্রদান করেন তাঁকেই পূজা করা হয় । রাবণের চিত্র বানিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় । রাবণ তো দুঃখই দিয়ে এসেছে । দুঃখ দেয় যে তার মহিমা কি করে করবে ? শিববাবা হলেন সুখদাতা । ওঁনাকে রোজ ফুল অর্পণ করে আসে কিন্তু ওঁনার অ্যাকুপেশন কিছুই জানেনা । এখন তো অনেক অন্ধশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাবা বলেন, যাঁর কাছ থেকে তোমরা স্বর্গের সুখ লাভ কর, এমন বাবাকে ভুলে যেও না, নয়তো স্বর্গ সুখ থেকে বঞ্চিত হবে । মাঝা - বাবা বলেছ যখন স্বর্গে তো যাবে কিন্তু গিয়ে তবে দাস-দাসী হবে । গানের অর্থও বাচ্চারা বুঝেছে । ঈশ্বরের সন্তান হয়ে শৈশবের দিনগুলো ভুলে যেওনা । আসুরি সন্তান থেকে পরিবর্তন হয়ে তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ, তারপর দৈবী সন্তান হবে । এ হলো ঈশ্বরীয় জন্ম । এই সময় তোমরা হলে সেবাবাহী, রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ঈশ্বরীয় জন্ম গ্রহণ করে, কোনও অকর্তব্য করা উচিত নয় । সুপুত্র হওয়া উচিত । অবগুণকে শেষ করে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে ।

২) ঈশ্বরের সহযোগী (খুদাই খিদমৎগার) হয়ে রুহানী সেবা দ্বারা সবাইকে নিজের সমান করে তুলতে হবে । তিন পা রাখার মতো জায়গায় হাসপিটাল বা কলেজ খুলতে হবে । তন -মন - ধন দ্বারা সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে ।

বরদান : - পুরানো হিসেব - নিকেশকে সমাপ্ত করে সম্পূর্ণতার সমারোহ পালনকারী বন্ধনমুক্ত ভব

এই পরদেশে যখন সবাই বন্ধন-যুক্ত আত্মা হয়ে যায়, তখন বাবা এসে প্রকৃত স্বরূপ আর স্বদেশের স্মৃতি দিয়ে বন্ধন থেকে মুক্ত করে, স্বদেশে নিয়ে গিয়ে, স্বরাজ্য অধিকারী করে তোলেন । সুতরাং স্বদেশে (নিজের দেশ) ফিরে যাওয়ার জন্য সমস্ত হিসেব - নিকেশ সমাপ্তির সমারোহ উদযাপন কর। যখন এই সমারোহ পালন করবে তখন অগ্নিমে গিয়ে সম্পূর্ণতার সমারোহ উদযাপন করতে পারবে । দীর্ঘ সময়ের বন্ধন - মুক্তরাই দীর্ঘ সময়ের জন্য জীবন-মুক্তির পদকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় ।

স্লোগান : - নিজের উৎসাহ উদ্দীপনার সহযোগ আর মধুর বাক্য দ্বারা দুর্বলকে শক্তিশালী করে
তোলাই হলো শুভচিন্তক হওয়া ।